উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৭৩৯.১৩ (+২০৭২.৬৭)

নিফটি : ২৫,৭২৭.৫৫ (+৬৩৯.১৫)

‘আত্মসমর্পণ’ বনাম ‘মাস্টারস্ট্রোক’ চর্চায় বাণিজ্য চুক্তি ৭

ভিনরাজ্যে যেতেই হবে ২৫ আমলাকে ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১২°	২৯°	১০°	৩০°	১১°	২৯°	১৩°

হোয়াটসঅ্যাপকে সুপ্রিম বার্তা ৭

শিলিগুড়ি ২১ মাঘ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 4 February 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 256

সুরলহরি ছুঁয়ে এল এক নতুন প্রাণ

অপারেশন থিয়েটারের আতঙ্ক জয় করে সুরের মূর্ছনায় কন্যাসন্তানকে বরণ করে নিলেন এক অকুতোভয় মা। কোচবিহারের এক নার্সিংহোমে নারীশিক্ষার আলোয় বদলে যাওয়া দৃঢ়চেতা মানসিকতার জয়গান গাইলেন তিনি।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি : অপারেশন থিয়েটারে তখন জ্বলছে ছায়াহীন আলো। চিকিৎসক ও তাঁর সহকারীরা মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস ও গায়ে অস্ত্রোপচারের পোশাক পরে প্রস্তুত। চারদিকে ছড়িয়ে রাখা কাটাছেঁড়া করার যন্ত্রপাতি। মনিটরে গ্রাফ ওঠানামা করছে। অপারেশন থিয়েটারের বেডে শুয়ে তখন অজানা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মৌসুমি গুহ মজুমদার। যে সন্তানকে তিনি এতদিন ধরে গর্ভে একটু একটু করে বড় করে তুলেছেন, তার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাবে কিছুক্ষণ পরই। চিকিৎসকরা তারই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যে কোনও অন্তঃসত্ত্বারই রক্তচাপ বাড়ে। মাথার ভিতর পাক খেতে থাকে হাজারো দুশ্চিন্তা। তবে ছোটবেলায় মা-বাবা হারানো মৌসুমি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই চিন্তা সরিয়ে অপারেশন টেবিলে শুয়েই তিনি গেয়ে উঠলেন, ‘এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু...।’

ভাইরাল ভিডিওয় অপারেশন থিয়েটারে মৌসুমি গুহ মজুমদার।

গান গাইতে গাইতেই অপারেশন থিয়েটারের ভিতরে সেই গানের সুর ছাপিয়ে গেল নবাগত ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের কান্নার আওয়াজে। মৌসুমির গলায় তখনও গানের সুর, ঠোঁটে হালকা হাসি। সোমবার এক সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যা সে গানের মাধ্যমেই আপন করে নিল তাঁর সন্তানকে। কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমের এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন চিকিৎসক পরীক্ষিৎ ভট্টাচার্য। মুহূর্তেই তা ভাইরাল।

নারীশিক্ষার প্রবণতা ও মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কারণেই অপারেশন থিয়েটারে এখন ভয়ের বদলে এরকম পরিবেশ দেখা সম্ভব হচ্ছে বলে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন। মৌসুমির সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করেছেন ডাঃ অলোক সাঁতরা। তিনি বললেন, ‘ওঁর শক্ত মানসিকতা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এক-দুই দশক আগেও আমরা দেখেছি স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নারীশিক্ষার অভাবের জন্য সন্তান জন্মের সময় বিভিন্নরকম জটিলতা দেখা যেত। এখন সচেতনতা বেড়েছে। সমাজের এই ছবি পরিবর্তনের বিষয়টিই ধরা পড়েছে এদিনের ঘটনায়।’ একই সুরে শিশুবিশেষজ্ঞ পরীক্ষিৎ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘একজন মহিলার কাছে মা হওয়াটা কতটা ভালো লাগার তা একমাত্র তাঁরাই বোঝেন। তবে সেই পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে স্বাভাবিক থাকা সহজ কথা নয়। সেটাই করে দেখিয়েছেন মৌসুমি। বিষয়টি এতটাই ভালো লেগেছিল যে দৃশ্যটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করি। তাতে ওঁকে দেখে অনেক মহিলাই মনে সাহস পাবেন।’

এরপর দশের পাতায়

বিরোধীদের সায়, ভোটে প্রত্যয়ী মমতা

ইমপিচমেন্টের ‘পথে’ তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির জমি আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরার ইঙ্গিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার তাঁর সঙ্গে অসমাপ্ত বৈঠকের পর নির্বাচন কমিশন আইনি পথে চলার কড়া বার্তা দিয়েছিল। মঙ্গলবার আরও কড়া পদক্ষেপ ইমপিচমেন্টের ভাবনা জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাবে অন্য বিরোধী দলগুলি ইতিমধ্যে সহমত হয়েছে।

তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার বৈঠকের পর মমতা বলেন, ‘কোনওকিছু যদি জেনুইন হয়, প্র্যাকটিকাল হয়, মানুষের ভালোর জন্য হয়, তবে আমরা ইমপিচমেন্ট চাইতেই পারি। জানি, আমাদের নম্বর নেই। কিন্তু সংবিধানে প্রভিশন আছে। প্রস্তাব তো আনাই যায়। রেকর্ড তো হয়ে থাকবে।’ এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধির ভোট চুরির অভিযোগে লেগে থাকার উল্লেখ করেন তিনি।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্পষ্ট করে দেন, সংসদে সংখ্যা থাকুক বা না থাকুক, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ইমপিচমেন্টের প্রস্তুতি নেওয়া হবে। নয়াদিল্লি সফরের দ্বিতীয় দিনে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনকে লাগাতার চাপে রাখতে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে তিনি জাতীয় বিষয় করেই রাখবেন। যদিও তাঁর দাবি, এসআইআর হলেও, তাতে যদি রাজ্যে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ যায়ও, তাহলেও তৃণমূলের সমস্যা নেই।

প্রত্যয়ের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর দাবি, ‘আমি রাজনৈতিক জ্যোতিষী নই। তবু আমার মনে হয়, আরও বেশি আসনে আমরা জিতব। ভোটে জিতেই আবার দিল্লি আসব।’

এসআইআর নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়াদিল্লিতে।

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর রসিকতাতেও ছিল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভোটে জিতে দিল্লি এসে আপনাদের ভালো ভালো মিষ্টি খাওয়াব। তবে দিল্লি কা লাড্ডু নয়।’

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ইত্যাদির পাশাপাশি আইনি পথেও এসআইআর-এর বিরোধিতা করছেন তিনি। এজন্য নিজেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলার শুনানিতে বুধবার তিনি নিজেই সওয়াল করতে পারেন বলে জল্পনা চলছে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে চলতি বাজেট অধিবেশনেই সংসদে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব ঐক্যবদ্ধভাবে আনতে পারে বিরোধীরা। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ইমপিচমেন্ট আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে।’

কমিশনবিরোধী এই জেহাদ আসলে বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে। কেননা, মমতার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির স্বার্থে কাজ করছে। বৈধ ভোটারদের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করেছেন। *এরপর দশের পাতায়*

ফের রাহুলের ভাষণে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবারের পর মঙ্গলবারও লোকসভা কার্যত অচল। ২০২০ সালে লাদাখে চিনের আগ্রাসনের অভিযোগ বিষয়ে দ্বিতীয় দিনেও লোকসভায় বলতে দেওয়া হল না রাহুল গান্ধিকে। যদিও অধ্যক্ষের উদ্দেশে

লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘আমি অনুমতি চাইছি না। আমি বিরোধী দলনেতা। এটা আমার অধিকার।’ কংগ্রেসের অভিযোগ, সেই যুক্তি পেশ করা হলেও তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি।

সাসপেন্ড ৮ কংগ্রেস সাংসদ, প্রশ্ন বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও

রাহুলকে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের নিম্নকক্ষ। তাতে যোগ দেন কংগ্রেস ও অন্য বিরোধী দলের সাংসদরা। সংসদের ভিতরে শুরু হয় স্লোগান-পালটা স্লোগান। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ ওঠে, অধ্যক্ষের চেয়ারের দিকে কাগজের টুকরো ছোড়া হয়েছে। এরপর হিবি ইডেন, অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং, মণিকম ঠাকুর সহ আটজন কংগ্রেস সাংসদকে বাজেট অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ।

প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারাভানের একটি অপ্রকাশিত বই থেকে দু’দিন ধরে উদ্ধৃতি পাঠ করে চিনের আগ্রাসন ও ভারতের নিরাপত্তায় খামতি নিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন রাহুল। তবে শাসক শিবির এবং অধ্যক্ষের তরফে জানানো হয়, অপ্রকাশিত বই থেকে সংসদে উদ্ধৃতি পাঠ করার নিয়ম নেই। এই আপত্তিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তুমুল বাদানুবাদ। কংগ্রেসের অবশ্য দাবি, ওই নথি আগেই যাচাই করে সংসদে জমা দেওয়া হয়েছে এবং নথিটিতে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

পরে লোকসভা থেকে বেরিয়ে রাহুল অভিযোগ করেন, সংসদে তাঁকে কথা বলতে না দেওয়ার পিছনে মোদি সরকারের রাজনৈতিক ভয় কাজ করছে। তাঁর কথায়, ‘আদানির বিরুদ্ধে আমেরিকায় যে মামলা চলছে, তা শুধু কোনও শিল্পপতির বিরুদ্ধে নয়, বরং মোদি সরকারের গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোকে কাঠগড়ায় তুলেছে।’

এরপর দশের পাতায়

আজ থেকে নতুন দুটি প্ল্যাটফর্ম এনজেপি-তে

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : খোলনলচে বদলে যাচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এবং ভিড় সামাল দিতে এবার স্টেশনের মুকুটে যুক্ত হচ্ছে নতুন পালক। মঙ্গলবার ঠিক রাত ১২টায় এনজেপি স্টেশনে দুটি নতুন প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন হতে চলেছে। রেল সূত্রে খবর, অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে স্টেশন আধুনিকীকরণের যে কাজ চলছে, এটি তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্টেশনের প্রবেশ করেই টয়ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পার করে পরপর দুটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। নতুন প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন হলে সেখান থেকেই শুরু হবে কাউন্টিং। নতুন দুটিকে এক এবং দুই ধরা হবে। আর আগে যে এক (এ) নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছিল সেটি হয়ে যাবে তিন নম্বর। এভাবেই ক্রমান্বয়ে আটটি প্ল্যাটফর্ম থাকবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে দুটি নতুন প্ল্যাটফর্ম যাত্রীদের জন্যে খুলে দেওয়া হবে। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। ট্রেন এবং যাত্রীদের চাপ কমাতেই এই নতুন প্ল্যাটফর্ম দুটি তৈরি করা হয়েছে।

নবনির্মিত এই প্ল্যাটফর্ম দুটিতে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্ল্যাটফর্ম চত্বরেই গড়ে তোলা হয়েছে ঝাঁ চকচকে পৃথক টয়লেট ব্লক। এছাড়াও বসার জায়গা থেকে শুরু করে আলো সবেতেই রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কোনও দোকান থাকবে না। দোকান বা স্টলের জন্যে প্ল্যাটফর্মেই পৃথক জায়গা তৈরি করা হবে। প্ল্যাটফর্মের একাংশে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে। সেখানে ছাদ দিয়ে ওই ছাদের ওপর স্টল দেওয়া হবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নবনির্মিত প্ল্যাটফর্ম। মঙ্গলবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

রান্নাঘরে আরশোলার সংসার

খাবারের ব্যবসা যেন কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে শিলিগুড়িতে। প্রায়দিনই নতুন নতুন ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুডের দোকান খুলছে। উপেক্ষিত থাকছে স্বাস্থ্যবিধি। সৌজন্যে প্রশাসনের উদাসীনতা আর খাদ্যপ্রেমীদের সব দেখেও না দেখার অভ্যেস। আজ প্রথম কিস্তি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শহর শিলিগুড়ি খাদ্যপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্যই বটে। কী না মেলে এখানে! সকালবেলায় নান-তরকা, ক্লাব কচুরি দিয়ে শুরু। দিনভর হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুডের দোকানে ঠাসা ভিড়। বাঙালি, চাইনিজ থেকে মোগলাই খানা। দক্ষিণ ভারতীয় খাবারেরও তুঙ্গে জনপ্রিয়তা। সন্ধ্যা নামতেই আলো জ্বলে ক্যাফেগুলোতে। ফুড ব্লগারদের পেজ খুললেই বোঝা যায়, খাবারের ব্যবসা যেন কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে। প্রায়দিনই নতুন নতুন দোকান খুলছে। এই ঝাঁ চকচকে দুনিয়ার আড়ালে রয়ে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি। স্বাস্থ্যবিধি।

শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘোরার সময় চোখে পড়ল কিছু গা শিউরে ওঠা ছবি। অম্বিকানগর পার করে একটা ভাড়াবাড়ি। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে দুটি বড় বড় চুলা জ্বলছে। দুটোর ওপর বসানো পেল্লাই আকারের হাঁড়ি। আশপাশে খোলা অবস্থায় কয়েকটি মশলার প্যাকেট রাখা। লবণের প্যাকেটের মুখটিও হাঁ করে রয়েছে। সবসময় খোলা থাকে,

ছবি : এআই

ফলে বাতাসের সংস্পর্শে এসে দলা পাকিয়ে গিয়েছে লবণ। মেঝেতে পোকামাকড়ের অবাধ বিচরণ। দমে বসানো হয়েছে বিরিয়ানি। খুব বেশি কথা বলতে চাইছিলেন না কর্মীরা। অন্য ঘরগুলোতে ঢুকতে দিতে ইতস্তত বোধ করছিলেন। কোথায় যাবে এই বিরিয়ানি? আমতা আমতা করে একজন জানালেন, লেকটাউন, থানা মোড়, এনজেপি, তিনবাত্তি সংলগ্ন এলাকার একাধিক ছোট দোকানে এখান থেকেই রান্না করা বিরিয়ানি পৌঁছায়। হাঁড়ির আকার অনুযায়ী দাম নির্ধারিত হয়। তারপর সেই ব্যবসায়ী প্লেট হিসেবে বিক্রি করেন।

মিষ্টির দোকান, ফাস্ট ফুডের সেন্টারেও এক ছবি। দেশবন্ধুপাড়ার একটি মিষ্টির দোকানের হেঁশেলে উঁকি দিতে গিয়ে তো পা পিছলে পড়ার জোগাড়। মিষ্টি তৈরির জন্য যে ছানা কাটা হয়েছে, তার জল গড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। সবকিছুই আ-ঢাকা অবস্থায়। কোর্ট মোড় সংলগ্ন একটি মিষ্টির দোকানে খেতে বসলে সোজা আপনার চোখ যাবে রান্নাঘরের ভেতরে। তারপর আর কিছুই গলাধঃকরণ হবে না। সুভাষপল্লির একটি দোকানে রান্নাঘরে ঢুকলে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হবে। দেওয়াল থেকে কড়াই, মেঝে থেকে খুন্তি- সবকিছুর ওপর তেলের প্রলেপ পড়েছে যেন। সেই দোকানেরই শোকেসে ইঁদুর ছুটতে দেখেছেন অনেকে।

এই নিয়ে এর আগেও শতকথা হয়েছে। লেখালেখি হয়েছে। অভিযান হয়েছে। তবে, অভ্যেসটা বদলায়নি *এরপর দশের পাতায়*

রেলমন্ত্রীর ঘোষণা

চিকেন নেকের সুরক্ষায় রেলের সুড়ঙ্গ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : চিকেন নেকের সুরক্ষায় বছর দেড়েক আগেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রকে ভূগর্ভস্থ রেলপথ তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সেই প্রস্তাব মেনে স্পর্শকাতর এলাকায় সমীক্ষাও করে রেল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রকের যৌথ দল। মাস ছয়েক আগে সেই সমীক্ষা রিপোর্ট জমা হয় কেন্দ্রের কাছে। সেইমতো উত্তর দিনাজপুরের তিনমাইলহাট থেকে শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানি পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ রেলপথ তৈরির কথা ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। সেনা সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ রেলপথ অসম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হতে পারে। জাতীয় সুরক্ষায় ওই রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই জানিয়েছেন সেনাকর্তারা। যুদ্ধের সময় সেনার ‘লাইফলাইন’ হতে পারে ওই সুড়ঙ্গপথ।

সোমবার ভিডিও কনফারেন্সে রেলমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই শোরগোল পড়েছে প্রশাসনিক মহলে। শিলিগুড়ি করিডরের কৌশলগত গুরুত্ব যে দিল্লির কাছে কতটা, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। রেলের অন্দরমহলের খবর, ‘আন্ডারগ্রাউন্ড করিডর’-এর সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপও করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা যায়, তার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ দল গড়বে রেল। কেন এই রুট? মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া চিকেন নেকের মধ্য দিয়ে যাতায়াতে এতদিন মাটির ওপরের পথই ছিল সব ভরসা। ফলে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদক্ষেপ করা নিয়ে উঠছিল নানা প্রশ্ন। বিকল্প ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জরুরি। আন্ডারগ্রাউন্ড করিডর সেই সমস্যা অনেকটাই মেটাবে। রেল সূত্রে খবর, মাটির প্রায় ২৫ মিটার গভীরে তৈরি হবে জোড়া সুড়ঙ্গপথ। পাশাপাশি নির্দিষ্ট অংশে মাটির উপরে বর্তমানে থাকা দুটি লাইন বেড়ে হবে চারটি। যদিও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু হওয়ায় এই প্রসঙ্গে মুখ খুলতে চাননি রেলকর্তারা। এডিআরএম (এনজেপি) অজয় সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

প্রাক্তন সেনাকর্তারা মনে করছেন, আধুনিক যুদ্ধে ড্রোন আর স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কত ট্যাংক বা সেনা পাঠানো হচ্ছে সব ওপর থেকে দেখে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু মাটির নীচে রেললাইন থাকলে শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হবে। সুড়ঙ্গপথে সেনা আর রসদ সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া যাবে। বাগডোগরা বিমানঘাঁটি কাছে থাকলেও খারাপ আবহাওয়ায় আকাশপথ সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়। তাই অনেকসময় রেলই হয়ে ওঠে মূল ভরসা। *এরপর দশের পাতায়*

- উত্তর দিনাজপুরের তিনমাইলহাট থেকে শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানি পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ রেলপথ তৈরির ঘোষণা রেলমন্ত্রীর
- সূত্রের খবর, মাটির প্রায় ২৫ মিটার গভীরে তৈরি হবে জোড়া সুড়ঙ্গপথ
- নির্দিষ্ট অংশে মাটির উপরে বর্তমানে থাকা দুটি লাইন বেড়ে হবে চারটি

শুকিয়ে কাঠ বাঁ-হাতি খাল, নীরব সব দলই

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে ময়নাগুড়ি

সপ্তর্ষি সরকার ও বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সবুজ শিমে ছেয়ে আছে ধর্মপুরের জমি। কপির ফলন কমে এলেও টিকে আছে। ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে যেদিকে চোখ যায় এখন আলু, বেগুন, কুমড়ো, স্কোয়াশ চাষের পাশাপাশি হলুদ হয়ে আছে সর্ষেখেত। মাচায় ঝুলছে শসা, লাউ। আদ্যন্ত কৃষিনির্ভর এলাকা যেন সবুজ দিগন্ত। শুধু উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম বাজার শিলিগুড়ি নয়, রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ময়নাগুড়ির সবজির কদর আছে। কাজ করতে করতে সেকথাই বলছিলেন শিমচাষি অমূল্য মণ্ডল।

তাঁর ভাষায়, ‘দাম ওঠানামা করে বটে, তবে সারাবছর সবজির চাহিদা থাকে।’ যদিও অমূল্যের আক্ষেপ, ‘জলের অভাব ভীষণ। সেচের সরকারি ব্যবস্থা নেই। যেকারণে সবজি চাষে ব্যাপক সমস্যা।’ সবজিচাষিদের এই সমস্যা ময়নাগুড়িজুড়েই। জলঢাকা চর সংলগ্ন আমগুড়ি, পানবাড়ি, দোমোহনি, হেলাপাকড়ি, মাধবডাঙ্গা- যে কোনও গ্রামে এখন কৃষকের ঘাম ঝরানোর বিনিময়ে তৈরি মরশুমি সবজি ভরা মাঠ। কিন্তু সেচের আক্ষেপ কৃষকদের মুখে মুখে।

অথচ এই সমস্যা দূর করতে বাম আমলে নয়ের দশকের গোড়ায় গজলডোবা থেকে তিস্তার বাঁ-হাতি খাল টেনে আনা হয়েছিল দোমোহনি হয়ে আমগুড়ি এবং পানবাড়ি পর্যন্ত। ময়নাগুড়িতে সেচ দপ্তরের কার্যালয়ের পাশে বিশাল এলাকাজুড়ে তিস্তা সেচপ্রকল্পের অফিস খোলা হয়েছিল। সেই অফিস এখন ঝোপঝাড়ে ঢাকা। গত চার দশকে সেচের একফোঁটা জল পৌঁছোয়নি বাঁ-হাতি খালে।

আর জল বইতে দেখা যায় না তিস্তার বাঁ-হাতি সেচখালে।

তৃণমূল শাসনে সেই জল আনার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আন্দোলন করেনি বিজেপি কিংবা বাম দলগুলি। অথচ ময়নাগুড়ির বিধায়ক বিজেপির। ভোট দিয়ে জেতালেও বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়কে নিয়ে হতাশ ধূপগুড়ি। তাঁর যে দেখাই মেলে না, মানলেন ময়নাগুড়ির সুভাষনগরে বিজেপি দপ্তরের কাছে এক দোকানদারও।

তিনি বলেন, ‘খারাপ লাগে, যখন দেখি, দলে দলে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ফর্মে বিধায়কের সই নিতে এই দপ্তরে এসে দিনের পর দিন ঘুরে যায়।’

এরপর দশের পাতায়

রবীন্দ্রভানু মঞ্চে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসের উদ্বোধন। মঙ্গলবার।

এনবিইউতে শুরু বিজ্ঞান কংগ্রেস

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হল অষ্টম আঞ্চলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস। রাজ্য সরকার এবং এনবিইউ-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভানু মঞ্চে এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসে মোট ১২টি বিভাগ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আট জেলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বিভাগে ২০ জন করে মোট ২৪০ জন পড়ুয়া ও গবেষক তাতে যোগ দিয়েছেন। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের বিশেষ সচিব জিতিন যাদব, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎ চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য অয়ন মহান্তি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষে পৃথকভাবে বারোটি বিভাগের সেমিনার শুরু হয়েছে। সেখানেই নিজেদের গবেষণাপত্রের বিষয়ে আলোচনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা। বিচারকরা প্রতি বিভাগ থেকে চারটি করে মোট ৪৮টি সেরা গবেষণাপত্র বেছে নেবেন। যাঁদের গবেষণা সেরার তালিকায় স্থান পাবে, তাঁদের শংসাপত্র ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ স্মৃতি বক্তৃতা দেন পরিবেশ গবেষক একলব্য শর্মা এবং চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ স্মৃতি বক্তৃতা দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক অমিতাভ রায়চৌধুরী। কংগ্রেস। দু'দিনই

- উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪০ জন পড়ুয়া ও গবেষক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন
- বিজ্ঞান কংগ্রেসে মোট ১২টি বিভাগ রয়েছে
- প্রতি বিভাগ থেকে চারটি করে মোট ৪৮টি সেরা গবেষণাপত্র রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতার ছাড়পত্র পাবে

রবীন্দ্রভানু মঞ্চে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। জিতিন যাদবকে কাছে পেয়ে এদিন তাঁদের নানা সমস্যার কথা জানান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা। সমস্যা মেটানোর প্রতিশ্রুতিও দেন।

খুশি স্বাস্থ্যকর্মীরা

নাগরাকাটা, ৩ ফেব্রুয়ারি : এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে সহযোগী স্বাস্থ্য (অ্যালায়েড হেলথ) খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করার পাশাপাশি নতুন কলেজ স্থাপন, অ্যালায়েড প্রফেশনাল তৈরি ও বিশেষ স্কিমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাংকে পিছিয়ে শৈলরানি

নাগরাকাটা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ২০২৪-এর তুলনায় ২০২৫ সালে উত্তরবঙ্গের চায়ের মোট উৎপাদন বেড়েছে ৮ শতাংশ। টি বোর্ডের খসড়া তথ্য অনুযায়ী পাহাড়, ডুয়ার্স এবং তরাই মিলে ২৫-এর উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪১১.১৮ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। তবে দেশের চা শিল্পের আইকন দার্জিলিংয়ের পরিস্থিতি করুণ। ২০২৫-এ এসে এই উৎপাদন দাঁড়ায় ৫.৩০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। যা ২০২৪-এ ছিল যথাক্রমে ৫.৭১ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। বছর ২০ আগেও পাহাড়ের উৎপাদন ১০-১২ মিলিয়ন কিলোগ্রামের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। আগামী কয়েক বছরে অর্ধেকের বেশি কমার অশনিসংকেত দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি ও জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'দার্জিলিংয়ের চা শিল্প নিয়ে দুই সরকারই এগিয়ে না এলে বাগানগুলির অস্তিত্বই একটা সময় লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। বদলে যাওয়া জলবায়ু এই মুহূর্তে চা শিল্পের সবচেয়ে বড় শত্রু। এর সঙ্গে লড়াইয়ের কৌশল বর্তমান চাহিদা।'

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

লামডিং মণ্ডল থেকে ৩৫ টি যাত্রা প্রারম্ভ করা রেলগাড়িতে ০৩ বছরের জন্যে এসএলআর লিজিং ঠিকা হেতু ই-নিলাম। বিবরণঃ এসএলআর-এর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্শন ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-০৬-২৬

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	[illegible]	১৫৭
এএ/২	[illegible]	১৫৭
এএ/৩	[illegible]	১০১৬
এএ/৪	[illegible]	১০১৬
এএ/৫	[illegible]	১০১৬
এএ/৬	[illegible]	১০১৬
এএ/৭	[illegible]	১৫৭
এএ/৮	[illegible]	১৫৭
এএ/৯	[illegible]	১৫৭
এএ/১০	[illegible]	১৫৭
এএ/১১	[illegible]	১০১৬
এএ/১২	[illegible]	১০১৬
এএ/১৩	[illegible]	১০১৬
এএ/১৪	[illegible]	১৫৭
এএ/১৫	[illegible]	১৫৭
এএ/১৬	[illegible]	১০১৬
এএ/১৭	[illegible]	১৫৭
এএ/১৮	[illegible]	১৫৭
এএ/১৯	[illegible]	১৫৭
এএ/২০	[illegible]	১৫৭
এএ/২১	[illegible]	১৫৭
এএ/২২	[illegible]	১০১৬
এএ/২৩	[illegible]	১০১৬
এএ/২৪	[illegible]	১০১৬
এএ/২৫	[illegible]	১০১৬
এএ/২৬	[illegible]	১৫৭
এএ/২৭	[illegible]	১৫৭
এএ/২৮	[illegible]	৬২৮
এএ/২৯	[illegible]	১০১৬
এএ/৩০	[illegible]	১০১৬
এএ/৩১	[illegible]	১৫৭
এএ/৩২	[illegible]	১৫৭
এএ/৩৩	[illegible]	৪৭০
এএ/৩৪	[illegible]	১০১৬
এএ/৩৫	[illegible]	১০১৬
এএ/৩৬	[illegible]	১৫৭
এএ/৩৭	[illegible]	৪৭০
এএ/৩৮	[illegible]	১০১৬
এএ/৩৯	[illegible]	১০১৬
এএ/৪০	[illegible]	১০১৬
এএ/৪১	[illegible]	৩১৪

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০২-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০২-২০২৬ তারিখে ১০.৩০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক (টিআরডি)কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিএসকে/ইলেক্ট্রি/২২৪, তারিখঃ ৩০-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারিং সিস্টেমের মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ৫টি স্টেশনে - ফরকাটিং জং., মরিয়নী জং., সিমালুগুড়ি জং, সাপেখাটি এবং নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনসহ ট্র্যাক মেশিন সাইডিং নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (টিআরডি) কাজ। (টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-০৯-আর)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪১,৭৭,৯৪৭.২৭ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,২০,৯০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ৮টি স্টেশনে- বর্গীনদী, বরদলোনি, শ্রীপানি, সিলাপথার, সিমেন চাপরি, লাইমেকুরি, মুরকংসেলেক এবং নুমলিগড় স্টেশন সহ মেশিন সাইডিং নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (টিআরডি) কাজ। (টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১০-আর)। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৯,৬১,৬২৮.০৫ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৩৯,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং ২৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট্রি./টিআরডি)/তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

একত্রিত কোচ বগি এবং হুইল সেট পরিবহন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ১১৯-এসজিইউডি-পিএলডব্লিউ-বিএলডব্লিউ-ট্রান্সপোর্ট-২৬; বিড নং. জিইএম/২০২৬/বি/৭১৪৮৩০০; তারিখ ঃ ২৪-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ ০৩ (তিন) বছরের জন্য শিলিগুড়ি ডিজেল লোকো শেড থেকে রেলওয়ে উপকরণ পরিবহনের জন্য প্রতি ট্রিপে ন্যূনতম ১৫ টন ধারণক্ষমতার ট্রাকের ব্যবস্থা (i) পাতিয়ালা লোকোমোটিভ ওয়ার্কস/পাতিয়ালা, পাঞ্জাব; (ii) বেনারস লোকোমোটিভ ওয়ার্কস/বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ; এবং (iii) পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাচরাপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ এবং তদ্বিপরীত। টেন্ডারের মূল্য ঃ ১,১২,৫৯,১৩৫.৭৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,০৬,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০২-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১১:৩০ টা। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই/ডি. শিলিগুড়ি জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
এক চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৭৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৭৩২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide eNIT No.- 08(e)/EO/K-I PS of 2025-2026, Date- 02.02.2026 by the E.O. Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in for details. **Last date of Tender submission 11.02.2026 upto 15:00 hours.**

E.O.,
Kaliachak-I PS, Malda

কাটিহার মণ্ডলে ০২ টি এসি না থাকা বাণিজ্যিক বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০২-২০২৬/জিইএম/কে ডোক সংখ্যা. জিইএম/২০২৬/বি/৭১৭২২৪৮৬/১৫৫৪ তারিখঃ ৩০-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলেঃ কাটিহার মণ্ডলের এডিইই/জিএসসিএইচজি/নিউ জলপাইগুড়ী এবং এডিইই/সিএইচজি/কাটিহারে উনাদের অধিক্ষেত্রের অধীনে ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে (২৪ মাস) বৈদ্যুতিক শক্তি এবং কোচিং সম্পদের পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি ব্যবহারের জন্যে চালক সহিত ০২ টি এসি না থাকা কাভার্ড বাণিজ্যিক বাহন এসইউভি ভাড়া করা। টেন্ডার রাশিঃ ২৫,৮৮,৫৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫১,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-Tender Notice NIT Sl. No.- 33 & Tender Reference No: AGRI/MLD/e-NIT-20/2025-26 DATE 03/02/2026 for Civil Works. Tender ID :- 2026_DOA_998636. Bid submission date starts from 03.02.2026 at 06.50 PM onwards of Bid submission closing date 16.02.2026 at 2.00 PM. Details will be available from the office & the undersigned on any working day between 11 a.m. and 4 p.m. or visit e-tender portal of Govt. of West Bengal.

Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ নং. সি-পার্কিং-এইউবি-এফ

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএল্প-১৩৯ -২৫-৩ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলে ফরবেসগঞ্জ স্টেশনে সামগ্রী প্রচলন এলাকায় দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে (নন-কমার্সিয়াল) পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএল্প-৯৬-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের আলুয়াবাড়ি রোডে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএল্প-১৭১-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের ফরবেসগঞ্জ স্টেশনের প্রচলন এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০২-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১০.৫০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SEVOKE ROAD
WALK-IN-INTERVIEW

PM Shri Kendriya Vidyalaya Sevoke Road invites part time contractual panel teachers for the following post :
PGTs- Physics, Computer Science, Biology, English, Economics.
TGTs- Mathematics, Sanskrit, Social Studies, English.
PRTs, Balvatika Teachers.
Misc.- Games Coach, Yoga Instructor, Nurse, Counsellor, Special Educator, Art & Craft Teacher, Dance Coach, Computer Instructor-I & II.
Schedule -

SN	Day and Date	Post
1.	**Wednesday, 11/02/2026, 08:30 A.M.**	PRTs, Balvatika Teachers, Games Coach, Yoga Instructor, Nurse, Counsellor, Special Educator, Art & Craft Teacher, Dance Coach
2.	**Thursday, 12/02/2026, 08:30 A.M.**	PGTs- Physics, Computer Science, Biology, English, Economics. TGTs- Mathematics, Sanskrit, Social Studies, English. Computer Instructor-I & II.

Venue : PM Shri Kendriya Vidyalaya Sevoke Road, PO- Salugara, Dist.- Jalpaiguri, West Bengal- 734008
Kindly bring all relevant documents in original and 01 set photocopy.
Please visit **www.sevokeroad.kvs.ac.in** for detailed advertisement, eligibility criteria, instructions and bio-data format.

অ্যাফিডেভিট

আমি কমল মোদক, পিতা মৃত দীনেশ মোদক, গ্রাম, হোকদহ-2, পো- চৌধুরীহাট, থানা - সাহেবগঞ্জ, জেলা - কুচবিহার। জমির দলিল নং 6045-এ ভুলবশত কান্দুরা মোদক হওয়ায় দিনহাটা (1st Class) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 28/1/26 ইং 2174 নং বলে কমল মোদক, পিতা মৃত দীনেশ মোদক হলাম। (D/S)

•

My Son Shubhajit Ray, his Birth Certificate Reg No. 262 dated 21/12/2012 has mistakenly written my son name as Subhajit Roy. 29/01/2026 I hereby declare in an affidavit in the Executive Magistrate Court, Alipurduar that Shubhajit Ray and Subhajit Roy are one and the same person, Her mother Kalyani Roy to Kallyani Das Ray are one and the same person, Subal Ray Vill & PO- Hemaguri, PS- Kumargram, Dist - Alipurduar. (D/S)

•

আমি চন্দনা বর্মন, স্বামী গোকুল বর্মন, গ্রাম, কিশামতদশগ্রাম, থানা - সাহেবগঞ্জ, জেলা - কোচবিহার, ভুলবশত 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম গৌরাঙ্গ বর্মন। বর্তমান তালিকায় Rebati Barman, থাকায় দিনহাটা (1st Class) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 13/01/26 ইং তারিখে 864 নং অ্যাফিডেভিট বলে আমার শ্বশুর Rebati Barman হল। (D/S)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Mira Mallik, পিতা: Kanai Mallik, গ্রাম: শিলাবাড়িহাট পো: সোনাপুর, থানা ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (NO : WB2001SC201300910) হারিয়ে গেছে। GD No : 503, Dt. 20.09.2023, কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 8101004760. (C/120119)

ভাড়া

Rent for Godown 4200 Sq.Ft. 2 Mile Checkpost. Call-9434049894, 9851414992. (C/120501)

অ্যাফিডেভিট

আমি পাপ্পু কুমার সা জন্ম শংসাপত্রে আমার মা ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত ১৭/১/২০২৬ তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা বিক্রম সা এবং বিক্রম প্রসাদ সা আর মা ফুলকলী দেবী এবং পুনিতা সা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন। (C/120238)

•

আমি সাজিবার রহমান, 30-01-26 কোচবিহার J.M. 1st ক্লাস এ অ্যাফিডেভিট বলে পিতার নাম Md. T.Miah থেকে Taher Miya করলাম।

•

আমি Mohammad Azahar, পিতা Md Moslem আমার বাবা Mohammad Moslem পিতা- Lt. Sk Diljan এবং আমার মা Morium Begam স্বামী- Md Moslem প্রত্যেকের গ্রাম-অমৃতি, থানা- ইংলিশ বাজার, জেলা- মালদা- ৭৩২২০৮, Ld. Executive Magistrate মালদা কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Md Azahar, বাবা Md Moslem এবং মা Mariam Khatun নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং- 1770/53 তারিখ 27.01.26. Mohammad Azahar ও Md Azahar, Mohammad Moslem ও Md Moslem এবং Morium Begam ও Mariam Khatun একই ব্যক্তি। (C/120513)

•

আমি Sumitra Saha স্বামী Biswajit Saha আমার পুত্রের জন্মশংসাপত্রে আমার এবং আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 31/1/2026. জলপাইগুড়ি J.M Court অ্যাফিডেভিট বলে Sumitra Saha এবং Sumita Saha ও Biswajit Saha ও Bishwajit Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/120237)

কর্মখালি

Applications are invited for the Post of Asst. Prof. in Geography Method with M.Ed & NET Qualification for B.Ed. Dept. of Manoranjan Saha Memorial B.Ed. College (Jal). Email- msmbedcollege@gmail.com. President (S/C)

•

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়ীতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজ করে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9733170439. (K)

•

সিকিউরিটি গার্ড এর কাজের জন্য লোক লাগবে। স্পট জয়েনিং,বেতন-(9-11,000/-), M-8927299546. (C/120512)

বিক্রয়

NJP-Milan More, C.T. Auto বিক্রয়। Mob. 94749-13457. (C/120393)

•

Land for Sale Area-9 katha 12.5 chhatak Location- Siliguri. Interested buyers please contact (M) 9733420149. (C/120416)

অ্যাফিডেভিট

আমি রাজিনা সরকার, স্বামী - রবিউল সরকার, সুশিল দাস পল্লি, ওয়ার্ড - 19, পো+জেলা - কোচবিহার, পিন - 736101, গত 02-02-26 ইং J.M., ফার্স্ট ক্লাস, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট এর বলে ঘোষণা করছি যে, 2002 ভোটার লিস্টে থাকা রাজিনা বিবি ও রাজিনা সরকার একই ব্যক্তি।

•

আমি 03/02/26 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে Affidavit বলে Manik Ch. Sarkar, S/o Late Kshitish Ch. Sarkar হইতে Manik Sarkar, S/o Late Kshitish Sarkar হইলাম। (C/120117)

•

আমি Md. Majlum Ali Vill- Nadappara Gosaipur, P.O. Aridanga, P.S-Pukhuria, Dist- Malda আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg.No.13800/15 Dt.24.09.2015 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 03.01.2026 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Esan Ali থেকে Md. Esan Ali করা হলো। (C/120508)

আজ টিভিতে

স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি দুপুর ১২.০০ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ম্যাডাম গীতারানি, দুপুর ১.০০ পাওয়ার, বিকেল ৪.৩০ সিঁদুরখেলা, সন্ধে ৭.৩০ অন্ধ বিচার, রাত ১০.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ সেজবউ, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.৩০ মন মানে না, সন্ধে ৭.১৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মানুষ কেন বেইমান, বেলা ১১.৩০ কমলার বনবাস, দুপুর ২.৩০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, বিকেল ৫.০০ মায়ের আশীর্বাদ, রাত ৮.০০ সুন্দর বউ, রাত ১০.৩০ তবু ভালোবাসি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিশোধ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৩০ পোগারু, ২.৩০ সাঙ্গা থামিজান, বিকেল ৫.২০ গব্বর ইজ ব্যাক, সন্ধে ৭.৫০ সৈন্ধব, রাত ১০.২০ খিলাড়ি নম্বর ১৫০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ হদ কর দি আপনে, বিকেল ৩.৩০ মেরি জঙ্গ, সন্ধে ৬.৫০ ইতিহাস, রাত ৯.২০ অজনবি
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০০ স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি, ২.৪৮ গডজিলা, বিকেল ৫.২০ তারকা-টু, সন্ধে ৭.৫৫ গডসে, রাত ১০.৩৪ মেজর
স্টার গোল্ড থ্রিলস : দুপুর ১২.১৬ ফার্দিনান্দ, ২.২৫ ট্রেন টু বুসান, বিকেল ৪.৩৫ ম্যালাফিসেন্ট, সন্ধে ৬.২৫ ফল, রাত ৮.৯৫ অ্যানাকোন্ডাস : ট্রেল অফ ব্লাড, রাত ১০.৩০ ডেডপুল-টু

পরাণ যায় জ্বলিয়া রে সন্ধে ৭.১৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

গব্বর ইজ ব্যাক বিকেল ৫.২০
কালার্স সিনেপ্লেক্স

ডেডপুল-টু রাত ১০.৩০ স্টার গোল্ড থ্রিলস

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে আজ চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বৃষ : পারিবারিক কারণে কর্মক্ষেত্রে বদলি নিতে হতে পারে। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ আজ চালু করতে পারেন। মিথুন : গুরুজনদের পরামর্শে সংসারের সমস্যা দূর হবে। ব্যক্তিগত কারণে কর্মস্থান বদল করতে হতে পারে। কর্কট : পাওনা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে। কন্যা : মনের মধ্যে কিছু লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ করলে স্বস্তি পাবেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে জড়িতরা চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবাদে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্নপূরণ হবে আজ। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে খারাপ ব্যবহারে মানসিক চাপ। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবে। মকর : পারিবারিক সমস্যায় মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধানের চেষ্টা করুন। আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ থাকলেও খরচের বহরও বাড়বে। কুম্ভ : পারিবারিক কারণে কর্মক্ষেত্রে বদলি নিতে হতে পারে। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ আজ চালু করতে পারেন। মীন : নতুন সম্পত্তি কেনাবেচায় প্রচুর লাভ করতে পারবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে আজ আইনের কাগজপত্র ভালো করে দেখে রাখুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১ মাঘ, সংবৎ ৩ ফাল্গুন বদি, ১৫ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৫।২২। বুধবার, তৃতীয়া রাত্রি ১।৫৫। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১২।১২। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ৩।১৪। বণিজকরণ দিবা ২।৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।৫৫ গতে ববকরণ। জন্মে-সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১২।১২ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১২।১২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।৫৫ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৯।৬ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১১।৫২ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৬ গতে ৪।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ২।৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।৫৩ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৩।১৬ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৪ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৫৩ গতে ৬।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ১।৪৩ গতে ৩।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জল ভেঙে আর পেরোতে হয় না খাল

চোপড়া ব্লকের দুন্দিভিটা গ্রামে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কালভার্ট তৈরির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই সহজ হয়েছে। এখন এলাকাবাসীর দাবি দ্রুত কাঁচা রাস্তাটিকে পাকা করার মাধ্যমে উন্নয়নের পথ আরও সুগম করা।

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুন্দিভিটা গ্রামটি অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। গ্রামের সামনের দিকে মাত্র ৭০০ মিটার এগোলেই দেখা মেলে রাজ্য সড়কের, আবার পেছনের দিকে ঠিক সমদূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। চারপাশে মাইলের পর মাইল চা বাগানের স্নিগ্ধতার মাঝে অবস্থিত এই গ্রামটির ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটি খাল। বর্ষার মরশুমে এই খালটিই এতদিন গ্রামবাসীদের জন্য চরম অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর দুর্ভোগ কাটিয়ে অবশেষে সেই খালের ওপর একটি কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় গ্রামটিতে এখন জোরদার খুশির হাওয়া বইছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম জানান, শুধু দুন্দিভিটা নয়, এই রাস্তাটি ব্যবহার করে বিলাতিবাড়ি ও ডাঙ্গরাডাঙ্গরি সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা উপকৃত হচ্ছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা খরচে এই কালভার্টটি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে কাঁচা রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই এটি পাকা করার কাজ শুরু হবে বলে প্রধান আশ্বাস দিয়েছেন। এই সংক্রান্ত টেন্ডারের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

আগে বর্ষাকালে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে মুমূর্ষু রোগীদের যাতায়াত ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গ্রামবাসী জুয়েল ওরাওঁ জানান, এই কালভার্ট তৈরিতে গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন। পাঁচালি ওরাওঁ নামে এক বাসিন্দা তাঁর যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানান, আগে গর্ভবতীদের দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হত। আজকাল সেই সমস্যা মিটেছে। দশম শ্রেণির ছাত্রী সবিতা ওরাওঁ জানান, আগে জল ভেঙে স্কুলে যেতে হত বলে অনেক সময় কচিকাঁচাদের পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হত। সতী রায় জানান, প্রশাসন কথা না শুনলে তাঁরা নিজেরাই নদী থেকে পাথর জোগাড় করে খাল ভরাট করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আপাতত সমস্ত সমস্যা মিটে যাওয়ায় সবাই খুশি।

তবে কালভার্ট হলেও রাস্তাটি সম্পূর্ণ পাকা না হওয়ায় স্থানীয় বিজেপি নেতা সুবোধ সরকার কিছুটা আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, সীমান্তের পাশের রাস্তা দিয়ে সব সময় যাতায়াত করা সম্ভব হয় না, তাই এই কাজটি আরও আগে হওয়া প্রয়োজন ছিল। তবে সব মিলিয়ে দীর্ঘদিনের আন্দোলন আর প্রতীক্ষার পর দুন্দিভিটা গ্রামের মানুষের মুখে এখন চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে।

হাসছে গ্রাম

পরিস্থিতি দেখল ভূমি দপ্তর ও পুলিশ

নদীতে খননে বিপন্ন বাঁধ

সৌরভ রায়

- ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাংলা-বিহার সীমানায় মহানন্দার বালি তোলা বন্ধের দাবি
- এর জেরে অচিরেই বাঁধ ভেঙে গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ
- মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন ফাঁসিদেওয়ার ভূমি আধিকারিক এবং পুলিশের

ফাঁসিদেওয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : একসময় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল একাধিক গ্রামে। সেই সমস্যা নিরসনে তৈরি মহানন্দার বাঁধ ফের বিপন্ন হতে পারে নদী খননের জেরে, আশঙ্কা একাধিক গ্রামবাসীর। আর সে কারণেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাংলা-বিহার সীমানার মাঝ দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দার বালির কারবার বন্ধের দাবি তোলা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিধাননগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকপাড়া এলাকায় ১৯৯২-'৯৩ সালে বন্যা হয়। সেই সময় ঢাকপাড়া ছাড়াও আশপাশের আরও বেশ কয়েকটি গ্রাম কার্যত ডুবে গিয়েছিল। পরবর্তীতে, মহানন্দা নদীতে তৈরি করা হয় বাঁধ। আর এখন ওই মহানন্দা থেকেই বালি তুলে লরিতে বোঝাই করে বাঁধ কেটে তৈরি করা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, বালিবোঝাই লরিগুলি পাড়ি দিচ্ছে উত্তর দিনাজপুর, মালদা এবং বিহার। এর জেরে অচিরেই বাঁধ ভেঙে গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ।

ওই বাঁধটি উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং এবং বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত। স্থানীয় মালাগছের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী জাকির হোসেন বলেন, 'অনেকদিন ধরেই বিহারের অংশে থাকা নদী থেকে বালি তুলে এই বাঁধ কেটে তৈরি করে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই, পুলিশ-প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই কারবার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।' স্থানীয় ঢাকপাড়ার বাসিন্দা ইরফান আলিরও একই আশঙ্কার সুর, 'যেভাবে নদী থেকে বালি তোলা, হচ্ছে তাতে যে কোনও সময় সেটি নদীর জলের তোড়ে ভেঙে যাবে। তারপর আবার আগের মতো গ্রামে মহানন্দার জল প্রবেশ করে ভীষণ অসুবিধে হবে।'

সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শংকর সরকারের বক্তব্য, 'ওই গ্রামের পাশেই বিহারের বালি কারবারিরা মহানন্দাতে খনন করে, লরিতে করে তা বাঁধ কেটে তৈরি রাস্তা দিয়ে এই রাজ্য হয়ে পাশের জেলা এবং বিহারে যাচ্ছে। এমন চলতে থাকলে সমস্যা হবে। আমরা আশা রাখছি প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।' স্থানীয় সুরিগছের ফজরুল হকের ক্ষোভ, 'যেভাবে বাঁধটিকে বালি কারবারিরা ব্যবহার করছে তাতে আমাদের গ্রাম ছাড়াও মালগছ, নানুভিটা, ঢাকপাড়ার বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন।'

অভিযোগ পেয়ে এদিন ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদার স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, 'আমরা এদিন গিয়ে দেখে এসেছি বিহার থেকে বালি তোলা হচ্ছে। আমরা ইরিগেশন দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছি। আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ফের সেখানে যাব। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বড় পর্দায় আসছেন 'সিনেবাপ'

কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি : ইউটিউবের গণ্ডি ছাড়িয়ে কোচবিহারের 'সিনেবাপ' মৃন্ময় দাস এবার সিনেমার মুখ্য চরিত্রে। শুক্রবার রাজ্যজুড়ে ৫০টিরও বেশি সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে মৃন্ময়ের প্রথম সিনেমা 'খাঁচা'। মানবপাচার নিয়ে অ্যাকশন-থ্রিলার সিনেমায় মৃন্ময়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন রজতাভ দত্ত, মীর সহ একাধিক অভিনেতা।

কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা মৃন্ময়। প্রথমে জনপ্রিয় একটি রিয়্যালিটি শোয়ের প্রতিযোগী ছিলেন। পরবর্তীতে ইউটিউবার হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি 'সিনেবাপ' নামেই পরিচিত। মৃন্ময় বলেছেন, 'মেইনস্ট্রিম কমার্শিয়াল সিনেমার হিরো হওয়া মুখের কথা নয়। খাঁচা সিনেমার ট্রেলার মানুষের কাছে ভীষণ সাড়া ফেলেছে। আমরা নিশ্চিত সিনেমাটিও ভালো লাগবে। হিরো হওয়া আমার মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের কাছে একটি স্বপ্ন। খাঁচার মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।'

নির্মাতারা জানাচ্ছেন, 'খাঁচা' আসলে একটি অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা। মানবপাচারের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করা হয় তারই দৃশ্য ফুটে উঠবে এখানে। রোমহর্ষক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে টানটান চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়েছে। শুধু থ্রিলার সিনেমা হিসেবেই নয়, এই সিনেমাটি সচেতনতার কাজেও লাগবে বলে দাবি করেছেন নির্মাতারা। সিনেমায় গ্রামের এক তরুণের ভূমিকায় অভিনয় করছেন মৃন্ময়। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন প্রত্যুষা পাল। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, চিত্রগ্রাহক মলয় মণ্ডল, প্রযোজক প্রবীর ভৌমিক। সিনেমায় তাঁর ফিটনেস নিয়ে মৃন্ময় বলেছেন, 'শুটিং শুরুর ছয় মাস আগে থেকে কঠোর অনুশীলন ও ডায়েট মেনে চলতে হয়েছে।'

মেলেনি ক্ষতিপূরণ

চোপড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ায় মাটি চাপা পড়ে মৃত ৪ শিশুর পরিবারকে রাজ্যপালের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ দুই বছর পরেও মেলেনি। মৃতদের পরিবারগুলিতে আক্ষেপের সুর। বৃহস্পতিবার তারা এব্যাপারে আবারও জেলা শাসকের দপ্তরে যাবে বলে জানিয়েছে। মৃত শিশুদের মধ্যে একজনের বাবা সামিরুল ইসলাম জানান, গত বছর ২৭ নভেম্বর ৪ জনের পরিবারের সদস্যরা মিলে লোক ভবনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ঘোষিত অর্থ দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়ায় তাঁরা ফিরে আসেন। তিনি বলেন, 'লোক ভবন থেকে দেওয়া মোবাইল ফোন নম্বরে পরে যোগাযোগ করলে বলা হয়, ২৪ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসকের কাছে এ ব্যাপারে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ওই সময় জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে জানতে পারি, সেই চিঠির সূত্র ধরে ৩০ ডিসেম্বর জেলা শাসক চোপড়া বিডিও-র কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান।' বিডিও সৌরভ মাজি অবশ্য এই ব্যাপারে বলেন, 'মৃতদের পরিবারের সদস্যরাও খোঁজ নিতে এসেছিলেন। নির্দিষ্ট জায়গায় রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

একই পথে একসঙ্গে দুই প্রকল্পের বোর্ড

সপ্তর্ষি সরকার

- ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীনগর কলোনি এলাকায় কাঁচা রাস্তার দু'পাশে দুটি বোর্ড বসেছে
- বিষয়টি নিয়ে এলাকায় হরেক প্রশ্ন, হাসাহাসিও চরমে
- কেউ কেউ এর মধ্যে টাকাপয়সার ঘোটালার গন্ধ পাচ্ছেন

ধূপগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : পথ এবং ড্রেনের সংস্কার না হওয়ার দ্রুত কাজের দাবিতে সোমবারই দিনভর পথ অবরোধ করেছিলেন শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপল্লির বাসিন্দারা। চলাচলের যোগ্য পথের দাবিতে যখন শহরের এক প্রান্তের মানুষের বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তখন শহরেরই অপর প্রান্তে একটি রাস্তা সংস্কারে একইসঙ্গে দুটি সরকারি প্রকল্পের কাজের বোর্ড লাগানো হয়েছে। একই পথে একইসঙ্গে পথশ্রী প্রকল্পে পেভার্স ব্লক আবার আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে কংক্রিট রোড কীভাবে নির্মাণ হবে তা নিয়ে যেমন এলাকায় হরেক প্রশ্ন, তেমনই হাসাহাসিও চরমে। কেউ কেউ টাকাপয়সার ঘোটালার গন্ধ পাচ্ছেন।

শহরের শ্রীনগর কলোনিতে একটি কাঁচা রাস্তার দু'পাশে লাগানো দুটি বোর্ড নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পথের একদিকে বসানো হোর্ডিং অনুসারে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (এমইডি)-এর পথশ্রী প্রকল্পে গগন বসাক নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে প্রভাত দে'র বাড়ি পর্যন্ত ১০০ মিটার পথ পেভার্স ব্লকে মুড়ে দেওয়া হবে। এজন্যে ব্যয় হবে প্রায় ৮ লাখ টাকা। সেই হোর্ডিংয়ের উলটোদিকের হোর্ডিং অনুসারে সেই একই গগন বসাকের বাড়ি থেকে কমবেশি একশো মিটার দূরের ননীগোপাল সরকারের বাড়ি পর্যন্ত পথ কংক্রিট ঢালাই করা হবে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে। এজন্য ব্যয় হবে প্রায় ৬ লাখ টাকা। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের আগেই পথশ্রী প্রকল্প নির্বাচন হয়েছে। যার অর্থ এই পথ পেভার্স ব্লকের জন্যে নির্বাচিত থাকা সত্ত্বেও সেখানে আরেকটি সরকারি প্রকল্প সুপারিশ করেছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'অবিলম্বে শহরে চলমান এবং অনুমোদিত সমস্ত পথশ্রী এবং আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজের তালিকা শ্বেতপত্র হিসেবে প্রকাশ করতে হবে এসডিও-কে। একজন সরকারি আমলা হয়ে তিনি কীভাবে তৃণমূলের এমন কর্মকাণ্ডে জড়ালেন, তার জবাবও চাইব।'

এই ওয়ার্ডে আরও এমন নজির রয়েছে যেখানে দুই প্রকল্পে পেভার্স ব্লক ও সিসি রোডের বরাত দেওয়া হয়েছে দুটি আলাদা এজেন্সিকে। এটা নিছক ভুল নাকি ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই একই পথে একসঙ্গে দু'দুটি সরকারি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হল, প্রশ্ন করা হলেও জবাব দেননি ধূপগুড়ির পুর প্রশাসক তথা মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা। তাঁকে মেসেজ করা হলেও মেলেনি সদুত্তর।

ডাইনিং শেড

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির বহু পুরোনো পাবলিক প্রাইমারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং শেড তৈরি হল। এখন থেকে একসঙ্গে অনেক পড়ুয়া বসে সেখানে মিড-ডে মিল খেতে পারবে। মঙ্গলবার মেয়র গৌতম দেব এই ডাইনিং শেড বা ভোজনকক্ষের উদ্বোধন করেন বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা নন্দী জানান।

ছাত্রীদের পাখি চেনাচ্ছে স্কুল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : স্কুল যেন পাখিদের ক্যাম্পাস। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে ওদের কলতান। দেখা মিলছে রেড ব্রেস্টেড প্যারাকিট, গ্রে হর্নবিল, মোহনচূড়া, হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার, রোজ রিং প্যারাকিট, দামা পাখি, দোয়েল, আয়োরা, বেনেবৌ, বসন্তবৌরি সহ বিভিন্ন পাখির। বলা যেতে পারে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল পাখি পর্যবেক্ষণের আদর্শ জায়গা।

কংক্রিটের শহরের এই স্কুল চত্বরে প্রায় ৩৬ প্রজাতির পাখির আনাগোনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর এই সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাননি জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষিকা লীলাবতী রায়। ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি করেছেন 'কিচিরমিচির' নামে একটি ক্লাব। লক্ষ্য ছাত্রীদের সঙ্গে পাখির পরিচয় করানো। কী কী পাখি দেখা যাচ্ছে তার নাম লিপিবদ্ধ করছে ছাত্রীরা এবং সেসব পাখি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন বিষয় বোঝানো হচ্ছে।

স্কুল প্রাঙ্গণজুড়েই পাখিদের আনাগোনা। গাছে, কার্নিশে, চোখ পড়ে নানান পাখি। প্রায় একবছর আগে পাখিদের দেখে নাম লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন লীলাবতী। বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী ছাত্রীদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। লীলাবতী বলেন, 'স্কুল চত্বরজুড়ে নানান ফলের গাছ রয়েছে। সেখানে খাবারের সন্ধানে পাখিরা আসে। স্কুলের এই পাখিবৈচিত্র্যের সঙ্গে ছাত্রীরাও যাতে পরিচিত হতে পারে, সেজন্য এই উদ্যোগ।'

মূলত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীরা এই পাখি পর্যবেক্ষণের কাজ করে থাকে। ছুটির দিনে বিজ্ঞানকেন্দ্র, মহানন্দা তীর সহ আরও বেশকিছু জায়গায় পাখি পর্যবেক্ষণের জন্য ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষিকার এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী অয়নিকা মণ্ডল বলে, 'অনেক পাখির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। বাড়ির আশপাশেও অচেনা পাখি দেখলে এই গ্রুপে আলোচনা করি।' পাখি পর্যবেক্ষণ করতে ভালোবাসে স্কুলের আরেক ছাত্রী সুপ্রিয়া খাতুনও। তার কথায়, 'আমাদের স্কুলে যে এত রকমের পাখি আছে, এমন উদ্যোগ না নিলে জানতেই পারতাম না। যে পাখি চিনতে পারি না সেই পাখির গঠন এঁকে রাখি। যাতে পরে ম্যাডামকে দেখাতে পারি।'

স্কুল চত্বরে পাখিবৈচিত্র্য বাড়াতে বিভিন্ন ফলের গাছ লাগানো হবে বলে স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে।

আশাকর্মীদের থালা হাতে প্রতিবাদ

মহম্মদ আশরাফুল হক

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ। মঙ্গলবার।

চাকুলিয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : কাজ করার পর মেলে সামান্য ভাতা। তার ওপর আবার উৎসাহ ভাতার বিল গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে। বারবার বিভিন্নভাবে তদ্বির করার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রশাসনের টনক নড়াতে ডিসেম্বর মাস থেকে নতুন দফায় আন্দোলন চালাচ্ছেন আশাকর্মীরা। মঙ্গলবার চাকুলিয়া এলাকার আশাকর্মীরা খালি থালা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে তাঁরা বিক্ষোভ দেখালেন। স্লোগান দিয়ে হাঁটলেন মিছিলে। তাঁরা প্রতীকীভাবে বোঝাতে চাইলেন, তাঁদের পেটে ভাত নেই, ঘরে চাল নেই।

আশাকর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা গ্রামের স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল স্তম্ভ। গর্ভবতীদের দেখভাল, শিশুদের টিকাকরণ, রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, সব ক্ষেত্রেই তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। অথচ তাঁদের অত্যন্ত নগণ্য ভাতা দেওয়া হয়। বকেয়া টাকা না পাওয়ায় এখন পরিবার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। দু'বেলা খাবার জোটানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদিকা মাধবীলতা পাল বলেন, 'আমরা ভাতা পাই ৫,২০০ টাকা। উৎসাহ ভাতার বিল পাঁচ-ছয় মাস ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে। প্রশাসনিক মহলে বারবার দরবার করে কোনও সমাধান হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে এটা চলতে পারে না।' করোনাকালে তাঁদের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি। চাকুলিয়া এলাকার আশাকর্মী নিলুফার ইয়াসমিনের দাবি, অন্তত ১৫ হাজার টাকা মাসিক ভাতা নিশ্চিত করতে হবে। বকেয়া সমস্ত টাকা অবিলম্বে মেটাতে হবে। পাশাপাশি ডেটা প্যাক, মাতৃত্বকালীন ছুটি, মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য সুবিধাও দিতে হবে। আশাকর্মীদের থালা বাজানো বিক্ষোভ এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এদিন। আশাকর্মীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন অনেকেই। চাকুলিয়ার বাসিন্দা সঞ্জয় হালদার বলেন, 'আশাকর্মীদের মতো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও পার্শ্বশিক্ষকরাও বঞ্চিত এ সরকারের আমলে।' চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ আব্দুর রশিদ জানান, আশাকর্মীদের সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আলোচনা চলছে।'

ইস্টার্ন বাইপাসে বিধিনিষেধে বদল

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ব্যবসায়ীদের চাপে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ভারী যান চলাচলের ওপর জারি করা বিধিনিষেধ কয়েকদিনের মধ্যে পরিবর্তন করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শহরের পাশাপাশি ইস্টার্ন বাইপাসে ভারী গাড়ি ও ডাম্পার চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছিল পুলিশ। দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ছাড় দিলেও, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা এবং ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এমন যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পুলিশ। অবশেষে তার পরিবর্তন করল পুলিশ। নতুন নির্দেশকায় সারাদিনে তিনবার বিধিনিষেধ জারির কথা বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সকাল ৯টা থেকে ১১টার সময় যেহেতু পড়ুয়ারা স্কুলে যায়, সেই কারণে ওই সময়ে বিধিনিষেধ থাকবে। এরপর স্কুল থেকে ফেরার সময় অর্থাৎ দুপুর ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ থাকবে। সন্ধ্যায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত চলায় সন্ধে ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্তও বিধিনিষেধ থাকবে।' নির্দেশিকা পরিবর্তনের প্রসঙ্গে রাস্তাটির গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমরা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেই প্রথমে বিধিনিষেধ জারি করেছিলাম। তবে দেখা যায়, কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে, পাহাড় থেকে নামা পণ্যবাহী গাড়িগুলি ইস্টার্ন বাইপাসের গোডাউনে এসে মাল লোড করে দুপুর ১২টা থেকে ৩টার মধ্যে বের হতে পারছিল না। যেহেতু রাতে পাহাড়ে গাড়ি চালানো সমস্যার, সেই কারণে অসুবিধা হচ্ছিল চালকদের। এই সমস্যার বিষয়টি পরিবহণ ব্যবসায়ী ও শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন তুলে ধরে। মেয়রও বিষয়টি দেখেন। এরপর পুলিশ কমিশনার এই নতুন নির্দেশ জারি করেছেন।'

নয়া নামকরণ

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির দুটি এলাকার নতুন নামকরণ করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা অমিয়া সেনগুপ্তের নামে একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে। অন্যদিকে, পুরনিগম এলাকাকে ঘিরে থাকা রাস্তাগুলি নিয়ে কর্পোরেশনপাড়া ঘোষণা করা হয়েছে। পুরনিগমের রাস্তা নামকরণ কমিটির সিদ্ধান্তে পাবলিক নোটিফিকেশন করে মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘোষণা করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের পেছনের রাস্তার নাম হয়েছে অমিয়া সেনগুপ্ত সরণি। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনের রাস্তা, পাশের রাস্তা, পেছনের রাস্তা মিলে হয়েছে কর্পোরেশনপাড়া। এদিন রাস্তার নামকরণ করতে গিয়ে পুরনিগমের আগের বোর্ডের বিরুদ্ধে একাধিক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মেয়র। শহরের কোনও রাস্তা, নিকাশিনালা, জলের পাইপলাইনের ম্যাপিং নেই বলে অভিযোগ তাঁর। পাশাপাশি পুরোনো বিল্ডিং প্ল্যানেরও খোঁজ মিলছে না বলে বক্তব্য তাঁর। গৌতম বলেন, 'কোনও নথি রাখেনি পুরোনো বোর্ড। সব আমাদের নতুন করে করতে হচ্ছে। বিল্ডিং প্ল্যানের খোঁজ মিলছে না। আমরা তো সব নথি এখন ডিজিটাইজড করছি।'

সিপিএম কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরার পালটা বক্তব্য, 'আমাদের সময় প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির কাছে ওয়ার্ডের ম্যাপ ছিল। সেগুলি কোথায়? সব নথিই পুরনিগমে আছে। ভালো করে খোঁজ করলেই পাবেন।' সম্প্রতি শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি মামলায় হাইকোর্ট পুরনিগমকে বিল্ডিং প্ল্যান যাচাই করে দিতে বলেছে। আর সেই বিল্ডিং প্ল্যানের খোঁজ করতে গিয়েই বিপাকে পরেছে পুরনিগম। অভিযোগ, একাধিক প্ল্যানই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগের বোর্ডের আমলের ওই প্ল্যানগুলির খোঁজ না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গৌতম।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শীতের অতিথিরা।। *গঙ্গারামপুর কালদিঘি পার্কে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।*

নতুন এবং পুরোনোর ঠান্ডা লড়াই

সুপারের চেয়ার ফাঁকাই পড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার পদের দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে চাপানউতোর অব্যাহত। মঙ্গলবারও ডাঃ পার্থপ্রতিম পান দায়িত্ব নেননি। এমনকি তিনি এই পদে দায়িত্ব নেবেন না বলে স্বাস্থ্য ভবনকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটিতে থাকা ডাঃ পান দু'একদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দেবেন বলে জানা গিয়েছে। আর এখানেই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের সঙ্গে ডাঃ পানের ঠান্ডা লড়াইয়ের তত্ত্ব উঠে আসছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এদিন বলেছেন, 'ডাঃ পানকে মেডিকেল সুপার হিসাবে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশিকা পাঠিয়েছি।' অন্যদিকে ডাঃ পানের পালটা বক্তব্য, 'স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশিকার কপি দেওয়ার বদলে আমাদের বিভাগে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একটা নির্দেশিকা পাঠিয়ে সুপার হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উনি তো স্থায়ী সুপার এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তাহলে উনি কীভাবে আমাকে আলাদা নির্দেশিকা দিয়ে কাজে যোগ দিতে বলেন?' দুজনের বিরোধের জেরে সুপারের চেয়ার এদিনও ফাঁকা পড়ে ছিল।

সাড়ে তিন বছর ধরে ডাঃ মল্লিক সুপার। গত বছরের মে মাসে তাঁকে বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে অস্থায়ী কলেজ অধ্যক্ষ করা হয়েছে। তখন থেকেই তিনি অধ্যক্ষের অফিসে বসছেন। ফলে রোগী এবং তাঁদের পরিজনরা প্রয়োজনে সুপারকে পাচ্ছেন না। সুপার না থাকায় কার্যালয়ের অন্য আধিকারিক ও কর্মীরা ইচ্ছেমতো আসছেন এবং যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। সুপার না বসায় চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল পরিস্থিতির অভিযোগ পেয়ে স্বাস্থ্যসচিবের নির্দেশে অস্থায়ীভাবে নয়া সুপার দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। শনিবার ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ পানকে অস্থায়ী সুপারের দায়িত্ব দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য ভবন। অথচ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সরকারিভাবে নিয়োগের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি ডাঃ পানের। তিনি রবিবার থেকেই অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এক সপ্তাহের ছুটিতে। এদিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অফিস থেকে একটি নির্দেশিকা ডাঃ পানের বিভাগে পৌঁছেছে। একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী তা গ্রহণ করেছেন।

যেভাবে তাঁকে সুপার পদে যোগ দেওয়ার জন্য স্থায়ী সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নির্দেশিকা দিয়েছেন, তা নিয়মবহির্ভূত বলে ডাঃ পান মনে করছেন। ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন না। অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, বুধবারের মধ্যে নতুন সুপার দায়িত্ব না নিলে স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আন্দোলনে নেমেছে কাওয়াখালি

জমিতে অস্থায়ী সংসার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : রান্নার উনুন তৈরি করার জন্য মাঠের পাশের ঝোপ থেকে বড় পাথর তুলে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। ঝোপের মধ্যে থেকে ফণা তুলে ওঠে একটা গোখরো। ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেও পরক্ষণেই ফিরে গিয়েছিলেন সেই পাথর তুলে আনতে। কেননা, রান্না না হলে যে ধর্না মঞ্চে বসে থাকা শতাধিক মানুষ অভুক্ত থেকে যাবেন। মঙ্গলবার বিকেলে রান্না করার সময় সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন কাওয়াখালির জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত চিনুরানি সরকার, রিতা সরকার। সোমবার সকালে ওই ঘটনার পর দুই মহিলার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তবে, যত বাধাবিঘ্নই আসুক না কেন, জমি আন্দোলন থেকে যে তাঁরা সরবেন না, সেই প্রত্যয় তাঁদের চোখেমুখে।

জমি আর ফ্ল্যাটের দাবিতে আন্দোলনের ধার বাড়াচ্ছেন পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্যরা। এদিকে, বাবা-মায়েরা যখন দাবি পূরণে আন্দোলন চালাচ্ছেন তখন ছোট ছেলেমেয়েরা সেই ধর্না মঞ্চে বসেই পড়াশোনা আর অবসর সময়ে খেলাধুলো করছে। এককথায়, কাওয়াখালির মাঠেই অস্থায়ী ঘরে অনেকে নিজেদের সংসার পেতে ফেলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, আর কতদিন এভাবে আন্দোলন চলবে? উত্তর অবশ্য স্পষ্ট সুলতা সরকার, মাধবী বর্মনদের কথায়। তাঁদের উত্তর, পিঠে বস্তা বেঁধে আন্দোলনে নেমেছি। যাই হয়ে যাক, এর শেষ দেখেই ছাড়ব।

রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনিচ্ছুকদের জমি ফেরত ও সমস্ত কৃষকের পুনর্বাসনের দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে মঞ্চ বানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত মাঠজুড়ে আরও ঘর তৈরি করা হবে বলে ভূমিরক্ষা কমিটির তরফে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ) হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রতিদিন শত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবু ভাত, ডাল খেয়ে আন্দোলন চলছে। দূরের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া হয়েছে। রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঠে কয়েকটি আলো জ্বলছে।

কাওয়াখালিতে রাস্তার পাশে মঞ্চ বেঁধে দাবি আদায়ে ৫ বছর আন্দোলন চালিয়ে লাভ না হওয়ায় চিনুরানি সরকার, রিতা সরকাররা মাঠের মধ্যে মঞ্চ বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাঁশ আর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ঘরের নীচে খড় পাতা। সেখানে বসেই রিতা বললেন, 'পায়ের সামনে দিয়ে যেভাবে সাপ চলে গিয়েছে, তাতে যে কোনও সময় সেগুলো ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। আতঙ্কের মধ্যে থাকলেও এই ধর্না মঞ্চ ছাড়ব না।' চিনুরানির কথায়, 'ঠান্ডা, মশা সহ একাধিক সমস্যায় রাতে দুশ্চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না। রাতে মাঠের ঝোপঝাড়ে শৌচকর্ম করছি। সেখানে সাপের ভয় রয়েছে। কিন্তু এরপরেও বলছি, দাবি পূরণের বদলে পুলিশ প্রশাসন বাধা দিলে আমরা রুখে দাঁড়াব।'

সঞ্জনা, প্রিয়াংকা, ঈশিকার মতো খুদেরা এদিন খড়পাতা ঘরে বসে পড়াশোনা করছিল। তাদের কথায়, সরকার আমাদের জমি নিয়েছে। তাই সকলে আন্দোলন করছে। আমাদেরও তাই নিয়ে এসেছে। এদিকে, এই আন্দোলনে যাঁরা যুক্ত তাঁরা কেউ আদালতে জমি নিয়ে মামলা করেননি বলে দাবি করেছেন ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্য মিঠুন সরকার। তিনি বলেন, 'আমাদের সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে। এখানে মামলার কোনও বিষয় নেই। দাবি আদায় এসজেডিএর থেকে হবে।'

আন্দোলনকারীদের দাবির বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এসজেডিএর চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার এই মানুষদের দাবির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। শীঘ্রই কিছু একটা হবে।'

ধর্না মঞ্চে খুদেদের পড়াশোনা। মঙ্গলবার কাওয়াখালিতে। –সংবাদচিত্র

- পুনর্বাসনের দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে মঞ্চ বানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে
- বাবা-মায়েরা যখন আন্দোলনে, তখন ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়ছে
- মশার কামড় খেয়ে ঠান্ডায় রাত কাটছে, ঝোপঝাড়ে শৌচকর্ম

ঠান্ডা, মশা সহ একাধিক সমস্যায় রাতে দুশ্চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না। রাতে মাঠের ঝোপঝাড়ে শৌচকর্ম করছি। সেখানে সাপের ভয় রয়েছে।
-চিনুরানি সরকার

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মিথ্যা মামলায় বজরং দলের ৭ কর্মীকে গ্রেপ্তারের অভিযোগে মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) শিলিগুড়ি শাখা মিছিল করে। শহরের এয়ারভিউ মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিল ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (২) অফিসের সামনে পৌঁছায়।

মেঠো পথে ফেরিওয়ালা। রায়গঞ্জে মঙ্গলবার। ছবি : দিবাকর সাহা

ফলকেই শেষ, রাস্তায় হোঁচট

দুর্নীতির অভিযোগ হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বড় ঝাড়ুজোত থেকে বিজয়নগর চা বাগান পর্যন্ত কাঁচা রাস্তার সঙ্গী বড় বড় গর্ত। এই রাস্তা শেষ সংস্কারের মুখ দেখেছিল বাম আমলে। তাই কঙ্কালসার রাস্তায় হোঁচটের সম্মুখীন সাইকেল আরোহী থেকে পথচারী। তাই গর্ত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে স্থানীয়দের ক্ষোভও। সেই ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মিথ্যে সাজানো এক বোর্ডের লেখা। আর তাতেই এবার রাস্তা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিবাদে সরব নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ঝাড়ুজোত এলাকাবাসী।

এই এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর গ্রামীণ সড়ক যোজনায় তৈরি রাস্তা নিয়ে বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, রাস্তা তৈরি না করেই ফলক বসিয়ে চলে গিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার। সংশ্লিষ্ট কাজের বিবরণী বোর্ডে লেখা রয়েছে, হাতিঘিসার বড় ঝাড়ুজোত স্কুলডাঙ্গি মোড় থেকে বিজয়নগর চা বাগান পর্যন্ত রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে। রাস্তা তৈরিতে খরচ ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। কাজ শুরু করা হয়েছে ২০২৫ সালের ২৬ মে। কিন্তু বিবরণী বোর্ডে লেখা নেই কাজ শেষ করার তারিখ। এ নিয়ে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেন, 'আমরা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়ে দিয়েছি।'

স্থানীয়দের ক্ষোভ, কাজ শুরুর এক বছর হতে চললেও কাজ শেষের কোনও লক্ষণ নেই। গত এক বছর ধরে রাস্তায় এক কোদাল মাটিও পড়েনি। অথচ সপ্তাহ দুয়েক আগে রাস্তার মোড়ে এই বোর্ড বসিয়ে চলে গিয়েছে। তাই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা গত ৩০ জানুয়ারি নকশালবাড়ির বিডিওকে একটা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। বিজয়নগর চা বাগান এলাকার বাসিন্দা তুফান মল্লিক বলেন, 'রাস্তা সংস্কার না করেই কীভাবে বোর্ড বসিয়ে দেওয়া হল এটাই বড় প্রশ্ন। নকশালবাড়ির বিডিও, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সকলেই বিষয়টি নিয়ে চুপ। আমরা অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু তার কোনও পদক্ষেপ এখনও দেখলাম না।' আরেক বাসিন্দা উত্তম নায়েক একই অভিযোগের সুরে বলেন, 'রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে অল্পকিছু নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরুই হল না তার আগে বোর্ড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।'

বেহাল রাস্তায় নাভিশ্বাস। –সংবাদচিত্র

স্কুলডাঙ্গি মোড়েই রাস্তাটির পুরোনো পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের আকার নিয়েছে। তার উপর দিয়ে পাশেই থাকা দুটি সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যাতায়াত করে। বড় ঝাড়ুজোত রেলগেট পেরিয়ে যেতেই রাস্তার অবস্থা আরও কঙ্কালসার। এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল বিজয়নগর, আজমাবাদ, রঘুরামজোতের মতো চা বাগানের অনেক শ্রমিক ও কৃষক। এমন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় এলাকায় রাস্তার গর্তের সঙ্গে বাড়ছে ক্ষোভ। এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'এই কাজ ফেলে রাখার কথা নয়। মেরামতের কাজ নাকি শুধুমাত্র নির্মাণসামগ্রী ফেলার টেন্ডার ছিল তা আমাকে দেখতে হবে। বাসিন্দারা আমাকে অভিযোগও জানাননি। আমি দ্রুত খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

স্টেশনের ভার চান মেয়র

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : টাউন স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে চান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, 'টাউন স্টেশনের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এই স্টেশনকে হেরিটেজ ঘোষণা করার জন্য আমরা অতীতেও চিঠি দিয়েছি, আবার দেব। এই স্টেশনকে হেরিটেজ করা হোক অথবা রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের দায়িত্ব পুরনিগমকে দেওয়া হোক।' মেয়রের পরিকল্পনায় রয়েছে স্টেশন চত্বরে এক টুকরো ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গান্ধিজি, বাঘা যতীন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিবিজরিত এই স্টেশন। ওখানে তাঁদের মূর্তি বসিয়ে বাগান তৈরি করতে চাই।'

তবে মেয়রের এই ইচ্ছাপ্রকাশকে নিছকই কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। পুরনিগমের আর্থিক অবস্থার দিকে আঙুল তুলে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'ঠিকাদারদের টাকা দেওয়ার টাকা নেই। আবার স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়ন করার দাবি করছেন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মধ্যস্থতাকারী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিবকে চিঠি দিল গোর্খা ইউথ অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক। দার্জিলিংয়ের এই সংগঠনটি মঙ্গলবার সাংসদ রাজু বিস্ট মারফত চিঠি পাঠিয়েছে। সংগঠনের চিফ কোঅর্ডিনেটর আইনজীবী বীরেন্দ্র রাসেইলির বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রাক্তন আমলা পঙ্কজকুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করল। তার কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসেনি। তিনি দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে ঘুরে গেলেন। বাছাই করা কিছু নেতার সঙ্গে বৈঠক করলেন। যেগুলিরও কোনও সরকারি চিঠি দেওয়া হয়নি।' তিনি বলেন, 'মধ্যস্থতাকারীর অফিসের নম্বর, ই-মেল আইডি কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। অর্থাৎ পুরো বিষয়টি নিয়ে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। এর সদুত্তর চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

চা বাগানে মা হল হাতি, পাহারায় 'বান্ধবী'

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : মাদারিহাট রেঞ্জের ধুমচি ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে সোমবার গভীর রাতে গোপালপুর চা বাগানে ঢোকে একপাল হাতি। এগুলির মধ্যে একটি ছিল অন্তঃসত্ত্বা। রাতেই প্রসববেদনা ওঠে ওই সন্তানসম্ভবার। অন্য হাতিরা বনে ফিরলেও রয়ে যায় একটি মাদি হাতি। 'বান্ধবী'র পাহারাতেই মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ একটি শাবক প্রসব করে হাতিটি। সকাল ছ'টা নাগাদ সন্তান নিয়ে বনে ফেরে সে।

ওই চা বাগানের বরদাপুর সেকশনে ভোররাতেই ঘটনাটি চা শ্রমিকদের নজরে আসে। এলাকার উৎসাহীদের কয়েকজন হাতির সন্তান প্রসব দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তেড়ে আসে 'পাহারাদার' হস্তিনী। ওই হস্তিনীর সঙ্গেও একটি শাবকও ছিল। এলাকার বাসিন্দা বিমান সাহা বলেন, 'ওই সময় হাতিকে উত্ত্যক্ত করা উচিত নয়। তবে কমবয়সিদের কয়েকজন কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করতেই অন্য হাতিটি তেড়ে আসে। আমি সতর্ক করে লোকজনকে সরিয়ে দিই।' বিকেলে মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, 'মা এবং সন্তান সুস্থ আছে। বনকর্মীরা নজর রাখছেন।'

চা শ্রমিকদের বিশ্বাস, হাতি বাগানে ঢুকে সন্তান প্রসব করলে বাগানের সমৃদ্ধি হয়। তাই এদিনের ঘটনায় খুশি শ্রমিকরা। বাগান ম্যানেজার প্রণব মিশ্র বলেন, 'বাগানে হাতির সন্তান প্রসবকে শুভলক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। খবর পেয়ে বাগানের মালিক আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি মা হাতির জন্য উপহার হিসেবে কলা পাঠাতে বলেছেন। বুধবার কলা পাঠানো হবে।' এদিকে বনকর্মীরা চা বাগান ম্যানেজারকে জানান, হাতির কাছাকাছি যাওয়া যাবে না। কারণ এসময় হাতিটি আক্রমণ করার মুডে রয়েছে। তাই দূরে কলা রেখে সরে যাবেন ম্যানেজারের প্রতিনিধিরা। সন্ধ্যায় বন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ধুমচি ফরেস্টের ঝোপঝাড়ে রয়েছে মা ও নবজাতকটি।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের চা বাগানগুলিতে হাতির হানা রোজনামচা। ক্ষয়ক্ষতি হয়েই চলেছে। বাগানে ঢুকে হাতির পাল আটকে পড়ে মাঝে মাঝেই। আবার, চা বাগানে হাতির সন্তান প্রসবের ঘটনাও ঘটে। ২০২৪ সালের ২২ অগাস্ট ভোরবেলা জয়বীরপাড়া চা বাগানে রেতি ফরেস্ট থেকে আসা একটি হাতি

নবজাতককে নিয়ে জঙ্গলের পথে

সন্তান প্রসব করে। এবার হাতি সন্তান প্রসব করল গোপালপুরে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের চা বাগান লাগোয়া নদীগুলিতে বছরের বেশিরভাগ সময় জল থাকে না। এজন্য খাবার ছাড়াও চা বাগানে ঢুকে জলের খোঁজ করে বনের হাতি। মাকড়াপাড়া চা বাগানে সেচের জলাধার থেকে দিনেরবেলায় হাতিকে জল পান করতে দেখা যায়। গোপালপুর চা বাগানে প্রায়ই হাতি হানা দেয়। ক্ষয়ক্ষতিও হয়। এর আগে বেশ কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে হাতির আক্রমণে। বাগান ম্যানেজার জানান, সোমবার রাতে হাতিগুলি সেচ পাইপ সহ বিভিন্ন সামগ্রী ভেঙে দেয়। পাইপ ভেঙে জল খায় হাতিগুলি। ম্যানেজার বলেন, 'নদী, ঝোরায় জল নেই। হাতি জল পাবে কোথায়?'

নেপথ্যে গোয়ালাদের পেশা, বসতির ইতিহাস

কী নামে ডেকে

নামকরণের ইতিহাস নিয়ে নতুন প্রজন্মের অনেকে ওয়াকিবহাল না হলেও, প্রবীণদের স্মৃতিতে তা আজও অমলিন। নামের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম অংশটি এসেছে 'গোয়ালা' শব্দ থেকে। আর 'টুলি' শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় পল্লি, বসতি বা পাড়া বোঝাতে। অর্থাৎ গোয়ালাদের পাড়া থেকেই নাম হয়েছে গোয়ালটুলি।

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : এক সময় বসতি ছিল গোয়ালাদের। শহর থেকেও কারবারিরা আসতেন দুধ সংগ্রহ করতে। সময়ের নিয়মে সেই পেশাদাররা আজ আর নেই, তবে জায়গার নামের সঙ্গে আজও মিশে রয়েছে এক শ্রেণির মানুষের পেশা ও ইতিহাস। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের 'গোয়ালটুলি' আজও বহন করে চলেছে সেই ঐতিহ্য। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই জনপদের নামকরণের ইতিহাস নিয়ে নতুন প্রজন্মের অনেকে ওয়াকিবহাল না হলেও, প্রবীণদের স্মৃতিতে তা আজও অমলিন। নামের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম অংশটি এসেছে 'গোয়ালা' শব্দ থেকে। আর 'টুলি' শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় পল্লি, বসতি বা পাড়া বোঝাতে। অর্থাৎ গোয়ালাদের পাড়া থেকেই নাম হয়েছে গোয়ালটুলি।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক সময় এই এলাকায় একটি পুরোনো হাট ছিল। সেই হাটের অদূরেই বাস করতেন বেশকিছু বিহারি গোয়ালা। দুধ সংগ্রহের জন্য শিলিগুড়ি থেকেও বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমাতেন। সেই থেকেই মহিপালজোতের এই নির্দিষ্ট অংশটি 'গোয়ালটুলি' নামে পরিচিতি পায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম প্রধান জয়ন্তকুমার রায়ের পুত্র তথা বন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অরুণকুমার রায়ও এই তথ্যে সিলমোহর দিলেন।

অরুণের কথায়, 'প্রায় ৮৫ বছর আগে আমরা বাংলাদেশ থেকে এসে এই এলাকায় বসবাস শুরু করি। তখন গোয়ালাদের নিয়মিত যাতায়াত ও বসবাস ছিল। আজ তাঁরা কেউ নেই, তবে নামটা রয়ে গিয়েছে।' তিন পুরুষ ধরে এই তল্লাটের বাসিন্দা মহম্মদ জামশেদ স্মৃতি হাতড়ে বলেন, 'বিহারি গোয়ালারা এখানে থাকতেন, দেখেছি। আশপাশের সব গোয়ালা এখানেই জমা হতেন।' অরুণের স্ত্রী ভক্তিবালা রায় জানালেন, ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথা। তিনি বলেন, 'তখন মহানন্দা ক্যানাল তৈরি হয়নি। উড়ালপুলের অন্যপ্রান্তে ছিল গোয়ালটুলি মোড়। সময়ের সঙ্গে মোড়ের অবস্থান বদলে গেলেও নামটা বদলায়নি।' বর্তমান প্রজন্মের প্রাথমিক শিক্ষক নলিনী রায় মনে করেন, 'বড়দের কাছে শোনা গল্প অনুযায়ী এই নাম নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। গোয়ালাদের বসতি থেকেই যে এই নামের উৎপত্তি, তা আজ ঐতিহ্যের অংশ।'

পালটে গিয়েছে গোয়ালটুলি মোড়।

এলাকার দীর্ঘদিনের স্থানীয় বাসিন্দা তথা ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলে ভূগোলের প্রাক্তন শিক্ষক গৌতম ভট্টাচার্যর কথায়, 'ওই এলাকায় বেশকিছু গোয়ালা থাকতেন। বাইরে থেকে দুধ নিতে সেখানে মানুষ আসতেন। জনমুখেই এই নাম প্রচার পায়। এখন গোয়ালটুলি নামই প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও, ওই এলাকার বাসিন্দারাও অনেকে গোরু পালন করতেন বলে গোয়াল ছিল বলে শুনেছি। নামকরণের পেছনে সেই কারণও জড়িয়ে থাকতে পারে।'

ধৃত আরও ৬

ঢাকুরিয়া পঞ্চাননতলায় দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় ফের ৬ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬। তবে মূল অভিযুক্ত সোনা পাপ্পু এখনও পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

গয়না চুরি

প্রেমিকাকে খুশি করতে সরশুনা এলাকায় একটি আবাসন থেকে ২৬ লক্ষ টাকা ও সোনার গয়না চুরির অভিযোগে এক কলেজ পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই পড়ুয়া প্রেমিকাকে উপহার দিতে এই চুরি করেছিল।

যাবজ্জীবন

তপন মালিক নামে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগে দুই বন্ধুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল চুঁচুড়া জেলা আদালত। ২০২১ সালে চুঁচুড়ার নন্দীরমাঠ এলাকায় পিকনিকে বচসার জেরে এই খুন হয়।

পদ্মের ভিডিও

আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে বিজেপির প্রচার ভিডিও আনুষ্ঠানিকভাবে মঙ্গলবার মুক্তি পেল। ভিডিওর ক্যাপশান করা হয়েছে 'মহা জঙ্গলরাজ'। এই ঘটনায় ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ভিনরাজ্যে যেতেই হবে ২৫ আমলাকে

নবান্নের আপত্তি উড়িয়ে অনড় কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সহ ২৫ আইএএস, আইপিএসকে ভিন রাজ্যে পর্যবেক্ষক করে পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় নির্বাচন কমিশন। বেশ কয়েকদিন চুপ থাকার পর মঙ্গলবার কমিশন জানিয়েছে, তথ্যগত অসংগতি ও আনম্যাপড মোট ১ কোটি ৫১ লক্ষ শুনানির মধ্যে ৯৫ লক্ষের নথি আপলোড করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫ লক্ষ নথির যাচাই সম্পূর্ণ হয়েছে। সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, আমরা আশাবাদী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করা যাবে। তবে কমিশন দাবি করলেও নথি যাচাইয়ের কাজ শেষ করে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ নিশ্চিত করা যাবে, একথা এখনই বলা যাচ্ছে না।

সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে ১৭ আইএএস, আইপিএসদের বিকল্প তালিকা পাঠিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যের সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি কমিশন। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লিতে শুরু হবে পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণ। দু'দিনের এই প্রশিক্ষণশালায় যোগ দিতে হলে বুধবারই রাজ্যের আমলাদের দিল্লি যেতে হবে। সেই নির্দেশ ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট আমলাদের কাছে পৌঁছেছে। যদিও সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যের আমলাদের দিল্লিতে কমিশনের প্রশিক্ষণে যোগ দিতে যেতে কোনও সবুজ সংকেত দেয়নি নবান্ন।

স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনা সহ ১৫ জন আইএএস ও ১০ আইপিএস অফিসারকে সেই প্রশিক্ষণে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়ে গত ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি

- স্বরাষ্ট্রসচিব সহ ২৫ অফিসারকে ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষক করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত কমিশনের
- ১৭ অফিসারের বিকল্প তালিকা দিয়েছিল নবান্ন
- পুরোনো সিদ্ধান্তে অনড় থাকল কমিশন। স্বরাষ্ট্রসচিবকেও পর্যবেক্ষক করার সিদ্ধান্ত

পাঠিয়েছিল কমিশন। স্বরাষ্টসচিব সহ ৯ আইএএস ও ৮ আইপিএসের বিকল্প তালিকা বিবেচনার জন্য কমিশনকে পাঠায় নবান্ন। এরই মধ্যে এসআইআর নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চান মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই মনে করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওই সাক্ষাতের পর রাজ্যের আমলাদের ভিন রাজ্যে পাঠানো নিয়ে বরফ গলবে। সেই কারণে সোমবার দিল্লিতে জ্ঞানেশ-মমতা বৈঠকের দিকে নজর ছিল প্রশাসনের। কিন্তু সোমবারের ওই বৈঠকের পর বরফ গলা তো দূরে থাক, রাজ্যের সঙ্গে কমিশনের সংঘাত আরও বেড়েছে। একমাত্র দুই আইপিএস হৃষীকেশ মীনা ও ভরতলাল মীনাকে তাঁদের শারীরিক কারণে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে কমিশনকে নিজেই অনুরোধ করেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এক্ষেত্রে ওই দুই আমলার জায়গায় রাজ্যের বিকল্প তালিকায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের দিল্লি যেতে সিইও দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

কিন্তু স্বরাষ্ট্রসচিব সহ বাকি ১৫ জন আমলার ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত বদল হয়নি। সেক্ষেত্রে আগামী শুক্র ও শনিবার দিল্লিতে নির্ধারিত কমিশনের প্রশিক্ষণশালায় তাঁদের যোগ দিতে হবে। তবে এরপরও যদি তাঁরা অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশেষ পরিস্থিতি বা শারীরিক কারণের প্রমাণ দিতে হবে কমিশনকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নবান্নের অনুমতি ছাড়া ওই আমলাদের দিল্লির প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে কমিশনের সঙ্গে নবান্নের সংঘাতের সম্ভাবনাই বাড়ল।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরও যাঁরা বাদ পড়বেন, তাঁরা পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারবেন। সেই আবেদন গ্রাহ্য না হলে সিইও-র কাছে আবেদন করতে হবে।

গ্রন্থাগার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পার্থ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভার গ্রন্থাগার বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য করা হল বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে শাসকদলের গ্যালারিতে তাঁর আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি অধিবেশনে পার্থর যোগ দেওয়া এখনও অনিশ্চিত।

ইতিপূর্বেই পার্থকে বিধানসভার অগ্নিনির্বাপণ ও বিপর্যয় মোকাবিলা এবং আবাসন দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য করা হয়েছে। হাজতবাসের পর সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন পার্থ। গ্রেপ্তার হওয়ার পর দল তাঁকে সাসপেন্ড করলেও বিধায়কপদ রয়ে গিয়েছে। সাধারণভাবে প্রত্যেক বিধায়কই অন্তত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হতে পারেন। তবে মন্ত্রীরা নয়। সে কারণে মন্ত্রী থাকাকালীন পার্থ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন না। জামিনে মুক্তি ও আইনগত ছাড়পত্র পাওয়ার পর বিধায়ক হিসেবে বিধানসভার কাজে যুক্ত হতে পারেন, সেই কারণে পার্থকে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য করা হয়।

বিধায়কদের পাঠ বিপ্লবের

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় এসেও অধিবেশনের শুরুতে শোকপ্রস্তাবে উপস্থিত থাকলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেইসময় সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। মঙ্গলবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয় বেলা সাড়ে ১২টায়। তার আগে বেলা ১১টা নাগাদ বিধানসভায় এসে দলীয় বিধায়কদের ভোটের আগে দায়িত্ব বোঝালেন রাজ্যের সহ পর্যবেক্ষক ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তাঁকে স্বাগত জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ এবং আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি অগ্নিমিত্রা পাল।

বিজেপি পরিষদীয় দলের দপ্তরে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা বৈঠক করেন বিপ্লব দেব। সূত্রের খবর, নির্বাচনের আগে স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা যাতে পড়ে না থাকে, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যদিও বিধায়কদের অধিকাংশেরই দাবি, রাজনৈতিক কারণেই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে চায় না রাজ্য। এব্যাপারে জেলা শাসকের কাছে দরবার করা এমনকি বিধানসভায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিজেপির মুখ্যসচেতক এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছিলেন। তাতেও কাজ না হওয়ায় শিলিগুড়ি ও বিধানসভায় প্রতীকী ধর্নাতেও বসেছিলেন তিনি। জেতা বিধায়কদের নিজের আসন ছাড়া পার্শ্ববর্তী কোনও একটি বিধানসভা জেতানোর জন্য

উদ্যোগী হতে হবে। বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। বিজেপিতে যার পরিভাষিক নাম প্রবাস। এদিন বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে সেই প্রবাস কর্মসূচি নিয়েও খোঁজখবর নিয়েছেন বিপ্লব। বৈঠকের পর বিপ্লব বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মুক্তি চায় তৃণমূলের হাত থেকে। রাজ্যের বেকার যুবকরা চাকরি চায়, মহিলারা চায় নিরাপত্তা। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সেই প্রচারকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে বিধায়কদের।'

শীতের সকালে কাজে ব্যস্ত... মঙ্গলবার নদিয়ায়।- পিটিআই।

'হল্লা ব্রিগেড' তৈরি রাখছে ঘাসফুল

বিধানসভায় এসআইআর চর্চায় কৌশল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুতে শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় বিজেপিকে চেপে ধরতে তৃণমূলের 'হল্লা ব্রিগেড'কে নির্দেশ দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতারা। ওই আলোচনায় এই রাজ্যের বাসিন্দাদের হেনস্তার কথা তুলে প্রস্তাব পেশ করবেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তার ওপর দিনভর আলোচনা হবে। কিন্তু বিজেপি যে এই আলোচনায় বিপক্ষে কথা বলবে, তা ভালো করেই জানেন তৃণমূলের পরিষদীয় নেতারা। তাই শুক্রবার বিধানসভায় দলের সব বিধায়কের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করেছেন তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। ইতিমধ্যেই বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই সংক্রান্ত মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার বাদল অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সহ ৭ বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড হয়েছিলেন। এবারও যে বাজেট অধিবেশনে বিধানসভা উত্তাল হতে চলেছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।

মঙ্গলবার থেকে বিধানসভার

- এসআইআর-এর জন্য হেনস্তার প্রতিবাদে শুক্রবার প্রস্তাব আনছে তৃণমূল
- সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ
- দলের হল্লা ব্রিগেডকে তৈরি রাখছে দল

বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। এদিন শোকপ্রস্তাবের পর অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টায় রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ওইদিনই বেলা আড়াইটায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এরপর শুক্রবারই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে নিন্দা প্রস্তাব আনবে শাসকদল। তারপর সারাদিন ওই বিষয়ের ওপর আলোচনা চলবে। সেখানেই বিজেপি বিধায়করা যাতে কোনও কথা বলতে না পারেন, তার জন্য তৃণমূলের হল্লা ব্রিগেডকে নির্দেশ দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতারা। তৃণমূলের পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি শেষ অধিবেশন। তাই এই অধিবেশনে বিজেপিকে কোনওভাবেই মাথা তুলতে দিতে চায় না তৃণমূল। এসআইআর নিয়ে প্রস্তাবের বিরোধিতায় বিজেপি বিধায়করা বলতে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল পরিষদীয় দল। আইএসএফ-এর একমাত্র বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও পৃথকভাবে হয়রানি নিয়ে নিন্দা প্রস্তাব এনেছেন। ফলে এই নিন্দা প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি কথা বলবেন। গত পাঁচ বছরে বিধানসভায় ১১ মাস সাসপেন্ড হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই গোটা অধিবেশনের জন্য তিনি সাসপেন্ড হয়েছিলেন। ফলে এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিধানসভা যে ফের উত্তপ্ত হতে চলেছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে।

অন্তর্বর্তী বাজেট নিয়ে মতান্তর বিজেপির অন্দরে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট বয়কট করা নিয়ে মতান্তর বিজেপি পরিষদীয় দলের অন্দরে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সবকিছু ঠিক থাকলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজেট-বিবৃতি দেবেন। বিবৃতির মধ্যেই অবশ্য প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী সভায় মুখ খুলবেন। চমকপ্রদ কয়েকটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমেই হতে পারে বলে তৃণমূল পরিষদীয় দল সূত্রের খবর। ইতিপূর্বে বিধানসভায় রাজ্যের দু-একটি বাজেট-বিবৃতি পেশের সময় অর্থপ্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকেও গলা মেলাতে দেখা গিয়েছে। এবারও ব্যতিক্রম হবে না বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এখন প্রশ্ন, অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের দিন বিরোধী বিজেপি পরিষদীয় দলের ভূমিকা কী হবে? তাঁরা কি বাজেট-বক্তৃতা বয়কট করবেন নাকি সভায় বসে সরকারের বাজেট-বিবৃতির বিরোধিতা করে হট্টগোল করবেন। বিজেপি পরিষদীয় দলের খবর, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিষদীয় দলের অন্দরে শেষপর্যন্ত মতান্তর তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ বিধায়কই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার ঘনিষ্ঠ বিধায়ক মহলের খবর, শুভেন্দুবাবু বাজেট-ভাষণ বয়কটেরই পক্ষে। এই নিয়ে এদিন সরকারিভাবে তাঁর অভিমত জানা না গেলেও এই নিয়ে তাঁর শিবিরে চর্চা অব্যাহত।

বিধানসভা ভোটের আগে 'জনমুখী' অন্তর্বর্তী বাজেট ঘোষণা রাজ্য সরকারকে বিনা বাধায় বিধানসভার মাঠে খেলতে দিতে একেবারেই রাজি নন বিরোধী দলনেতা ও তাঁর অনুগামী বিধায়করা। বিজেপি পরিষদীয় দলে অল্পসংখ্যক হলেও কিছু বিধায়ক রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট বয়কটের বিরোধী। এদিন ওই সূত্রের খবর, বয়কটের পক্ষপাতী নন বিজেপির এক প্রবীণ প্রাজ্ঞ বিধায়কও। তাঁর মতে, 'বাজেট বয়কট করা মানে তো ল্যাঠা চুকে যাওয়া। বিরোধীদের বাধাদান বা বিপক্ষে বলার আর সুযোগই থাকবে না।'

বিজেপি পরিষদীয় দলের এই নিয়ে মতান্তরের মাঝে দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোভাবের কথাও উঠে এসেছে। যতদূর খবর, বয়কটের পক্ষপাতী নন শীর্ষ নেতাদের একটা বড় অংশও। কারণ, সদ্য সংসদে কেন্দ্রের বাজেট পেশের সময় বয়কট তো দূরের কথা তৃণমূল সাংসদদের বিরোধিতা কখনই সেইভাবে সীমা ছাড়ায়নি। এটাও একটা বিষয় বলে শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করে। ঠিক হয়েছে, সবকিছু খতিয়ে দেখেই বৃহস্পতিবার বিধানসভা শুরুর আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি পরিষদীয় দল। তবে রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট করবে না দল। এটা আগেই ঠিক আছে।

হুমায়ুন তৃণমূলের বি টিম : শুভেন্দু

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের দলকে তৃণমূলের বি টিম বলে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুভেন্দুর মন্তব্যের দিনেই বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে এসে মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষকে আলিঙ্গন করতে দেখা গেল হুমায়ুনকে। যদিও এই 'আলিঙ্গনের ছবি'কে শুধুই সৌজন্য বলে দাবি করেছেন হুমায়ুন ও গৌরী দু'জনই।

মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণার জেরে ভরতপুরের বিধায়ককে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল। কিন্তু বিধানসভার খাতায় তিনি এখনও তৃণমূলেরই বিধায়ক। ফলে ট্রেজারি বেঞ্চে তাঁর বসার আসন বদলায়নি। মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন হুমায়ুন। বিধানসভার লবি দিয়ে অধিবেশনকক্ষে যাওয়ার সময় মুখোমুখি হন মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষের সঙ্গে। সেখানেই গৌরীকে আলিঙ্গন করেন হুমায়ুন। এদিকে সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন বিধানসভা ভোটে হুমায়ুনের আলাদা দল করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'হুমায়ুন আসলে তৃণমূলের বি টিম। মালদা, মুর্শিদাবাদে বাঙালি মুসলিমরা তৃণমূলের ওপর ক্ষুব্ধ। সেই বিক্ষুব্ধ ভোট যাতে কোনওভাবে বিজেপি বা কোনও মেনস্ট্রিম রাজনৈতিক দলের পকেটে না যায়, সেই কারণেই হুমায়ুনকে দিয়ে আলাদা দল করিয়েছে তৃণমূল।'

চাকরির দাবিতে চৌরঙ্গিতে যুব মোর্চার কর্মসূচিতে অংশ নিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার। ছবি- দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ওসির বাড়ি সহ ১০ জায়গায় ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা ও আসানসোল, ৩ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সকাল থেকে কয়লা পাচার নিয়ে সক্রিয় হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিন আসানসোল, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া ও দুর্গাপুরের কয়েকজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। একই সঙ্গে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের দুর্গাপুরের বাড়িতেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। জামুড়িয়ার ব্যবসায়ী রাজেশ বনশলের বাড়ি ও অফিসের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর নথি এবং নগদ ৭০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বুদবুদ থানার ওসির বাড়ি থেকেও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চালান ও নথি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি ইডির। বুদবুদ থানার সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসির বিরুদ্ধে আগেই অভিযোগ শানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৪ সালে নবান্ন থেকে প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি তৎকালীন বারাবনি থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। পরের দিনই তাঁকে সাসপেন্ড করে রাজ্য পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও হয়। দু-দিন আগেই তাঁকে বুদবুদ থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও এখনও তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি। এদিন সকালে ইডির ১০টি দল একযোগে তল্লাশিতে বের হয়। তার মধ্যে একটি দল দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে অভিজাত এলাকায় মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে। মনোরঞ্জন মণ্ডল তখন বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর বাড়িতে তল্লাশির পাশাপাশি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। তাঁর কাছে বেশ কিছু নথিও চাওয়া হয়েছে। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টও পরীক্ষা করে দেখেছেন তদন্তকারীরা। এছাড়া দুর্গাপুরে সেপকো টাউনশিপে বালি কারবারি প্রবীর দত্ত, সিটি সেন্টার অঞ্চলে আম্বেদকর সরণিতে একটি বাড়িতে হানা দেয় ইডি। পাণ্ডবেশ্বর ও কাঁকসা থানার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে আসেন ইডি আধিকারিকরা।

কয়লা কাণ্ড

পুলিশেও গলদ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগেও অস্বচ্ছতা। ২০২৪ সালের রুল অনুযায়ী কনস্টেবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। ওই তালিকায় নির্দিষ্ট সংরক্ষিত শ্রেণির উল্লেখ করে ৭ দিনের মধ্যে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। ২০২৪ সালের ৫ মার্চ কনস্টেবল নিয়োগের স্বচ্ছতা রাখতে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া দাবিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'স্বচ্ছতা বজায় রাখতে তালিকা কেন প্রকাশ করা হবে না?' তাই ১১ হাজার ৭৪৯ পদে বিস্তারিত তথ্য সহ তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রেমিকার জন্য বাড়ির রং সবুজ-মেরুন

হুগলি, ৩ ফেব্রুয়ারি : চকোলেট বোরিং, গোলাপ ও প্রেমপত্র সেকেলে। প্রেমের মরশুমে ছক্কা হাঁকাতে হলে দেখে শিখতেই হয় শুভজিৎ ঘোষের থেকে। আংটি বা আইফোন নয়, হুগলির বৈদ্যবাটির এই তরুণ চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের কাছে ভালোবাসার পাড়াপড়শিরা। বাড়ির বাইরের দেওয়াল থেকে শুরু করে রেলিং সর্বত্রই শুধু সবুজ ও মেরুন রঙের স্ট্রাইপ। বাড়ির প্রবেশপথের ঠিক ওপরেই মোহনবাগানের লোগো পালতোলা নৌকো লাগানো রয়েছে। বড় বড় হরফে লিখে রাখা রয়েছে মোহনবাগান। এলাকার কাছে ওই

রং লাল। কিন্তু শুভজিতের কাছে যেন সবুজ-মেরুন। প্রেয়সীর মন পেতে এক অনন্য ডার্বি দেখালেন শুভজিৎ। কট্টর ইস্টবেঙ্গল সমর্থক হয়েও নিজের দোতলা বাড়ি রাঙিয়ে তুললেন সবুজ-মেরুনে। কারণ, মোহনবাগান অন্তপ্রাণ তাঁর প্রেমিকা। তাই আবদার পূরণ করতে প্রেমিকাকে তাজ্জব করা উপহার দিলেন তিনি। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তাই প্রেমিকাকে উপহার দিতে ফুটবল ও ভালোবাসার মেলবন্ধনে সবুজ-মেরুন রঙেই সাজালেন নিজের বাড়ি।

বৈদ্যবাটির তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছেন বাড়ি এখন মোহনবাগান বাড়ি বলেই পরিচিত। জানা গিয়েছে, একই পাড়ায় তাঁর প্রেমিকার বাড়ি। পড়াশোনার সূত্রে দু'জনের আলাপ। শুভজিতের বাবা সুব্রত ঘোষ সরকারি চাকুরিজীবী। ২০০৬ সাল থেকে বাবার সঙ্গেই খেলা দেখা শুরু। তবে বাড়িতে সবাই মোহনবাগানভক্ত।

আর কিছুদিন পরেই দু'জনের বিয়ে। তাই বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগেই যে বাড়িতে তাঁরা থাকবেন, তারই সাজসজ্জা হল। শুভজিৎ বলেন, 'শ্রমণা ওর ইচ্ছের কথা বলে। তাই ঠিক করলাম বিয়ের আগেই বাড়িটা রং করে ফেলি।'

বিদায়বেলাতেও 'ফিরে ফিরে চায়' শীত

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'শীত চলে যায় ফিরে ফিরে চায়, মনে মনে ভাবে এ কেমন বিদায়'। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে কলকাতার আবহাওয়া যেন সেই কবিতারই প্রতিচ্ছবি। ক্যালেন্ডারের পাতায় বসন্ত কড়া নাড়লেও, শহরজুড়ে এখনও অনুভূত হচ্ছে শীতের শিরশিরানি। লেপ-কম্বল আলমারিতে তোলার তোড়জোড় চললেও, ভোরের কুয়াশা আর রাতের ঠান্ডা তাতে বাধ সাধছে। তাহলে শীতের এই লুকোচুরির অর্থ কি বৈশিষ্ট্য বদল? রাজ্যজুড়ে বজায় রয়েছে লা নিনার প্রভাব। সক্রিয় রয়েছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। যা সকাল-সন্ধে ধরে রেখেছে জলীয় বাষ্প। ফলে তা পরিণত হচ্ছে কুয়াশায়। এমনটাই বলছেন আবহবিদ ও বিশেষজ্ঞরা। তাই ফেব্রুয়ারিতে এসেও ১৫ ডিগ্রিতে কলকাতা। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গড়ে দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকছে ২৫ ডিগ্রি ও ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে এখনও পাততাড়ি গুটোতে খানিক দেরি রয়েছে শীতের।

আবহবিদদের মতে, এই অস্বাভাবিকতার মূলে রয়েছে লা নিনা পর্যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের জলের ওপরিভাগ স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের সংবহন প্রক্রিয়ায় বদল আসে। তাই ভারত মহাসাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই জলীয়বাষ্প উত্তর ভারত থেকে আসা পশ্চিমি ঝঞ্ঝার সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে ঘন কুয়াশা ও মৃদু ঠান্ডা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা জলবায়ুবিজ্ঞানী লক্ষ্মীনারায়ণ সৎপতি বলেন, 'শীতের প্রকৃতি খানিকটা বদল হয়েছে। লা

নিনার প্রভাব থাকার ফলে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলের ওপরে থাকলে তাপ ফিরে যাচ্ছে। শীত দীর্ঘায়িত হচ্ছে। উত্তুরের হাওয়া ও পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে। তাই দিনের বেলায় গরম। এর সঙ্গে যত শিল্পায়ন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে তারও একটা প্রভাব রয়েছে।'

যদিও আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বলেন, 'যেহেতু বসন্ত আসছে, তাই শীতের বিদায়ের সময় এই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়।' এদিকে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে, চলতি বছরেই এল নিনো এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের জোড়া প্রভাবে গরমের দাপট চরম আকার ধারণ করতে পারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো জনবহুল দেশগুলো তীব্র দাবদাহের কবলে পড়বে। পরিবেশবিদ জয়ন্ত বসুর মতে, 'এই বছর এল নিনোর প্রভাব জনজীবনের জন্য বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।' সাময়িকভাবে ১৫ ডিগ্রির কলকাতা শীত উপভোগ করলেও, বিশ্ব উষ্ণায়নের ছায়া যে দীর্ঘ হচ্ছে, সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদ ও বিশেষজ্ঞরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫৬ সংখ্যা, বুধবার, ২১ মাঘ ১৪৩২

চাহিদা ও চাকরি

মানুষ দেখেন চাল-ডাল-তেল-নুনের দাম কমল কি না। মোবাইল, সোনা-রুপো, মাইক্রোওভেনের মূল্য কমলে সব মানুষের কিছু যায় আসে না। ওষুধের দাম কমলে স্বস্তি আসে বৈকি, কিন্তু চাল-ডালের মূল্য কমলে যেমন হয়- ততটা নয়। তরুণ প্রজন্মের সামনে আজকের দিনে নজর একটিই- চাকরির ব্যবস্থা কতটা হল! এই প্রসঙ্গগুলিতে আশার জন্ম দেয়নি সদ্য লোকসভায় পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেট।

বাস্তবে প্রত্যাশার সঞ্চার করার সাধ্য ছিল না নির্মলা সীতারামনের। আন্তর্জাতিক বাজারে চড়ে থাকা অনিশ্চয়তার পারদ সামলানো এখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাধ্যবাধকতা। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এই কৃতী ছাত্র ও গবেষকের অজানা নয় যে, বাজারে চাহিদাটা বড় কথা। শুধু লগ্নি বাড়লে চাহিদা তৈরি হয় না। অর্থশাস্ত্রের মৌলিক শিক্ষাটাই হল- জোগান থাকলে সর্বক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ে না। চাহিদা নির্ভর করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর। মূল সেই বিসমিল্লাতেই গলদ মারাত্মক।

ভারতের মতো দেশে ক্রয়ক্ষমতা তখনই তৈরি হয়, যখন কর্মসংস্থান থাকে। সেই কর্মসংস্থান চাকরি হতে পারে, ব্যবসা কিংবা স্বনিযুক্তি জনিত কারণে হতে পারে। শুধু তাই নয়, সেই কর্মসংস্থান থেকে বাজারমূল্যের আনুপাতিক রোজগার যখন নিশ্চিত হয়। এই সবক'টি ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ পিছিয়ে আছেন। অর্থনীতির ছাত্র হলেও রাজনৈতিক ও বাজারের বাধ্যবাধকতায় সীতারামন এই সত্যের প্রতি চোখ বুজে ছিলেন বাজেটে।

অথচ বাজারের প্রত্যাশা থাকে বাজেটে। সেইজন্য আপাত গুরুগম্ভীর বাজেটও কৌতূহলের কেন্দ্রে থাকে। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলেও মানুষ যেমন হতাশ হন, বাজার তেমনই। নতুন কিছু মেলেনি বলে তাৎক্ষণিকভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে শেয়ার বাজারে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর এক ঘণ্টাও কাটেনি, সেজন্য ১০০০ পয়েন্ট ধসে গেল সেনসেক্স। অথচ আশা জাগানো হয়েছিল প্রচুর। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট আসন্ন বলে প্রচার ছিল, এই বাজেট হবে কল্পতরু।

বাস্তবের ধাক্কা ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতায় সেই প্রচারকে অসার প্রমাণ করে দিয়েছেন সীতারামন। সেই বাস্তবটা কী? ভারতে কর্পোরেট ক্ষেত্রে মূলধনি ব্যয় কার্যত এক দশক ধরে নট নড়নচড়ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মোট স্থির মূলধনের (গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল) গঠন এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে তলানিতে ঠেকেছিল দু'বছর আগেই। এই সত্য মেনে নিলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যাবতীয় প্রত্যাশা সেখানেই গুটিয়ে গিয়েছে।

সীতারামন নতুন অর্থমন্ত্রী নন। এই প্রথম তিনি বাজেট পেশ করলেন না। প্রতিবার যাঁর বাজেটে ঘুরে-ফিরে আসে ইলেকট্রনিক্স, পণ্য হাব, ফ্রেট করিডর, সেমি কনডাক্টর, মূলধনি পণ্য, রাসায়নিক ইত্যাদি। এতে লগ্নির অনুপাতে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি হয় না। যেটুকু কর্মসংস্থান তৈরি হয়, তা পেতে নানা ধরনের দক্ষতা দরকার হয়। যা তরুণ প্রজন্মের সকলের থাকে না। ফলে এই ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ এলেই তরুণরা খুব লাভবান হন না।

অন্যদিকে, দেশীয় বাজারের চাহিদা আশানুরূপ নয় বলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলিতে চাকরি ততটা সৃষ্টি হয় না। সরকারি বা বেসরকারি কিছু ক্ষেত্রে কিছু লোকের উচ্চ হারে বেতনও কিন্তু চাহিদা বাড়ানোর অনুঘটক হয় না সবক্ষেত্রে। শ্রম বাজারের হিসাব হাতের সামনে নিয়ে বসলে সেই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে যতই বাগাড়ম্বর করা হোক, নির্মলার হাতে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জাদুকাঠি কিছু ছিলই না।

চাহিদা বৃদ্ধির কোনও দিশাও বাজেটে দেখা হয়নি। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রত্যাশা পূরণও যৎকিঞ্চিৎ। ৩০০০ উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ছাড়া সীতারামনের ঘোষণা বলতে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় উপনগরী। যার নাগাল পাওয়া দেশের অধিকাংশ জনসংখ্যার পক্ষে শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও। ফলে এই বাজেট শুধু সীমাবদ্ধতা নয়, চিন্তার দেউলিয়াপনার নথিতে পরিণত হয়েছে।

অমৃতধারা

আমরা ভগবানের মধ্যে কেমনভাবে আছি জানো - যেমন মহাসমুদ্রে মাছেরা সব কিলবিল করে। তাঁকে ছেড়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না, যেমন মাছেরা জল ছাড়া থাকতে পারে না। ভগবান যেন জল ও আমরা সকলে মাছ। তাঁকে ছেড়ে আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করছো, কিন্তু কে ঈশ্বর ? ঈশ্বর কি আকাশের উপরে আছেন ? পুরুষসূক্তে আছে ঃ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ'। তিনি আমাদের চোখ দিয়ে দেখছেন, আমাদের কান দিয়ে শুনছেন। আমাদের সকলের মনের সমষ্টি তাঁর মন (cosmic mind)। আমরা সব (সমস্ত জীব) কি রকম জানো ? যেমন সব ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি আসলে এক।

-স্বামী অভেদানন্দ

স্বপ্নের অপমৃত্যু ও ছাঁটাই আতঙ্ক

কর্পোরেট সাফল্যের চাকা সচল রাখতে বলির পাঁঠা হচ্ছেন সাধারণ কর্মীরা, নতুন বছরের শুরুতে এক বিষণ্ণ মেঘ ঢেকেছে আকাশ।

শৌভিক রায়

নতুন বছরের শুরুতে যখন মানুষ নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধে, ঠিক তখনই সুপ্রসিদ্ধ বহুজাতিক সংস্থার কর্মী ছাঁটাইয়ের খবর সারা দেশে ভয়ের ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিয়েছে। যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, তবে একযোগে কাজ হারাবেন প্রায় পনেরো হাজার কর্মী। 'হায়ারিং'-এর পরিবর্তে 'ফায়ারিং'-এর এই দৃষ্টান্ত আধুনিক কর্পোরেট দুনিয়ায় বিরল নয়, কিন্তু প্রশ্ন জাগছে— তবে কি আবার ফিরে আসছে সেই অভিশপ্ত 'নিউট্রন জ্যাক' যুগ? ১৯৮০ সালে 'জেনারেল ইলেক্ট্রিক'-এর সিইও হয়ে জ্যাক ওয়েলস কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ কর্মী সংকোচন করেছিলেন। সেই ঘটনা ছিল নিউট্রন বোমা বিস্ফোরণের মতো— যেখানে অট্টালিকা অক্ষত থাকে কিন্তু প্রাণস্পন্দন নিভে যায়। কর্মী সংকোচন করে কোম্পানির মুনাফা বাড়লেও, প্রতি বছর বাধ্যতামূলকভাবে ১০ শতাংশ কর্মীকে ছেঁটে ফেলার সেই নির্মম কৌশল আজও কর্পোরেট দুনিয়ার নিষ্ঠুরতাকে বেআব্রু করে রাখে।

প্রকৃতপক্ষে, কর্মী ছাঁটাইয়ের ইতিহাস দেড় শতাব্দীরও বেশি পুরোনো। এর সূচনা হয়েছিল ১৮৯৩ সালে আমেরিকার অর্থনীতিতে গভীর মন্দার সময়। সেই সময় বিনা নোটিশে হাজার হাজার মানুষকে পথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য সাজানো সংসার, বৃদ্ধি পেয়েছিল বেকারত্ব আর হাহাকার। ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি আজও চলছে ভিন্ন নামে, ভিন্ন মোড়কে।

'লে অফ' ও শব্দের আড়ালে ভণ্ডামি

আধুনিক কর্পোরেট পরিভাষায় 'লে অফ' শব্দটিকে সাময়িক কর্মী সংকোচন বলা হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি কিন্তু স্থায়ী রূপ নেয়। অর্থাৎ একবার কাজ হারালে সেই কর্মী আর সহজে পুরোনো জায়গায় ফিরতে পারেন না। মজার বিষয় হল, এই ছাঁটাইয়ের ফলে শেষপর্যন্ত কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে লাভের অঙ্ক বাড়লেও, মানুষ হিসেবে একজন কর্মীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, সোজাসুজি ছাঁটাই না বলে 'লে অফ' বলবার এই ভাষাগত ভণ্ডামি কেন?

২০২১-'২২ সালের পরিসংখ্যান দেখলে শিউরে উঠতে হয়। জার্মানির এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যাংক ১৮ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছিল। আমেরিকার মাত্র চারটি বড় কোম্পানি ১ লক্ষ ২৫ হাজার কর্মীকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। সংবাদপত্রে কয়েকদিন হইচই হয়, তারপর সব শান্ত। ব্যাপারটিকে কোম্পানির 'কৌশলগত পরিবর্তন' হিসেবে চিহ্নিত করে বুদ্ধিজীবীরা আলোচনার ইতি টানেন। কিন্তু সেই মানুষগুলোর ঘর কীভাবে চলছে, তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনা বা অসুস্থ বাবা-মায়ের চিকিৎসার খরচ কীভাবে জুটছে— সেই খবর রাখার দায় কেউ নেয় না।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও মানসিক চাপ

গণছাঁটাইয়ের সবচেয়ে কুৎসিত দিক হল কোম্পানির প্রতি সহানুভূতি আর সাধারণ কর্মীর প্রতি চরম উদাসীনতা। যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে একটা কোম্পানি সাফল্যের শিখরে পৌঁছাল, তাঁদেরই সবার আগে বোঝা মনে করা হয়। এই আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা মানুষকে এতটাই খাদের কিনারায় ঠেলে দেয় যে, আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্তও অনেক

- এআই

সময় অস্বাভাবিক মনে হয় না। 'আগামী মাস কীভাবে চলবে'— এই চিন্তার সঙ্গে যোগ হয় সামাজিক মর্যাদাহানির গ্লানি।

গবেষণা বলছে, বেকার থাকাকালীন নতুন চাকরি খোঁজার চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ হল আবার সেই হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া। অভিজ্ঞ কর্মীরা ছাঁটাইয়ের পর আরও বড় সংকটে পড়েন। কোম্পানিগুলো এখন 'কম বয়সে বেশি কাজ' দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। ফলে অভিজ্ঞ কর্মীকে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দিতে নারাজ অনেক সংস্থা।

বছরের শুরুতে ১৫ হাজার কর্মীর ছাঁটাইয়ের খবর দেশের অর্থনীতি ও মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে গত এক বছরে ৬০ হাজার মানুষের কাজ হারানো এবং বেকারত্বের হার ৬.৭ শতাংশে পৌঁছানো এক গভীর সংকটের ইঙ্গিত। ছাঁটাই কেবল আর্থিক ক্ষতি নয়, এটি আত্মমর্যাদাহানি ও চরম মানসিক উদ্বেগের কারণ যা 'হোমস-রাহে' স্কেলে শীর্ষ দশটি চাপের ঘটনার অন্যতম।

এই মানুষগুলো অনেক কম মাইনেতে কাজ করতে বাধ্য হন, যা তাঁদের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম ও যোগ্যতাকে অপমান করার শামিল।

আত্মপরিচয় ও সম্মানের সংকট

আমাদের সমাজব্যবস্থায় একজন মানুষের আত্মপরিচয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর পেশার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিশেষ করে 'হোয়াইট কলার জব' বা উচ্চমানের কারিগরি পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা তাঁদের কাজের মাধ্যমেই আত্মমর্যাদা খুঁজে পান। তিল তিল করে গড়ে তোলা সেই জগৎ যখন এক নিমেষে ধসে যায়, তখন তাঁর মানসিক অভিঘাত বর্ণনা করার ভাষা থাকে না। দক্ষ কাজ করেও যখন ছাঁটাই হতে হয়, তখন সেই মানুষটি নিজের যোগ্যতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন।

হোমস-রাহে স্ট্রেস ইনভেন্টরির বিচারে, গণছাঁটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনার তালিকার প্রথম দশে স্থান পেয়েছে। ১৯৬৭ সালে ডঃ টমাস হোমস ও ডঃ রিচার্ড রাহে প্রমাণ করেছিলেন যে, এই ধরনের পেশাগত বিচ্যুতি মানুষের স্নায়বিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে। এই চাপ সহ্য করার মতো মানসিক কাঠামো সবার থাকে না, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজে যেখানে চাকরিই হল একমাত্র সম্বল।

তৃতীয় বিশ্বের রূঢ় বাস্তবতা

উন্নত বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা কম এবং কাজের সুযোগ বেশি হওয়ার কারণে ছাঁটাইয়ের প্রভাব কিছুটা কম। আমেরিকার ৭০ শতাংশ মানুষ চাকরির ওপর নির্ভরশীল হলেও তারা দ্রুত অন্য কাজে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু ভারত বা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে পরিস্থিতি আকাশপাতাল ভিন্ন। এখানে জনসংখ্যার চাপ যেমন বেশি, তেমনি নেই কোনও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়। ইউরোপীয় দেশগুলির মতো এখানে কোম্পানির বোর্ডে কর্মীদের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই যারা ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলবে। ফলে এখানে কর্মী ছাঁটাই অত্যন্ত সাধারণ ও একতরফা একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কর্মীর কোনও কথা বলার অধিকার থাকে না।

ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ

২০২৩ সাল থেকে ভারতে গণছাঁটাইয়ের বিষয়টি চরম আকার নিয়েছে এবং এর জন্য অদ্ভুতভাবে দায়ী করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'এআই'-কে। ২০২৫-'২৬ সালে শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি জগতেই প্রায় ৬০ হাজার কর্মী 'লে অফ'-এর শিকার হয়েছেন। পুরোনো নামী সংস্থা থেকে শুরু করে নতুন স্টার্টআপ— কেউই এই তালিকা থেকে বাদ নেই। বিশ্বের মোট ছাঁটাইয়ের পাঁচ শতাংশ এখন ভারতের ঝুলিতে, যা আমেরিকার পর আমাদের দ্বিতীয় স্থানে তুলে এনেছে।

সরাসরি ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে 'সাইলেন্ট লে অফ'— অর্থাৎ পদোন্নতি না করা বা নতুন কর্মী না নেওয়া। ভারতের পরিসংখ্যানমন্ত্রকের হিসেবে অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষে শহরাঞ্চলে বেকারত্বের মাত্রা ছিল ৬.৭ শতাংশ। ২০২৬-এর শুরুতে সেই চিত্র পরিবর্তনের কোনও আশা নেই। বরং গিগ অর্থনীতির প্রসারের ফলে স্থায়ী চাকরির ধারণা ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নতুন বছরে বহুজাতিক সংস্থাগুলির এই নতুন ছাঁটাইয়ের খবর তাই কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, বরং এক আসন্ন সামাজিক বিপর্যয়ের পদধ্বনি।

পরিত্রাণের উপায় আছে কি?

কর্মী ছাঁটাইয়ের এই দীর্ঘ ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায়, রাষ্ট্র যদি এই সময়ে সদর্থক ভূমিকা না নেয়, তবে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বর্তমানে সরকারগুলি দান-অনুদান বা বিভিন্ন ভাতা দিতে যতটা আগ্রহী, স্থায়ী কর্মসংস্থান বা কর্মী ছাঁটাই রোধে ততটা উদ্যোগী নয়। রাজকোষের অর্থ দিয়ে সাময়িক সাহায্য করা গেলেও, একজন কর্মীর হারানো সম্মান বা স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

কর্মী ছাঁটাই রুখতে প্রয়োজন স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে কঠোর শ্রম আইন এবং কর্পোরেটদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। কোম্পানি মুনাফা করার সময় কর্মীদের অংশীদার ভাবলে, লোকসানের সময় কেন শুধু কর্মীরাই বলির পাঁঠা হবেন—এই প্রশ্নটি এখন তোলার সময় এসেছে। প্রবল মানসিক চাপ আর উদ্বেগ নিয়ে জীবন কাটানো এই বিপুল সংখ্যক মানুষের পাশে যদি সমাজ ও রাষ্ট্র না দাঁড়ায়, তবে আগামীদিনে দক্ষ শ্রমশক্তির অপচয় এবং সামাজিক অস্থিরতা অনিবার্য। অন্তত এই মুহূর্তে, সাধারণ মানুষের চোখে এর কোনও সহজ পরিত্রাণ ধরা পড়ছে না।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৭৪

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৯৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন কৌতুকাভিনেতা রবি ঘোষ।

আলোচিত

কোনও কিছু যদি জেনুইন হয়, প্র্যাকটিকাল হয়, জনতার ভালোর জন্য হয়, তবে আমরাও চাইব ওঁর (জ্ঞানেশ কুমার) ইমপিচমেন্ট হোক। আমাদের নম্বর নেই। কিন্তু ইমপিচমেন্ট তো হতে পারে। ধারা তো আছে। রেকর্ড তো হয়ে যাবে। জনগণের স্বার্থে এককাট্টা হয়ে এই কাজ করতেই পারি।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

গঙ্গাকে অনেকে পুজো করেন। ভক্তি দেখাতে একজন ভক্ত ১৬৫ লিটার ঘি বারাণসীর এক ঘাট থেকে গঙ্গায় অর্পণ করলেন। দেখে অনেকে বাহবা দিলেন, কেউবা দূষণের অভিযোগ তুললেন।

ভাইরাল/২

ওডিশার বালাসোরে খাগা ভাই নামে একজনের সাপ ধরার ভিডিও ভাইরাল। হাত দিয়ে নয়, মুখ দিয়ে বিষধর সাপ ধরলেন তিনি। ফণা তুলেছিল সাপটি। তিনি খপ করে নিজের মুখের মধ্যে সাপের মুখটি চেপে ধরেন।

জনমন

জনমত

মেয়রকে খোলা চিঠি

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রতিদিনের চলাচল ও অভিজ্ঞতা থেকে শহরের কয়েকটি গুরুতর সমস্যার দিকে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি।

প্রথমেই, শহরের বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা সমাধানে মেয়রের সদিচ্ছা এবং বিশেষ করে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কথা শোনার উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তবে বাস্তবে ঘুরে দেখলে দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি শহরের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এখনও কার্যকর নজরদারির বাইরে রয়ে গিয়েছে।

শিলিগুড়ির ৪৭টি ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেই একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বহু পরিবার চারচাকা গাড়ির মালিক হলেও তাদের নিজস্ব গ্যারাজ নেই, অথবা গ্যারাজ থাকলেও তা অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলত দিনরাত রাস্তার ওপরই গাড়ি পার্ক করা হচ্ছে। এর জন্য কোনও পার্কিং ফি দিতে হয় না, অথচ এটি কার্যত এক ধরনের অলিখিত রাস্তা দখল। এর ফলে সাধারণ পথচারী, সাইকেল আরোহী ও জরুরি পরিষেবার যানবাহন চরম অসুবিধার মুখে পড়ছে। পাড়ায় পাড়ায় এই দৃশ্য আজ প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। গ্যারাজ ছাড়া চারচাকা গাড়ি কেনার বিষয়ে কি কোনও নীতিগত কড়াকড়ি বা কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়?

এছাড়া নিবেদিতা মার্কেট, হকার্স কর্নার সহ শহরের বিভিন্ন বাজার এলাকায় দেখা যাচ্ছে, দোকানদাররা দোকান থাকা সত্ত্বেও মালপত্র রেখে ড্রেনের ওপরের স্ল্যাব ও রাস্তার বড় অংশ দখল করে রাখছেন। এতে সাধারণ মানুষের চলাচল দুর্বিষহ হয়ে উঠছে, যানজট বাড়ছে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে নিয়মিত নজরদারি বা কার্যকর প্রতিকার চোখে পড়ে না।

শহরের ড্রেন ও নিকাশি ব্যবস্থার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। বহু জায়গায় নিয়মিত পরিষ্কার হয় না, ড্রেন আবর্জনায় ভরে থাকে, ছোট নালা ও খালগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। সামান্য রক্ষণাবেক্ষণ ও সময়মতো মেরামতি করলে যেখানে বহু বছর এগুলো ব্যবহারযোগ্য রাখা সম্ভব, সেখানে কয়েক বছর পরপর পুরো ড্রেন ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে ধ্বংসস্তূপ দীর্ঘদিন রাস্তায় পড়ে থেকে নাগরিক দুর্ভোগ আরও বাড়াচ্ছে। এই অতিরিক্ত ব্যয় যদি সবুজায়ন বা অন্য কোনও গঠনমূলক নাগরিক পরিকাঠামোয় ব্যবহার হত, তাহলে শহর আরও উপকৃত হতে পারত।

পুরনিগমের জল সরবরাহ ব্যবস্থা মোটের ওপর সন্তোষজনক হলেও বহু জায়গায় রাস্তার কলের ট্যাপ নষ্ট থাকা বা একেবারেই না থাকার কারণে দিনের পর দিন জল অপচয় হচ্ছে। জলসংকটের আশঙ্কার সময়ে এই অবহেলা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং গ্রহণযোগ্য নয়।

মাননীয় মেয়র, উপরোক্ত সমস্যাগুলো নতুন নয়। কিন্তু প্রতিদিনের নাগরিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনার সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে যদি এইসব বিষয়ে নিয়মিত নজরদারি, স্পষ্ট নীতি ও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়, তাহলে শিলিগুড়ি শহরবাসী সত্যিই উপকৃত হবেন।

শেখর সাহা
শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সংলাপেই সমাধান : মধ্যস্থতার শক্তি

আলোচনা ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমেই সম্ভব জটিল পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান।

সুনীতা দত্ত

মেডিটেশন বা মধ্যস্থতা শব্দবন্ধটি আপাতদৃষ্টিতে নতুন মনে হলেও, এর শিকড় আসলে বহু গভীরে প্রোথিত। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নিরপেক্ষ এক বা একাধিক ব্যক্তি বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন। মধ্যস্থতাকারীর প্রধান দায়িত্ব হল বিবাদে লিপ্ত পক্ষগুলোর মতপার্থক্য ধৈর্য সহকারে শোনা এবং কোনও সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি সাধারণ ভিত্তি খুঁজে বের করা। আইনি জটিলতা এড়িয়ে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির এই অতি আধুনিক পদ্ধতিটি বর্তমান সময়ের অত্যন্ত কার্যকর এক হাতিয়ার।

ইসলামিক সংস্কৃতি ও শান্তির বার্তা

মধ্যস্থতার এই ধারণাটি ইসলামিক সমাজব্যবস্থাতেও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অশান্তি দূরীকরণে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা সেখানে কেবল প্রশংসনীয়ই নয়, বরং এই কাজকে অতি পুণ্যময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে মধ্যস্থতাকারী বিবদমান গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের মধ্যে সমঝোতার বাতাবরণ তৈরি করেন। এর মূল লক্ষ্যই হল জনসাধারণের মধ্যে সহনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আলোচনার টেবিলে সমাধানের পথ উন্মুক্ত রাখা।

ভঙ্গুর সমাজ ও প্রবীণদের অভাব

বর্তমান সময়ে শহর থেকে গ্রাম—সর্বত্রই বিবাহবিচ্ছেদ

- এআই

এবং পারিবারিক কলহের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সময় যৌথ পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ বা পরিবারের প্রধানরা যে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন, একক পরিবারের আধিক্যে আজ সেই জায়গাটি ফাঁকা। অধৈর্য আর অরাজকতার এই সময়ে মধ্যস্থতাকারীরা কূটনৈতিক বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণমূলক অধ্যয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে আসন্ন সামাজিক সংকট মোকাবিলার চেষ্টা চলছে, যা পক্ষপাতের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

সম্প্রীতি রক্ষা ও মানবিক দায়বদ্ধতা

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে অশান্তির বিস্তার রোধ করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। যে কোনও সম্পর্কের মধ্যেই গভীর বিপর্যয় আসতে পারে, আর সেই ফাটল রুখতে প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ মধ্যস্থতাকারী। মীমাংসাকারীরা মূলত পরিবার থেকে শুরু করে দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে বিবাদ নিরসন করে মুক্ত ও সম্প্রীতিময় সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করেন। বিবাদ-বিসংবাদ যে ভয়ংকর আকার নিয়েছে, সেখানে এই ধারণাটি আধুনিক হলেও এর প্রয়োগ আজ বিশ্বজুড়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

মধ্যস্থতা সপ্তাহ ও আগামীর দিশা

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ২ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে 'মিডিয়েশন উইক' বা 'মধ্যস্থতা সপ্তাহ' পালিত হয়। এ বছর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা প্রতিযোগিতায় ১৬০টিরও বেশি পেশাদার মধ্যস্থতাকারী ও প্রশিক্ষক সমবেত হয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। প্রশিক্ষিত পেশাদার হোন বা সমাজের কোনও সচেতন সাধারণ মানুষ—নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আইনি লড়াই ছাড়াই যে কোনও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতা দূর করে এক নতুন দিগন্তের দিশা দেখাতে পারে এই মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া।

(লেখক স্বাস্থ্যকর্মী এবং সমাজকর্মী। গয়েরকাটার বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬১

পাশাপাশি : ২। খুব কষ্টে দিন কাটানো বা অভাবের সংসার ৫। টেকসই নয়, সহজে ভেঙে যায় ৬। দশটি ভিন্ন ধরনের ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্ট ৮। শরীরের বিশেষ অঙ্গ বিন্যাস ৯। দাঁড়িপাল্লা, পদবিও হতে পারে ১১। উপর মহলের অর্ডার ১৩। যব বা বাজরা জাতীয় দানাশস্য ১৪। শীত ও গ্রীষ্ম।

উপর-নীচ : ১। যা থেকে কিছু স্খলিত হয় ২। মুদ্রার নাম ৩। বাসি নয় সতেজ ৪। ঢিলা জামা ৬। অসুখের নাম ৭। যে নাক টিকালো নয় ৮। শিবের আর এক নাম ৯। বাঁশের পাত্র ১০। শক্তিশালী ব্যক্তি ১১। প্রচণ্ড শব্দ ১২। গুণ করার তালিকা ১৩। পরিমাণ নির্ধারণ।

সমাধান ■ ৪৩৬০

পাশাপাশি : ১। অস্থাবর ৩। বিবেচ্য ৫। অবয়বহীন ৬। মহিমা ৭। সিংহ ৯। প্রকৃতিবিরুদ্ধ ১২। তারক ১৩। নড়বড়ে।

উপর-নীচ : ১। অক্ষিভ্রম ২। রবাব ৩। বিভাব ৪। চ্যবন ৫। অমা ৭। সিদ্ধ ৮। হড়হড়ে ৯। প্রচেতা ১০। তির্যক ১১। রুটিন।

ভালো খবর

মুম্বইয়ের ধুলোবালি ছাড়িয়ে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে উরানে অবস্থিত 'ফার্নান্দেজওয়াদি' যেন এক জাদুকরি নিস্তব্ধতার দেশ। ১৯৪৭ সালে জেমস হেরেডিয়া এই অনুর্বর জমিটি কিনেছিলেন ব্রিটিশমুক্ত স্বাধীন ভারতে কর দেওয়ার সংকল্প নিয়ে। পরে পর্তুগিজদের দ্বারা গোয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে, নিজের ভিটের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে তিনি এখানে রোপণ করেন ১৪০টি নারকেল গাছ। বর্তমানে তাঁর নাতি রোহান ও স্ত্রী ঝর্ণা বিজ্ঞাপন আর শেফের পেশা ছেড়ে এই ১০ একর জমিতে গড়ে তুলেছেন এক নান্দনিক হোমস্টে।

বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়ার নকশা করা এই বাড়ির প্রতিটি কোণ নস্টালজিয়ায় মোড়া—ব্যবহৃত হয়েছে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের বাতিল সিঁড়ি বা পুরোনো পাইপ। রান্নাঘরে পরিবেশিত হয় খামারের টাটকা ফল ও গোয়ান মাছ ভাজা। নিজস্ব জল সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পুষ্ট এই খামারবাড়িটি কেবল থাকার জায়গা নয়, বরং শহর ছেড়ে প্রকৃতিমুখী হওয়ার এক জীবন্ত পাঠশালা।

‘আত্মসমর্পণ’ বনাম ‘মাস্টারস্ট্রোক’

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতীয় পণ্য শুল্কমুক্তির আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে দিনের আলো দেখতে চলেছে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেলিফোনে আলোচনার পর চুক্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। চুক্তির আওতায় ভারতীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। বিনিময়ে ভারতও মার্কিন পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ও অন্যান্য বাধা সরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের দু-কক্ষ। বিরোধীদের অভিযোগ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ বিসর্জন দিয়েছেন।

এই চুক্তির ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে বড়সড়ো জোয়ার আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতদিন ভারতীয় পণ্য মার্কিন বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ ‘পারস্পরিক’ এবং ২৫ শতাংশ ‘শাস্তিমূলক’ (রুশ তেল কেনার কারণে) মিলিয়ে মোট ৫০ শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হত। এখন তা ১৮ শতাংশে নেমে আসায় পোশাক, গয়না, ওষুধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। মঙ্গলবার এনডিএ সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি এই পদক্ষেপকে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ পণ্যের বিশ্বজয়ের একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতন্ত্র যখন একসঙ্গে কাজ করে, তখন তা জনগণের জন্য বিপুল সম্ভাবনার পথ খুলে দেয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘লোকে শুল্ক নিয়ে সমালোচনা করছিল, কিন্তু আমরা ধৈর্য হারাইনি। সেই ধৈর্যের ফল আজ সবার সামনে।’ তাঁর কথায়, ‘আমি আনন্দিত যে এখন থেকে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ পণ্যের ওপর শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের জন্য ১.৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

নতুন চুক্তির ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত বিশ্ব বাজারে অনেকটা এগিয়ে গেল। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে চিন (৩৭ শতাংশ), পাকিস্তান (১৯ শতাংশ), বাংলাদেশ (২০ শতাংশ) এবং ভিয়েতনাম (২০ শতাংশ) যে হারে শুল্ক দেয়, ভারতের ১৮ শতাংশ তার চেয়ে কম। যদিও ব্রিটেন (১০ শতাংশ) বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (১৫ শতাংশ) তুলনায় এই হার সামান্য বেশি, তবুও এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় ভারত এখন অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

চুক্তির খবর প্রকাশ্যে আসতেই মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা ও রাজ্যসভা। কংগ্রেসের দাবি, রুশ তেল কেনা বন্ধ করা এবং ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোদি সরকার ভারতের বিদেশনীতিকে ওয়াশিংটনের কাছে ‘বন্ধক’ রেখেছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। ভারতের স্বার্থ আজ বিপন্ন।’ রাহুল গান্ধি প্রশ্ন তোলেন, গত চার মাস ধরে থমকে থাকা এই চুক্তি হঠাৎ কেন তড়িঘড়ি করা হল? এর পিছনে কোনও ‘গোপন চাপ’ ছিল কি না, তা নিয়েও তিনি সরব হন। লোকসভার বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘যে বাণিজ্য চুক্তি গত চার মাস ধরে ঝুলে ছিল, হঠাৎ সোমবার রাতে তা চূড়ান্ত করার এত তাড়া ছিল কেন?’ তাঁর বক্তব্য, ‘আমেরিকায় শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে একটি মামলা চলছে এবং এপস্টাইন ফাইলে আরও অনেক কিছু সামনে আসতে চলেছে। এসবের কারণেই কি প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তিতে তড়িঘড়ি সই করলেন?’ তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং বাম দলগুলিও কৃষিপণ্যে মার্কিন আধিপত্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় সরব হয়েছে। তৃণমূলের রাজ্যসভা সদস্য সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘এটি সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমাননা। সরকারের উচিত ছিল এই চুক্তির বিস্তারিত তথ্য আগে সংসদে পেশ করা।’

বিরোধীদের আক্রমণের মুখে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সাফ জানিয়েছে, জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হয়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেন, ‘একসময় বিরোধীরাই চড়া শুল্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, আজ যখন তা কমানো হল, তখনও তারা রাজনীতি করছেন।’ বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ‘ভারতের ইতিহাসে এর আগে কোনও সরকার আমেরিকার থেকে এক লপ্তে এত বড় শুল্ক ছাড় আদায় করতে পারেনি। ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনা আমাদের রপ্তানিকারকদের জন্য তুরুপের তাস হয়ে দাঁড়াবে।’ সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ভারত তার কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদকদের স্বার্থ রক্ষায় অবিচল রয়েছে। এছাড়া রুশ তেলের বিকল্প হিসেবে ভেনেজুয়েলা থেকে তেল আমদানির বিষয়েও চিন্তাভাবনা চলছে, কারণ বর্তমানে ভেনেজুয়েলার ওপর কোনও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা নেই।

চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বয়ান বা ‘টেক্সট’ সংসদে পেশ করার দাবিতে অনড় বিরোধীরা। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চুক্তি ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও, ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন পণ্য কেনার লক্ষ্যমাত্রা এবং ‘জিরো ট্যারিফ’-এর শর্তাবলি ভবিষ্যতে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে কী প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

সুবিধা

- **রপ্তানি বাণিজ্যে জোয়ার** : আমদানি শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশ হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্র, গয়না, ওষুধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য মার্কিন বাজারে অনেক সস্তা হবে। এতে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের মুনাফা বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে
- **প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা** : চিন (৩৭ শতাংশ), বাংলাদেশ (২০ শতাংশ) এবং পাকিস্তানের (১৯ শতাংশ) তুলনায় ভারতের শুল্ক হার (১৮ শতাংশ) কম হওয়ায় বিশ্ব বাজারে ভারতীয় পণ্য এখন অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক। এটি ভারতকে গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের কেন্দ্রে নিয়ে আসবে
- **আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা** : দীর্ঘদিনের টালবাহানা কাটিয়ে এই চুক্তি দুই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে। এতে ভারতের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের চাপানো আগের কঠোর বাণিজ্যিক বিধিনিষেধগুলি সরে গেল
- **বিকল্প জ্বালানির উৎস** : ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কেনার পথ প্রশস্ত হওয়ায় জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা কমানোর একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে

চ্যালেঞ্জ

- **কৃষি ও দুগ্ধ ক্ষেত্রে ঝুঁকি** : মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক ও অন্যান্য বাধা সরিয়ে ‘শূন্য শুল্ক’ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত। এর ফলে সস্তায় মার্কিন সয়াবিন, ভুট্টা বা দুগ্ধজাত পণ্য ভারতীয় বাজারে ঢুকে পড়লে দেশীয় কৃষকরা অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে পারেন। যদিও চুক্তির শর্তাবলি প্রকাশ্যে না আসায় এ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে
- **বিদেশনীতিতে প্রভাব** : রাশিয়ার মতো দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধুর কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করা ভারতের বিদেশনীতির নিরিখে বড় চ্যালেঞ্জ দেখা হচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হওয়ার ঝুঁকি থাকছে
- **আমদানির বোঝা** : ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি ভারতের জন্য বড় আর্থিক চাপ। ভারতের বর্তমান বার্ষিক আমদানির তুলনায় এই অঙ্ক অনেক বেশি, যা বাণিজ্য ঘাটতি বাড়াতে পারে
- **রাজনৈতিক অস্থিরতা** : চুক্তিটি সংসদে আলোচনার বদলে সরাসরি ট্রাম্পের ঘোষণার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধী দলগুলি একে ‘সার্বভৌমত্বের আত্মসমর্পণ’ হিসেবে চিহ্নিত করায় কেন্দ্রের ওপর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে

দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

মমতার আজ এসআইআর ‘সওয়াল’

নিজস্ব সংবাদদাতা. নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাত এবার সুপ্রিম কোর্টের দরজায়। বুধবার সর্বোচ্চ আদালতে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জোর জল্পনা ছড়িয়েছে রাজধানীতে। তৃণমূল সূত্রে খবর, এসআইআর প্রক্রিয়ার আইনি বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মমতা যে আবেদন করেছেন, বুধবার ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে তার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।জেড প্লাস ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা পাওয়া মমতার আদালত কক্ষে উপস্থিতির জন্য ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তা বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, আইনজীবী হিসেবে সওয়াল না করলেও সাধারণ নাগরিক হিসেবে সশরীরে উপস্থিত থেকে আদালতের অনুমতি নিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানির কথা তুলে ধরতে পারেন তিনি।

মঙ্গলবার দিল্লির বঙ্গ ভবনে এসআইআর-এর চাপে মৃত্যুর অভিযোগকারী পরিবারের সদস্যদের পাশে বসিয়ে এক আবেগঘন সাংবাদিক বৈঠক করেন মমতা। কালো চাদর জড়িয়ে এবং ‘আওয়ার ভোট, আওয়ার রাইট’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভুক্তভোগীরা। মমতা অভিযোগ করেন, ‘নির্বাচন কমিশন বিজেপির আইটি সেলের মতো কাজ করছে। বাংলায় ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। ভোটার তালিকায় জীবিত মানুষকে মৃত সাজিয়ে নাম কাটা হচ্ছে।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘বাংলা বললেই কেন বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রীর কাছে কি তাঁর বাবা-মায়ের জন্ম শংসাপত্র আছে?’

সাংবাদিক বৈঠকের শেষে মমতা ২০২৬-এর নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলে দাবি করে বলেন, ‘জেতার পরে আবার দেখা হবে, তখন ভালো মিষ্টি খাওয়াব, তবে দিল্লি কা লাড্ডু নয়!’ একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনায় ইতি টেনে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ‘তৃণমূল একাই লড়তে পারে। ওখানে (পশ্চিমবঙ্গে) আমাদের বিরুদ্ধে সবাই লড়ে।’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখোমুখি বিতর্কে বসতে রাজি। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মমতা নিজে কী ভূমিকা পালন করেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ। এদিন বিকালের বিমানে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল সিকিউরিটি উইংয়ের (এসএসডব্লিউ) আরও ১২ জন আধিকারিককে দিল্লি পাঠানো হয়েছে। বঙ্গ ভবনের নিরাপত্তার জন্য দু’দফায় সোমবার রাত ও মঙ্গলবার ভোরে র‌্যাফের ২২ জন জওয়ানকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল। এদিন সকাল থেকেই তাঁরা বঙ্গভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। এরপরও এসএসডব্লিউ-এর আরও ১২ আধিকারিককে দিল্লি পাঠানো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মঙ্গলবার ভোরের বিমানেই রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে দিল্লি উড়ে যান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বিকালে তিনি কলকাতায় ফেরেন। তার আগে এসএসডব্লিউ-এর অফিসারদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন সকালে ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বিনীত গোয়েলের নেতৃত্বে পদস্থ পুলিশকর্তারা বৈঠকে বসেন। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয় রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তাদের। তারপর ওই ১২ জন অফিসারকে দিল্লি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী জেড প্লাস শ্রেণির নিরাপত্তা পান। তাই তিনি কোথাও যাওয়ার আগে নিরাপত্তারক্ষীদের একাংশ সেখানে আগেই পৌঁছে যান। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে দু’জন পিএসও ছাড়াও ১২ জন এসএসডব্লিউ আধিকারিক রয়েছেন। আরও ১২ জনকে পাঠানো হলে তাঁর নিরাপত্তায় মোট ২৬ জন আধিকারিক থাকবেন। কিন্তু দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা হঠাৎ এত বাড়ানো হচ্ছে কেন, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই মনে করছেন, দিল্লি পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী।

ওরা কাজ করে... *মঙ্গলবার আগরতলায়।*

সংবিধান না মানলে ভারত ছাড়ুন

হোয়াটসঅ্যাপকে বার্তা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। মঙ্গলবার মেটা ও হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষকে এই চরম হুঁশিয়ারি দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ২০২১ সালের বিতর্কিত ‘প্রাইভেসি পলিসি’ সংক্রান্ত এক মামলায় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জনপ্রিয় ‘টেক জায়েন্ট’কে তিরস্কার করে বলেছে, ‘আমরা আমাদের তথ্যের একটি সংখ্যাও আপনাদের শেয়ার করতে দেব না।’

শুনানি চলাকালীন আদালত মেটার ‘অপট-আউট’ বা তথ্য শেয়ার না করার সুযোগ দেওয়ার যুক্তিটি সরাসরি খারিজ করে দেয়। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের ‘নীতি’ আসলে ‘ভদ্রভাবে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করার নামান্তর’। প্রধান বিচারপতি মেটার আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন, ‘যদি আপনারা আমাদের সংবিধান মেনে চলতে না পারেন, তবে ভারত ছেড়ে চলে যান। নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না।’

- নাগরিকদের গোপনীয়তা নিয়ে খেলা করা চলবে না
- তথ্যের একটি সংখ্যাও শেয়ার করা যাবে না
- অপ্ট-আউট প্রক্রিয়া একপ্রকার তথ্য চুরি
- সংবিধান না মানলে আপনারা ভারত ছেড়ে চলে যান
- জটিল পলিসি সাধারণ মানুষের বোঝার বাইরে
- ভারতীয়দের ওপর কোনও শোষণ সহ্য করা হবে না

আদালত মেটার জটিল ও চতুর ভাষায় লেখা ‘পলিসি’ নিয়ে প্রশ্ন তুলে জানায়, বিহারের কোনও গ্রামীণ মানুষ বা সাধারণ দোকানদারের পক্ষে এটি বোঝা অসম্ভব। এমনকি খোদ বিচারকরাও মাঝে মাঝে এই পলিসি বুঝতে হিমসিম খাচ্ছেন। প্রধান বিচারপতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা টেনে বলেন, হোয়াটসঅ্যাপে ডাক্তারকে কোনও সমস্যার কথা জানালে তৎক্ষণাৎ সেই সংক্রান্ত ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে, যা ব্যক্তিগত পরিসরে বড় আঘাত। মেটা ‘এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন’-এর দোহাই দিলেও আদালত তাতে সন্তুষ্ট হয়নি।

২০২১ সালের ‘টেক ইট অর লিভ ইট’ নীতির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের তথ্য মেটার অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করতে বাধ্য করার অভিযোগে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (সিসিআই) মেটাকে ২১৩.১৪ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল। গত বছর ট্রাইবিউনালও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রককে মামলার পক্ষভুক্ত করেছে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করতে পারে আদালত।

আমেরিকার সঙ্গে কথায় রাজি ইরান

তেহরান, ৩ ফেব্রুয়ারি : তপ্ত প্রাচ্যে চলছে শান্তির খোঁজ। উত্তেজনা কমাতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে আগামী শুক্রবার তুরস্কের ইস্তানবুলে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছে আমেরিকা ও ইরান। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক পদক্ষেপের হুমকি এবং ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলার আশঙ্কায় যখন যুদ্ধের কালো মেঘ জমছে, ঠিক তখনই এই সম্মেলনের খবর প্রকাশ্যে এল। দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার পর দুই দেশের শীর্ষকর্তাদের মধ্যে এটিই হতে যাচ্ছে প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি দলে থাকছেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার। ইরানের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন তাদের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে কাতার, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলিকেও এই আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি সীমিত করার মতো কঠিন শর্ত রাখা হলেও, ইরান আপাতত যুদ্ধ এড়াতে আলোচনার কৌশলকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। মঙ্গলবার ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেকশিয়ান আমেরিকার সঙ্গে আলোচনার জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী আরাঘচিকে। তবে আলোচনার শর্তও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে পেজেকশিয়ান লেখেন, ‘আলোচনা ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ হলে, সেই পথে এগোনো যেতে

মুখোমুখি ইস্তানবুলে

পারে বলে আমি বিদেশমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে, যেখানে আমাদের ওপর কোনও চাপ বা অযৌক্তিক প্রত্যাশা থাকবে না। আলোচনা হতে হবে পারস্পরিক মর্যাদা, বিচক্ষণতা এবং যথাযথ নীতির ভিত্তিতে।’

এখন এই বৈঠক শান্তির নতুন কোনও পথ দেখাতে পারে কি না, সেদিকেই নজর বিশ্ববাসীর।

মেলবোর্নে গান্ধিমূর্তি চুরি, নিন্দা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের রোভিলে ‘অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সেন্টার’-এর সামনে থেকে মহাত্মা গান্ধির একটি ৪২৬ কেজি ওজনের বিশাল ব্রোঞ্জ মূর্তি চুরি হয়েছে। ভারতের ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস’ (আইসিসিআর)-এর পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে দেওয়া এই মূর্তিটি স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সোমবার রাত আনুমানিক ১২টা ৫০ মিনিটে একটি সাদা ভ্যানে করে আসা তিন মুখোশধারী দুষ্কৃতী একটি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের সাহায্যে ভারী মূর্তিটি গোড়ালি থেকে কেটে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনাস্থলে এখন কেবল মূর্তির পায়ের অংশটুকু অবশিষ্ট রয়েছে। মূর্তি চুরির পিছনে খালিস্তানিরা রয়েছে কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

যদিও অপরাধীদের সুনির্দিষ্ট পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি, তবে পুলিশের অনুমান এই ঘটনা অস্ট্রেলিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভারতবিরোধী মনোভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। কারণ, খালিস্তানপন্থীরা এর আগেও একাধিকবার অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন এবং ধর্মীয় স্থানগুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে।২০২১ সালের ১২ নভেম্বর তৎকালীন অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এই মূর্তির উন্মোচন করেছিলেন। উদ্বোধনের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই একবার এটি ভাঙচুর করা হয়েছিল। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া পুলিশের ‘নক্স ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট’ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। চোরাই মূর্তিটি যেন ধাতব বর্জ্য হিসাবে কেউ কিনতে না পারে, সেই জন্য স্থানীয় ‘স্ক্র্যাপ মেটাল’ ডিলারদের সতর্ক করা হয়েছে।

ভারত সরকার অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি অবিলম্বে মূর্তিটি উদ্ধার এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। বিষয়টি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে।’ ভারত-বিরোধী এবং চরমপন্থী কর্মকাণ্ড বাড়বাড়ন্তের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসেও একটি মন্দিরে ‘উসকানিমূলক’ গ্রাফিতি এঁকে হামলা চালানো হয়েছিল।

গান্ধির মূর্তি উধাওয়ের সেই ছবি

> আমরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। বিষয়টি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে।
>
> -রণধীর জয়সওয়াল

মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রী কি খেমচাঁদ, চর্চা

ইম্ফল, ৩ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরে দীর্ঘ এক বছরের রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন সরকার গঠিত হতে চলেছে। সম্প্রতি দিল্লিতে বিজেপি বিধায়ক ইউমনাম খেমচাঁদ সিং-কে বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই নতুন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দিল্লির এই বৈঠকে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক তরুণ চুগ এবং উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সম্বিত পাত্র উপস্থিত ছিলেন। ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় বর্তমানে বিজেপির ৩৭ জন বিধায়ক রয়েছেন এছাড়া এনডিএ জোটে এনপিপি-র ৬ এবং এনপিএফ-এর ৫ জন বিধায়কের সমর্থন আছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে স্থগিত বিধানসভা ফের সক্রিয় হতে চলেছে।

রজনীকান্তের সোনা উপহার

চেন্নাই, ৩ ফেব্রুয়ারি : রজনীকান্ত পর্দায় অসৎ-এর যম। সৎ ব্যক্তিকে কুর্নিশ করেন। বাস্তবেও তাই। মঙ্গলবার তার সাক্ষী থাকল চেন্নাইয়ের পোয়েস গার্ডেন। সাফাইকর্মী পদ্মার সততাকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁকে সোনার হার উপহার দিলেন। তামিলনাড়ুর টি নগরের সাফাইকর্মী পদ্মা রাস্তা পরিষ্কারের সময় সোনার গয়না-ভর্তি একটি থলি পান। তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি পন্ডি বাজার থানায় জমা দেন। খবর ভাইরাল হয়। মুগ্ধ রজনীকান্ত সাফাইকর্মীকে সপরিবারে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে পদ্মার গলায় সোনার হার পরিয়ে দেন। মুহূর্তেই সেই ছবি সুপারহিট।

মঙ্গলবার সকালে দেরাদুনে পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে যাত্রীবাহী বাস পড়ে গেলে প্রাণ হারান ৪ জন। আহত কমপক্ষে ৩০ জন।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যার জেরে অকাল দীপাবলি ভারতীয় শেয়ার বাজারে। একদিনে সেনসেক্স উঠল ২০৭২.৬৭ পয়েন্ট (২.৫৪ শতাংশ)। একইভাবে নিফটি উঠেছে ৬৩৯.১৫ পয়েন্ট (২.৫৫ শতাংশ)। মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই সেনসেক্স ও নিফটি প্রায় ৫ শতাংশ উঠে পৌঁছে গিয়েছিল যথাক্রমে ৮৫৮৭১.৭৩ এবং ২৬৩৪১.২০ পয়েন্টে। পরে অবশ্য মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকে নেমে যায় দুই সূচক। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশ হবে। ফলে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতের ওপর শুল্ক কম হওয়ায় এর সুফল পাওয়া যাবে। এছাড়াও মার্কিন ডলারের

বাড়ল টাকার দাম

তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমা, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থানও ভারতীয় শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে। সূচক উঠলেও শেয়ার বাজার স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

চুক্তি নিয়ে সতর্ক ক্রেমলিন

মস্কো, ৩ ফেব্রুয়ারি : রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা বন্ধ করা নিয়ে ট্রাম্পের দাবিকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে এমন কোনও বার্তা এখনও দিল্লির কাছ থেকে তারা পায়নি।

সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারত রাশিয়ার বদলে আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কিনবে। তবে ভারতের পক্ষ থেকে মার্কিন শুল্ক হ্রাসের বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও রুশ তেল নিয়ে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত দিল্লির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আমরা কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি শুনিনি।’ আন্তর্জাতিক মহলের মতে, রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখে ভারত কীভাবে এই বাণিজ্যিক সমীকরণ সামাল দেয়, এখন সেটাই দেখার।

ফের উড়ানে আতঙ্ক

বেঙ্গালুরু, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না এয়ার ইন্ডিয়ার। ১ ফেব্রুয়ারি লন্ডন থেকে বেঙ্গালুরুগামী এয়ার ইন্ডিয়ার (এআই-১৩২) একটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানে জ্বালানি সুইচ নিয়ে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। উড়ানের পূর্বমুহূর্তে নজরে আসে, বাম ইঞ্জিনের ‘ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ’টি নিজে থেকেই ‘রান’ পজিশন থেকে সরে বারবার ‘কাট অফ’-এর দিকে চলে যাচ্ছে। এর ফলে মাঝআকাশে যে কোনও মুহূর্তে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো বড় প্রাণঘাতী ঝুঁকির আশঙ্কা হয়। গত জুনে আহমেদাবাদের এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতি উসকে দিয়ে যাত্রী ও জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ডিজিসিএ জানিয়েছে, বিমানটিতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না। মূলত ভুল দিক থেকে আঙুল বা বুড়ো আঙুলের চাপের কারণে সুইচটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। বিমানের ‘পুল-টু-আনলক’ সুরক্ষা ব্যবস্থাটি পুরোপুরি যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত বলে প্রমাণ মিলেছে পরীক্ষায়। বর্তমানে বিমানটিকে ফের ওড়ার জন্য নিরাপদ, জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

হীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর, *শিক্ষক*
ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়
ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

ভূগোল থিওরি পরীক্ষা তোমাদের ৩৫ নম্বরের হতে চলেছে। ভূগোল বিষয়ে তিনটি উপবিভাগ রয়েছে। এই তিনটি উপবিভাগ থেকে প্রধানত ২, ৩ ও ৫ নম্বরের প্রশ্ন দেওয়া হবে। তোমাদের সুবিধার জন্য উপবিভাগ অনুসারে প্রশ্নের মান অনুযায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সাজিয়ে দিলাম। তোমরা টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়ার পাশাপাশি এই প্রশ্নগুলোর উপর বিশেষ জোর দিতে পারো।

প্রাকৃতিক ভূগোল

[মোট নম্বর-১৫]

প্রশ্নমান-৫

১। সমুদ্র বক্ষের সম্প্রসারণে হ্যারি হেসের মতবাদটি ব্যাখ্যা করো।

২। পাত সংস্থান তত্ত্বের আলোকে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।

৩। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার পাত সীমানার ব্যাখ্যা দাও।

৪। পাত সংস্থান তত্ত্বের আলোকে হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।

৫। সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কাজের ফলে গঠিত চারটি ভূমিরূপের চিত্র সহ ব্যাখ্যা দাও।

৬। সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয় কাজের ফলে গঠিত চারটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৭। সামুদ্রিক ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট গুহা সম্পর্কিত ভূমিরূপগুলির সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৮। শুষ্ক অঞ্চলে বায়ু ও জলধারার মিলিত কাজের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির ব্যাখ্যা দাও।

৯। স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি চিত্র সহ আলোচনা করো।

১০। নদীর পুনর্জন্ম লাভের ফলে গঠিত তিনটি ভূমিরূপের চিত্র সহ ব্যাখ্যা দাও।

১১। ওজোন স্তর বিনাশের কারণগুলি আলোচনা করো।

১২। গ্রিনহাউস প্রভাবের ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করো।

১৩। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণগুলি লেখো।

১৪। সমুদ্রস্রোতের প্রভাবগুলি আলোচনা করো।

১৫। নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের জীবনচক্র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

১৬। জীববৈচিত্র্য বিনাশের কারণগুলি লেখো।

১৭। বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক বাঁধের চিত্রসহ ব্যাখ্যা দাও।

১৮। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়গুলি উল্লেখ করো।

প্রশ্নমান- ৩

১। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ হয় কেন?

২। অভিসারী পাত সীমান্তে মাঝে মাঝেই অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্টি হয় কেন?

৩। বৃত্তচাপীয় দ্বীপমালার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।

৪। সব নদীর মোহনায় বদ্বীপ সৃষ্টি হয় না কেন?

৫। জলপ্রপাতের পশ্চাৎসরণ বলতে কী বোঝো?

৬। পলল শঙ্কু ও বদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৭। গিরিখাত ও ক্যানিয়ন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৮। রিয়া ও ফিয়র্ড উপকূলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯। রিয়া ও ফিয়র্ড উপকূলের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।

১০। সমুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

১১। সিফ বালিয়াড়ি ও বারখান বালিয়াড়ির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

১২। পেডিমেন্ট ও বাজাদার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

১৩। মরু অঞ্চলে বায়ুর কাজ বেশি দেখা যায় কেন?

১৪। 'কোনও অঞ্চলের ভূমিরূপ হল গঠন প্রক্রিয়া এবং সময়ের ফলশ্রুতি' ব্যাখ্যা করো।

১৫। মৌসুমি বায়ুর উপর এল নিনোর প্রভাব আলোচনা করো।

১৬। ভারতীয় জলবায়ুতে জেট বায়ুর উপর এল নিনোর প্রভাব উল্লেখ করো।

১৭। মৌসুমি বায়ুকে সমুদ্র বায়ু ও স্থলবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ কেন বলা হয়?

১৮। ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাতের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

১৯। নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূলে মাঝে মাঝেই ঘন কুয়াশা এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয় কেন?

২০। ওজন গহ্বর সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

২১। টীকা লেখো- টর্নেডো।

২২। সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তিতে নিয়ত বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা লেখো।

২৩। জীববৈচিত্র্য বিনাশে মানুষের ভূমিকা উল্লেখ করো।

২৪। আলফা বৈচিত্র্য এবং গামা বৈচিত্র্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২৫। এল নিনো উৎপত্তির কারণ লেখো।

প্রশ্নমান- ২

১। সুচার লাইন কী?

২। পুরা চুম্বকত্ব কাকে বলে?

৩। ফ্লেক টেকটনিকস কী?

৪। Subduction অঞ্চল কাকে বলে?

৫। পলল ব্যজনী কাকে বলে?

৬। পলল ব্যজনী ও পলল শঙ্কুর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

৭। ধারণ অববাহিকা ও নদী অববাহিকার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

৮। ক্যাটারাক্ট কী?

৯। লেগুন কাকে বলে?

১০। প্রবাল

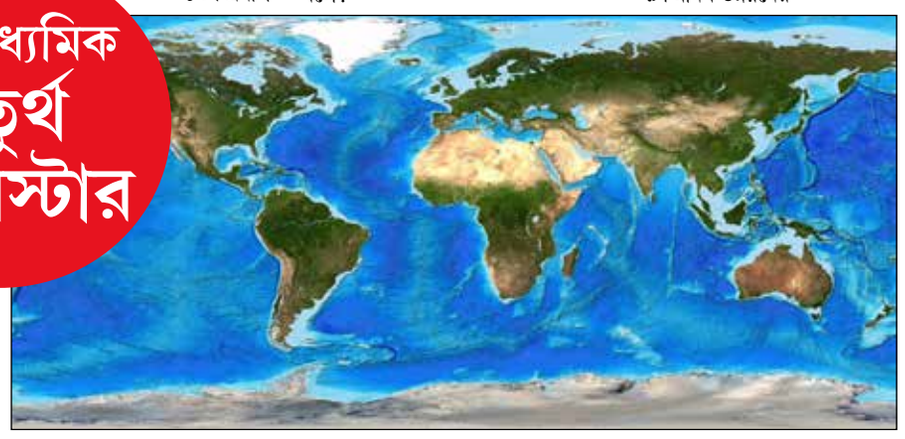

উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সিমেস্টার

কী?

১১। পুরোদেশীয় বাঁধ কাকে বলে?

১২। কোরাল ব্লিচিং কী?

১৩। ক্লাপোটিস কাকে বলে?

১৪। ঊর্মি ভঙ্গ কী?

১৫। ক্যাজম কী?

১৬। সম্মুখ তটভূমি ও পশ্চাৎ তটভূমির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

১৭। সমুদ্র তরঙ্গ এবং সমুদ্র স্রোতের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

১৮। গঠনকারী তরঙ্গ ও বিনাশকারী তরঙ্গের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

১৯। বার্খান ও সিফ বালিয়াড়ির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

২০। মাশরুম রক কী?

২১। ধ্রিয়ান কাকে বলে?

২২। ওয়াদি কী?

২৩। ইনসেলবার্জ কাকে বলে?

২৪। ধান্দ কী?

২৫। পেডিপ্লেন এবং পেনিপ্লেনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২৬। ব্লো আউট কী?

২৭। ক্ষয়ের শেষ সীমা বলতে কী বোঝো?

২৮। পর্যায়িত ঢাল কাকে বলে?

২৯। ক্ষয়চক্রের ব্যাঘাত বলতে কী বোঝো?

৩০। উষ্ণ ও শীতল সীমান্তের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩১। ঘূর্ণবাতের চক্ষু কাকে বলে?

৩২। অক্লুডেড সীমান্ত কী?

৩৩। শৈবাল সাগর কাকে বলে?

৩৪। হিম প্রাচীর কাকে বলে?

৩৫। গ্র্যান্ড ব্যাংক কী?

৩৬। জিও স্ট্রপিক বায়ু কাকে বলে?

৩৭। জীববৈচিত্র্য হটস্পট কাকে বলে?

৩৮। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক বৈচিত্র্য কেন দেখা যায়?

৩৯। ইন-সিটু ও এক্স-সিটু সংরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪০। ইনভিট্রো সংরক্ষণ কাকে বলে?

৪১। ইকোটন কী?

৪২। জিন ব্যাংক কাকে বলে?

৪৩। গ্রিন ডেটা বুক এবং রেড ডেটা বুকের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪৪। ব্ল্যাক ডেটা বুক কাকে বলে?

৪৫। বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কাকে বলে?

৪৬। ENSO কী?

মানবীয় ভূগোল

[মোট নম্বর- ১০]

প্রশ্নমান-৩

১। ওয়ার্নার থমসনের জন বিবর্তন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।

২। জন বিবর্তন সম্পর্কে ম্যালথাসের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।

৩। কাম্য জনসংখ্যার ধারণা দাও।

৪। জনসংখ্যা নীতির মূল উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

৫। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করো।

৬। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০-এর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করো।

৭। জনসংখ্যা বণ্টনের উপর পরিব্রাজনের প্রভাব উল্লেখ করো।

৮। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা করো।

৯। মানব উন্নয়নের পরিমাপকগুলি বর্ণনা করো।

১০। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা দাও।

১১। মানব উন্নয়নের সূচকগুলি উল্লেখ করো।

১২। মানবীয় ভূগোলে কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ পদ্ধতি আলোচনা করো।

১৩। মানব উন্নয়নের সূচকের সীমাবদ্ধতাগুলি লেখো।

প্রশ্নমান- ২

১। জনসংখ্যা অভিক্ষেপ কাকে বলে?

২। মেধা প্রবাহ কাকে বলে?

৩। জনবিস্ফোরণ বলতে কী বোঝো?

৪। ব্রেন ড্রেন বলতে কী বোঝো?

৫। পরিবার পরিকল্পনা কাকে বলে ?

৬। ব্রেন গেইন কী?

৭। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড কী?

৮। মানব উন্নয়ন সূচকে গোল পোস্ট বলতে কী বোঝো?

৯। জিডিপি কাকে বলে?

১০। অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা তত্ত্ব বলতে কী বোঝো?

১১। প্রত্যাশিত আয়ু সূচক কী?

১২। জনসংখ্যার ফাঁদ কাকে বলে?

১৩। ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজন কাকে বলে?

১৪। বয়ঃ লিঙ্গ পিরামিডের সংজ্ঞা দাও।

১৫। ইমিগ্রেশন এবং এমিগ্রেশন-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

১৬। পরিব্রাজনের পুশ ফ্যাক্টর ও পুল ফ্যাক্টর কাকে বলে?

ভারতের ভূগোল

[মোট নম্বর-১০]

প্রশ্নমান-৩

১। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ভারতের দ্রুত উন্নতির কারণ কী?

২। ভারতের বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ শিল্পের দ্রুত উন্নতির কারণগুলি লেখো।

৩। পূর্ব ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ লেখো।

৪। পশ্চিম ভারতে পেট্রোরসায়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ লেখো।

৫। বর্তমানে ভারতে মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পের দ্রুত উন্নতির কারণগুলি কী কী?

৬। বর্তমানে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নের কারণগুলি উল্লেখ করো।

৭। ভারতের কাগজ শিল্পের সমস্যাগুলি উল্লেখ করো।

৮। ভারতের গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠার তিনটি কারণ লেখো।

৯। ভারতে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠার কারণগুলি লেখো।

১০। গোষ্ঠীবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত বসতির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

১১। ভারতে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করো।

১২। 'ভারতের জমি খণ্ডন একটি গুরুতর সমস্যা'- ব্যাখ্যা করো।

১৩। গঙ্গা নদী দূষণের প্রতিকারের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করো।

১৪। গঙ্গায় জল দূষণ জীব প্রজাতির ওপর কী প্রভাব ফেলে?

১৫। কলকাতায় বায়ু দূষণের কুফলগুলি উল্লেখ করো।

১৬। দিল্লিতে বায়ু দূষণের প্রভাবগুলো উল্লেখ করো।

১৭। গ্রিন দিল্লি বা গ্রিন কলকাতা প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

১৮। পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষণের অন্যতম কারণগুলো উল্লেখ করো।

১৯। পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করো।

২০। ডুয়ার্সে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাতের মূল কারণগুলি কী কী?

২১। সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের সঙ্গে বাঘের সংঘাতের মূল কারণগুলো কী কী?

২২। ডুয়ার্সে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

২৩। জঙ্গলমহলে ভূমি অবনমনের প্রধান কারণগুলো কী কী?

২৪। জঙ্গলমহলে ভূমি অবনমনের কুফলগুলি উল্লেখ করো।

প্রশ্নমান -২

১। অনুসারী শিল্প কাকে বলে?

২। বেঙ্গালুরুকে সিলিকন ভ্যালি কেন বলা হয়?

৩। লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র কাঁচামালের কাছেই কেন গড়ে ওঠে?

৪। কাকে কেন শিল্পের শিল্প বলা হয়?

৫। পেট্রোরসায়ন শিল্পকে আধুনিক শিল্প দানব কেন বলা হয়?

৬। গবেষণা এবং উন্নয়ন বলতে কী বোঝো?

৭। হ্যামলেট কী?

৮। পৌর পিণ্ড কী?

৯। ব্যাডল্যান্ড কী?

১০। জলবিন্দু বসতি কাকে বলে?

১১। রারবান বলতে কী বোঝো?

১২। নমামি গঙ্গে কী?

১৩। ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ কী?

১৪। বন্যপ্রাণী চলাচলের করিডর বলতে কী বোঝো?

১৫। বাদাবন কী?

১৬। জঙ্গলমহল কাকে বলে?

১৭। ভূমি অবনমন এবং ভূমিক্ষয় কাকে বলে?

১৮। খোয়াই ক্ষয় কাকে বলে?

১৯। বরাভূম কী?

২০। NCAP কী?

২১। AQI কী?

২২। GRAP কী?

২৩। PMMSY কী?

২৪। Think Tank কী?

২৫। CBD কী?

ইংরেজি কবিতার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

অজন্তা বসাক, *শিক্ষক*
সেন্ট পলস স্কুল
জলপাইগুড়ি

Still I Rise

একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টারের পাঠ্যসূচিতে থাকা মায়া অ্যাঞ্জেলোর 'Still I Rise' একটি অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক ও অর্থবহ কবিতা। এই কবিতায় আত্মসম্মান, সাহস এবং প্রতিবাদের কথা খুব সহজ অথচ দৃঢ় ভাষায় বলা হয়েছে। কবি এমন এক কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন, যে দীর্ঘদিনের অপমান, নিপীড়ন ও বৈষম্যের মধ্যেও ভেঙে পড়ে না, বরং বারবার নিজের শক্তিতে উঠে দাঁড়ায়। কবিতাটি আফ্রো-আমেরিকান নারীর জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে রচিত হলেও এর বক্তব্য শুধু একটি জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল মানুষের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই আলোচনায় কবিতার মূল ভাব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পংক্তির সাহায্যে সহজভাবে তুলে ধরা হল।

এই কবিতার সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হল 'I rise' কথাটির বারবার ব্যবহার। এই পুনরুক্তি কবিতাটিকে একটি দৃঢ় ছন্দ দিয়েছে এবং একইসঙ্গে বুঝিয়েছে যে যতবারই মানুষকে দমন করা হোক না কেন, সে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি রাখে। এখানে 'উঠে দাঁড়ানো' বলতে শুধু শারীরিকভাবে উঠে দাঁড়ানো বোঝানো হয়নি, বরং মানসিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের অস্তিত্ব নতুন করে গড়ে তোলার কথাই বলা হয়েছে।

কবিতার শুরুতেই কবি বলেন—

"You may write me down in history / With your bitter, twisted lies,"

এই পংক্তিগুলির মাধ্যমে কবি ইতিহাসের একপেশে ও বিকৃত দিকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দাসপ্রথা ও বর্ণবৈষম্যের ইতিহাসে নিপীড়িত মানুষদের বারবার ছোট করে দেখানো হয়েছে। কবি এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে ইতিহাস যতই মিথ্যা গল্প লিখুক না কেন, সত্যকে চিরদিন আড়াল করে রাখা যায় না।

এরপর তিনি বলেন—

"You may trod me in the very dirt / But still, like dust, I'll rise."

এই তুলনাটি খুবই শক্তিশালী। মানুষকে যতই মাটিতে পিষে ফেলার চেষ্টা করা হোক না কেন, ধুলোর মতো সে আবার উঠে আসে। এখানে 'dust' সাধারণ মানুষের প্রতীক, যাদের বারবার দমন করা হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি।

কবিতায় কবি প্রশ্ন করেন—

"Does my sassiness upset you?"

এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কবি নিপীড়কদের মানসিকতা তুলে ধরেছেন। একজন মানুষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাঁচলে, আনন্দ প্রকাশ করলে, তা অনেকের চোখে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। এই প্রশ্ন আসলে সমাজের হিংসা ও সংকীর্ণতার দিকগুলিকে ইঙ্গিত করে।

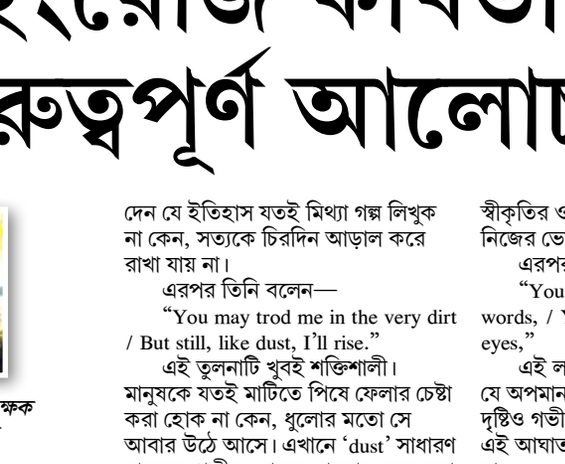

একাদশ শ্রেণি দ্বিতীয় সিমেস্টার

একইভাবে তিনি বলেন—

"Did you want to see me broken? / Bowed head and lowered eyes?"

এই প্রশ্নে বোঝা যায় সমাজ চায় নিপীড়িত মানুষ মাথা নীচু করে থাকুক, নিজের দিকে তাকানোর সাহস না পাক। কবি এই মানসিকতাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কবিতার মাঝামাঝি অংশে আসে একটি প্রতীকী পংক্তি—

"Cause I walk like I've got oil wells / Pumping in my living room."

এখানে 'oil wells' বাইরের সম্পদের কথা নয়, বরং ভেতরের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমূল্যের প্রতীক। কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর শক্তি ও মর্যাদা অন্যের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না; তা তাঁর নিজের ভেতরেই রয়েছে।

এরপর কবি বলেন—

"You may shoot me with your words, / You may cut me with your eyes,"

এই লাইনগুলিতে বোঝানো হয়েছে যে অপমান শুধু শারীরিক নয়, কথা ও দৃষ্টিও গভীর আঘাত হানতে পারে। তবুও এই আঘাত কবির মনোবল ভাঙতে পারে না।

আরও এক জায়গায় তিনি বলেন—

"But still, like air, I'll rise."

বাতাসের মতো উঠে আসা মানে এমন এক শক্তি, যাকে আটকে রাখা যায় না। যতই বাধা আসুক, এই আত্মিক শক্তি স্বাধীনভাবেই উপরে উঠে আসে।

নারীসত্তার আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে এই পংক্তিতে—

"Does my sexiness upset you?"

এখানে নারী নিজের শরীর ও পরিচয় নিয়ে লজ্জিত নয়। বরং সে গর্বের সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সমাজের অস্বস্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

কবিতার শেষের দিকে কবি বলেন—

"Out of the huts of history's shame / I rise,"

এখানে 'huts' দাসত্ব, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার প্রতীক। সেই লজ্জার ইতিহাসের মধ্য থেকেই কবি উঠে এসে নতুন পরিচয় গড়ে তোলার কথা জানান।

সবশেষে কবি বলেন—

"I am the dream and the hope of the slave."

এই পংক্তিতে কবিতার মূল ভাব সম্পূর্ণতা পায়। কবি নিজেকে অতীতের দাসদের স্বপ্ন ও আশার জীবন্ত রূপ হিসেবে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত সংগ্রাম এখানে একটি সামষ্টিক ইতিহাসের কণ্ঠে পরিণত হয়েছে।

সবমিলিয়ে বলা যায়, 'Still I Rise' কেবল প্রতিবাদের কবিতা নয়; এটি আত্মঘোষণা ও আত্মবিশ্বাসের কবিতা। এই কবিতা শেখায় যে অপমান, অবমাননা কিংবা ব্যর্থতা কখনোই শেষ কথা নয়। মানুষ যতবার ভেঙে পড়ুক, ততবারই সে আবার উঠে দাঁড়াতে পারে। আজকের আধুনিক যুগেও যখন বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি, তখন এই কবিতার বার্তা আরও বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে।

উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাসের সাজেশান

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ও তার প্রভাব

প্রশ্নমান ৩/৪

* মহাবিদ্রোহের সামাজিক কারণগুলি কী ছিল?

* ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের ধর্মীয় কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

* মহাবিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

* মহাবিদ্রোহের সামরিক কারণ কী ছিল?

* ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা যায় কী?

* মহাবিদ্রোহের ফলাফল আলোচনা করো।

* (টীকা) মহারানির ঘোষণাপত্র (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ)।

আলিগড় আন্দোলন মুসলিম লিগের জন্ম ও হিন্দু মহাসভা

প্রশ্নমান ৩/৪

* দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল ধারণা কী ছিল?

* আলিগড় আন্দোলনে থিওডোর বেকের অবদান আলোচনা করো।

* সিমলা দৌত্যের দাবিগুলো কী ছিল?

* হিন্দু জাতীয়তাবাদ-এর উত্থানে আর্যসমাজের ভূমিকা কী ছিল?

* মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি ও জিন্নার ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রশ্নমান ৮

* আলিগড় আন্দোলনে স্যর সৈয়দ আহমদের ভূমিকা।

* মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করো।

* হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করো। ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠার প্রভাব আলোচনা করো।

* লখনউ চুক্তি কী? এই চুক্তির গুরুত্ব আলোচনা করো।

সংগঠিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উদ্ভব

প্রশ্নমান ৩/৪

* নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা।

* নরমপন্থী আন্দোলনের দুটি মূল সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করো।

* Drain of wealth তত্ত্ব কী?

* বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির অবদান লেখো।

* পঞ্জাবের বিপ্লববাদী কার্যকলাপে রাসবিহারী বসুর অবদান।

প্রশ্নমান ৮

* ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করো।

* জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে লেখ

* ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী আন্দোলনের উৎপত্তির কারণগুলি কী ছিল?

* ১৯০৫-১৯০৫ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-এর কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

ভারতের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

প্রশ্নমান ৩/৪

* গান্ধি আরউইন চুক্তি (টীকা)।

* সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি।

* পুনা চুক্তি।

* নেহরু রিপোর্ট।

* কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের গুরুত্ব আলোচনা করো।

প্রশ্নমান ৮

* সত্যাগ্রহ কী? গান্ধিজির নেতৃত্বে প্রথম তিনটি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিচয় দাও।

* রাওলাট আইন কী? এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

* আইন অমান্য আন্দোলনের কারণগুলি আলোচনা করো। এই আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয়?

* অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কী ছিল?

স্বাধীনতা লাভের পথে ভারত

প্রশ্নমান ৩/৪

* মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব। (টীকা)

* মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা।(টীকা)

* রশিদ আলি দিবস। (টীকা)

প্রশ্নমান ৮

* ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ভূমিকা লেখ।

* ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

স্বাধীনোত্তর ভারতে এক নব যুগের সূচনা

প্রশ্নমান ৩/৪

* জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব লেখো।

* পঞ্চশীল নীতি বলতে কী বোঝায়?

* পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি বর্ণনা করো।

* ভারতের গণ পরিষদের প্রকৃতি আলোচনা করো।

* বান্দুং সম্মেলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

* ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

* ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের কারণগুলি কী ছিল?

১৯৭১-এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান ও ভারতের ওপর প্রভাব

প্রশ্নমান ৩/৪

* সিমলা চুক্তি।

* ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির বৈশিষ্ট্য লেখো।

* অপারেশন ট্রাইডেন্টের তাৎপর্য কী ছিল?

* পাকিস্তানের জাতিগত বৈষম্যের দুটি দৃষ্টান্ত ও তার ফলাফল আলোচনা করো।

* ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের দুটি উদাহরণ দাও।

* ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাক যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।

* অপারেশন সার্চলাইট কী? এর ফল কী হয়েছিল?

* ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে শরণার্থী সংকট কীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি করেছিল?

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

শব্দ দূষণ নীরব ঘাতক

সেলিনা পারভীন, *শিক্ষার্থী*
দ্বিতীয় বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ

যে শব্দ আমাদের বিরক্ত করে, যন্ত্রণা দেয়, অসহ্য লাগে সেই শব্দ দূষিত শব্দ। শব্দ দূষণ একটি নীরব ঘাতক যা শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। 'শব্দ দানব'-এর তাণ্ডব থামাতে ও সচেতনতা প্রসারে একটি ব্যাপক, বহুমুখী এবং সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

সচেতনতা প্রসারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত -মানুষের কাছে শব্দের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা, তাদের কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া এবং আইন সম্পর্কে জানানো। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার প্রসারে আমি যেভাবে চেষ্টা করতে চাই সেগুলি হল-

● ব্যক্তিগত স্তরে সজাগ থাকা : আমি নিজে এবং পরিবার-পরিজনদের নিজের গাড়িতে- বাইকে অহেতুক হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেব। কারণ, সবার মনে রাখা উচিত হর্ন একটি জরুরি সংকেত, বিরক্তির উৎস নয়, বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে গান বা টিভি দেখার সময় আমি নিজে এবং অন্যদের শব্দের মাত্রা এমনভাবে রাখতে বলব যাতে আমাদের প্রতিবেশী বা সহকর্মীর অসুবিধা না হয়।

● সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার : শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিক, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং আইনি নিয়মাবলি সম্পর্কে সহজ ভাষায় পোস্ট বা ভিডিও তৈরি করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে

শেয়ার করা যেতে পারে। এছাড়াও রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমেও নিয়মিত ও আকর্ষণীয় প্রচার চালানো যেতে পারে।

● শিক্ষামূলক ও ব্যাপক প্রচার : উচ্চ শব্দের কারণে সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি সহজ ভাষায় সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। এছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন ক্যাম্প করা যেতে পারে যার মাধ্যমে শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে।

● আইন প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন : শব্দ দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া। পরিবেশ অধিদপ্তর, ট্রাফিক পুলিশ এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে এই আইন প্রয়োগে আরও সক্রিয় হতে হবে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও যানবাহনের চালকদের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরি করা যে হর্ন একটি জরুরি সংকেত, বিরক্ত করার উপায় নয়।

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

চুরি কাণ্ডে ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : অভিযোগ দায়ের করার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই চুরির কিনারা করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া নানা সামগ্রী। গ্রেপ্তার ২। ধৃতরা হলেন গোপাল মণ্ডল এবং পঙ্কজ বসাক। গোপাল লিচুবাগান এবং পঙ্কজ টিকিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ব্যাংকে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কর্মরত সনাতন সরকার রথখোলা এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া নেন। ৩১ জানুয়ারি তিনি তাঁর যাবতীয় সামগ্রী ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত করেন। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই বাড়িতে থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাই আগের দিন সমস্ত জিনিস ভাড়াবাড়িতে তোলেন। আর সেখানেই বাধে সমস্যা। ৩১ জানুয়ারি রাতে ওই বাড়িতে ঢুকে চুরির ঘটনা ঘটায় চোরেরা। চোরেরা কাঁসা-পিতলের বাসন, নগদ টাকা সহ আরও একাধিক সামগ্রী চুরি করে। ২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সনাতন।

অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। শ্রবণনগর এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ টাকা সহ বেশকিছু চুরির সামগ্রীও উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটকে ইস্যু করে এবার ময়দানে নামল সিপিএম। মঙ্গলবার সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা জনবিরোধী ও কর্পোরেটমুখী। এই বাজেটে কর্মসংস্থানের কোনও কথা বলা হয়নি। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে সমস্ত সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। একেবারে হতাশাজনক বাজেট পেশ করা হয়েছে।' এদিন দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে এয়ারভিউ মোড় হয়ে আবার পার্টি অফিসের সামনে এসে প্রতিবাদ মিছিলটি শেষ হয়। কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন করা হবে বলে সিপিএমের জেলা নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের ভিড়। মঙ্গলবার নেতাজি বালিকা বিদ্যালয়ে সঞ্জীব সূত্রধরের ক্যামেরায়।

নগর দর্শন

তিন দশক আগে গড়ে ওঠা ইসলামপুরে ১৭টি ওয়ার্ড। পাওয়া না পাওয়ার হিসেব মেলাতে ব্যস্ত নাগরিকরা। 'দেখছি-দেখব'র গোলকধাঁধায় ফেঁসে তাঁরা। শহরের অভাব-অভিযোগ শুনলেন অরুণ ঝা

সড়ক ও ফুটপাথ দখলে জেরবার

ইসলামপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর শহরে রাজ্য সড়ক ও ফুটপাথ জবরদখল বর্তমানে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। শনিবার চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা রবি ঘোষ এনিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর কথায়, ''শহরটি বর্তমানে 'মগের মুলুক'-এ পরিণত হয়েছে। মাঝে মাঝে প্রশাসন নড়েচড়ে বসলেও দ্রুত পরিস্থিতি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।''

এই জবরদখলের কারণে শহরের সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী- সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের (ফিটো) সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী স্বীকার করেছেন যে, এক শ্রেণির ব্যবসায়ী টাকার বিনিময়ে নিজেদের দোকানের সামনের ফুটপাথ হকারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ইসলামপুর থানার ঠিক সামনে ফুটপাথজুড়ে হকারদের এই দাপট নজিরবিহীন। এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর মতে, পুলিশের নাকের ডগায় এমন অবৈধ কাজ চললে অন্যরাও একই কাজ করার সাহস পায়। আর এর জেরেই এই প্রবণতা বেড়ে চলেছে। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল এই ঘটনায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) হরিপদ সরকার কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ ও আধুনিক ফুটপাথ তৈরিতে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও জবরদখলের 'রোগ' থেকে ইসলামপুর শহর মুক্তি পায়নি। গত বছর পুলিশ কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেও তার কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েনি। পিডব্লিউডি মোড়ে দাঁড়িয়ে এক প্রাথমিক শিক্ষিকা আক্ষেপ করে বললেন, 'প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে দখলকারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পুর টার্মিনাস থেকে তিস্তা মোড় পর্যন্ত সর্বত্রই ফুটপাথ দখল করে দোকান ও পসরা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া নির্দিষ্ট পার্কিং জোন না থাকায় রাজ্য সড়কের দুই পাশে অগোছালোভাবে যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকছে।'

ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকারও এবিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'শহরে আইনের শাসন কার্যত অদৃশ্য। যত্রতত্র নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা এবং রাস্তা বন্ধ করে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলায় সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন।' ফিটো সম্পাদকও প্রশাসনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। পুর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, টাকার বিনিময়ে জায়গা ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি কখনোই কাম্য নয়। সমস্যা সমাধানে তিনি পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সমস্যা মেটাতে কত দ্রুত পদক্ষেপ করা হয় সেদিকেই এখন সবার নজর।

- ইসলামপুর শহরে রাজ্য সড়ক ও ফুটপাথ জবরদখলে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ
- একশ্রেণির ব্যবসায়ী অর্থের বিনিময়ে হকারদের ফুটপাথ ব্যবহার করতে দিচ্ছেন
- প্রশাসন ও পুরসভা দ্রুত কড়া পদক্ষেপ না করলে জনদুর্ভোগ বাড়বে বলে আশঙ্কা

ফ্লাইওভারের নীচে পুরনিগমের উদ্যোগ

নয়া পার্কিং, প্লেগ্রাউন্ড

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান রোডে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের নীচে তৈরি হবে পার্কিং জোন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের অর্থে সেই পার্কিং জোন করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। তবে শুধুমাত্র পার্কিং জোন নয়, ফ্লাইওভারের নীচে তৈরি হবে শিশু উদ্যান ও প্লেগ্রাউন্ড। মঙ্গলবার সকালে পুলিশ, পূর্ত দপ্তর, পুর আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করে এমনই জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

একইসঙ্গে ফ্লাইওভারের উদ্বোধন নিয়ে গৌতমের কথায়, 'নির্বাচনের জন্য পিছিয়ে দিলেও আমরা জানি কীভাবে এটাকে ফেস করতে হয়।' এদিকে, বিষয়টি নিয়ে মেয়রকে কটাক্ষ করেছে পদ্ম শিবির।

একাধিক জটিলতা কাটিয়ে বর্ধমান রোডে ফ্লাইওভারের নির্মাণ গতি পেলেও রেলের অংশের কাজ এখনও বাকি রয়েছে। কাজ শেষ করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ মার্চ মাস পর্যন্ত সময় চেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত মেয়র। বিষয়টি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচন আসবে যাবে কিন্তু উন্নয়ন করতেই হবে।' এদিকে, উদ্বোধনের অপেক্ষায় না থেকে পুরনিগম আগেভাগেই ফ্লাইওভারটি আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তুলতে চাইছে। পাশাপাশি নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে গৌতমের বক্তব্য, 'রেল কর্তৃপক্ষ মার্চের শেষ সপ্তাহের আগে নির্দিষ্ট অংশের নির্মাণ শেষ করে হস্তান্তর করতে পারবে না। তবে পূর্ত দপ্তর কাজ শেষ করেছে। সেক্ষেত্রে আমারা আলোকমালার

বর্ধমান রোডে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

করার জন্য রাজ্যের পূর্ত দপ্তরকে ধন্যবাদ জানানো হবে বলেও পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, ফ্লাইওভারের নাম চূড়ান্ত করতে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠানো মাধ্যমে ফ্লাইওভারকে সাজিয়ে তুলে রাজ্য ও পূর্ত দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাব। সেইসঙ্গে আমরা নীচের অংশে কাজ শুরু করে দিচ্ছি। বাকিটা অপেক্ষা করব। রেল হস্তান্তর করলেই উপর দিয়ে যাতায়াত শুরু হবে।'

পুরনিগমের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ফ্লাইওভারের নীচে পার্কিং জোন, পার্ক ও প্লেগ্রাউন্ড করার পাশাপাশি তিনটি পাবলিক টয়লেট গড়ে তোলা হবে। সেইসঙ্গে সৌন্দর্যায়নের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রতিটি পিলারে রংতুলির সাহায্যে বিভিন্ন ছবিও ফুটিয়ে তোলা হবে।

অন্যদিকে, বিবেকানন্দ রোডের দু'পাশে বসা মাছ ও সবজি ব্যবসায়ীদের জন্য আরওবি সংলগ্ন এলাকায় মূল রাস্তার দু'পাশে জায়গা করে দেওয়া হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে গৌতমকে কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'পূর্ত দপ্তরের কাজ শেষ না হলে ওই অংশের কাজ করা সম্ভব নয়। এটা বুঝতে রকেট সায়েন্সের প্রয়োজন হয় না।' বিধায়ক জানান, উদ্বোধনের জটিলতা তৈরি হতেই রেলকে দোষারোপ করছেন মেয়র। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এধরনের মন্তব্য মেয়রের মতো সম্মাননীয় পদ থেকে না করাই ভালো।

নাটকে ট্রাফিক বিধির সচেতনতা প্রচার

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বাইক নিয়ে বেরোনোর সময় দিদি বলেছিলেন হেলমেটটা পরতে। কিন্তু সানির উত্তর ছিল, 'হেলমেট পরলে চুল খারাপ হবে, পুলিশ এলে অ্যাক্সিলারেটরে মোচড় দেব।' এর কিছুক্ষণ পরেই দিদির কাছে এল সেই দুঃসংবাদ- পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সানির।

বাস্তব নয়, মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে এক পথনাটিকার মাধ্যমে এভাবেই ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার করুণ পরিণতি তুলে ধরল কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী 'ক ও কথা'। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী এই সচেতনতামূলক প্রচারের সূচনা হল এদিন। পরে এই নাটকটি জংশন ও মাটিগাড়ার একটি শপিং মলেও মঞ্চস্থ হয়। ১৫ মিনিটের এই নাটকে যেমন হেলমেট না পরার বিপদ দেখানো হয়েছে, তেমনই উঠে এসেছে সিটবেল্ট না বাঁধা বা গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকগুলোও। এমনকি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া দুই ব্যক্তির পরজন্মের কথোপকথনের মাধ্যমেও সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

ভেনাস মোড়ে ট্রাফিক নিরাপত্তাজনিত পথনাটিকা।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় এভাবে নাটকের মাধ্যমে ট্রাফিক আইন প্রচারের পরিকল্পনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি শামসুদ্দিন আহমেদ। সেই পরিকল্পনা মেনেই মঙ্গলবার থেকে এই আয়োজন শুরু হয়েছে। ডিসিপি জানিয়েছেন, তিনদিনে নয়টি জায়গায় এই নাটক মঞ্চস্থ হবে। তবে কলকাতার নাট্যগোষ্ঠীকে দিয়ে এই কাজ করানো নিয়ে আগে কিছুটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। শহরের বিশিষ্টদের একাংশের প্রশ্ন ছিল, স্থানীয় নাট্যকর্মীদের কেন সুযোগ দেওয়া হল না? এপ্রসঙ্গে ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'এটা সবে শুরু। আমি এখানকার নাট্যগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গেও কথা বলেছি। ভবিষ্যতে আরও এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। আসলে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।'

পলিব্যাগ বন্ধের ডাক

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ছিল বিধান মার্কেটে শিলিগুড়ি খুচরো ফল ও সবজি ব্যবসায়ী সমিতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অনেকেই। অনুষ্ঠানে বাজারের নবনির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা দিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। সেখানে ডেপুটি মেয়র তাঁর বক্তব্যে ব্যবসায়ীদের পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধের আবেদন জানান।

পলিব্যাগের ব্যবহার প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুণ্ডু বলেন, 'যাঁরা পলিব্যাগের হোলসেল করছেন, তাঁদের ওপর প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বললে তিনি বলেন, 'প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান চালাচ্ছি। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই সচেতন হতে হবে।'

Need Hearing Aid?

North Bengal Hearing Aid Center
Opp. Bidhan Market Auto Stand, Siliguri
85094 54426

পালটা পুনর্মিলনের ভাবনা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কলেজের ৭৫ বছরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের ঠিক করে আমন্ত্রণ না জানানোর অভিযোগে অনেকেই সরব হয়েছিলেন। এবার কলেজের প্রাক্তনীদের একটি অংশ আলাদা করে পুনর্মিলন উৎসব করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর জন্য 'ফিরে দেখা শিলিগুড়ি কলেজ'-নামের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও তৈরি করা হয়েছে। গ্রুপে ইতিমধ্যে কলেজের বিভিন্ন সময়ের ৮২০ জন প্রাক্তনীকে যুক্ত করা হয়েছে। কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে ডাক না পাওয়া ক্ষুব্ধ প্রাক্তনীদের অনেকে সেই গ্রুপে রয়েছেন। আলাদা করে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব করার পেছনে রয়েছেন শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত কর। ফিরে দেখা শিলিগুড়ি কলেজ-এর পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাকক্ষে বুধবার বিকেলে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেই বৈঠকের ব্যবস্থাও জয়ন্ত করে দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি কলেজে প্রাক্তনীদের বৈঠক

যদিও জয়ন্ত এই পুনর্মিলন উৎসবকে কলেজের ৭৫ বছরের অনুষ্ঠানের পালটা বলতে নারাজ। তিনি বলেন, 'এটি কলেজের প্রাক্তনীদের নিয়ে তৈরি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি মঞ্চ। কলেজে ৭৫ বছরের অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর যোগ নেই।' কোথায় হবে এই পুনর্মিলন উৎসব? কলেজ মাঠে নাকি অন্য কোনও জায়গায়? এই প্রশ্নের উত্তরে জয়ন্ত বলেন, 'কলেজ যদি মাঠ দিতে রাজি হয়, তাহলে সেখানেই এই উৎসব হবে। কেবলমাত্র শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন। খুব তাড়াতাড়ি পুনর্মিলন উৎসব করার ইচ্ছে রয়েছে।' কলেজের অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলালও এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছেন। প্রথমে তিনি নিজের উদ্যোগে বেশ কয়েকজনকে এই গ্রুপে যোগ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই অমিতাভ এই মঞ্চ থেকে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে। অমিতাভর কথায়, 'একজন নিজের পুরোনো জমি ফিরে পাওয়ার জন্য এই মঞ্চ তৈরি করেছেন। ওই ব্যক্তি কলেজের পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। মঞ্চ তৈরির উদ্যোগ তাঁরই। এই মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক ছুঁতমার্গ বজায় রেখে তিনি নিজের দলের কাছে পরিষ্কার থাকতে চেয়েছেন। ৭৫ বছরের অনুষ্ঠান নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতভাবে তা থেকে শিক্ষা নেবে।'

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'কলেজের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব হয়ে গিয়েছে। এর বাইরে কে কী করছে, তা আমার জানা নেই।'

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সকালে ভানুনগরে আগাছায় ভরা এক এলাকায় এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। টোটন পাল (৩০) নামে ওই তরুণ সংশ্লিষ্ট এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, টোটন ছোট থেকে এলাকায় থাকা দিদার বাড়িতেই বড় হন। তবে ইদানীং তিনি সেভাবে কোনও কাজকর্ম করছিলেন না। মানসিক অবসাদে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন কি না, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। ওই মৃত্যুর ঘটনায় অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা-ও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

PRANAVANANDA CENTENARY SHIKSHAYATAN - H.S.
(Affiliated to WBBSE & WBCHSE)
ORGANISED BY BHARAT SEVASHRAM SANGHA , SILIGURI
Rajganj, Jalpaiguri
Siliguri branch admission from Nursery to class V 8250619355
Admission from Nursery to class IX is open for the academic year 2026

Phone 9434152111, 9434494674
website: www.pcsrajganj.org

শহরের সৌন্দর্যে কালিমা গুটখার পিকে

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরের বুক চিরে থাকা বিভিন্ন উড়ালপুল এবং প্রধান সড়কগুলোর বর্তমান দশা দেখলে যে কোনও সচেতন নাগরিকের মন বিষণ্ণ হবেই হবে। বিশেষ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস উড়ালপুলের টিকিয়াপাড়া মোড় থেকে শুরু করে ভেনাস মোড় পর্যন্ত অংশে রেলিংয়ের দিকে তাকালে মনপ্রাণ আঁতকে ওঠার উপক্রম হয়। কংক্রিটের নীল-সাদা রংয়ের রেলিংয়ের ওপর সারি সারি গুটখার পিকের লাল দাগ পুরো এলাকার শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে। এই কদর্য দৃশ্য কেবল এই উড়ালপুলেই সীমাবদ্ধ নেই; হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, এসএফ রোড এবং বর্ধমান রোডের ডিভাইডারগুলোতেও একই ছবি দেখা যায়। এমনকি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মহানন্দা সেতুর রেলিংও এই প্রবণতা থেকে রেহাই পায়নি।

- শিলিগুড়ি শহরের প্রধান সড়ক ও উড়ালপুলের রেলিংগুলো এখন গুটখার পিকে কলঙ্কিত
- পর্যটকদের কাছে শহরের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ায় অনেকেই গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন
- কিছু মানুষের অসচেতনতার কারণে শহরের নান্দনিকতা নষ্ট হচ্ছে বলে পুরসভা জানিয়েছে

শিলিগুড়ি পুরনিগম শহরকে সাজিয়ে তুলতে নানা সময় বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বৃক্ষরোপণ, মনীষীদের মূর্তি স্থাপন এবং উন্নত পথবাতি লাগিয়ে সৌন্দর্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আক্ষরিক অর্থে কি শহরের আসল সৌন্দর্য বজায় থাকছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই গুটখার পিকের দাগ। শিলিগুড়ি হয়েই প্রতিদিন হাজার হাজার টোটো, বাইক এবং অন্য যানবাহন যাতায়াত করে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকরা যখন দার্জিলিং বা সিকিম যাওয়ার পথে উড়ালপুলের ওপর এই নোংরা দৃশ্য দেখেন, তখন শহরের ভাবমূর্তি নিয়ে তাঁদের মনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

পঙ্কজ দে নামে এক পথচারী ক্ষোভের সঙ্গে জানান, একদল অসচেতন মানুষের জন্য প্রশাসনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। তাঁর মতে, যত্রতত্র গুটখার পিক ফেলে যারা নোংরা করছে, তাদের ওপর কড়া জরিমানা ধার্য করা প্রয়োজন। অন্য এক পথচারী সুব্রত সাহার মতে, গুটখা কেবল শহরের দৃশ্য দূষণ ঘটাচ্ছে না, বরং অল্পবয়সি তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করছে। তাই তিনি গুটখা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এই বিষয়ে বললেন, 'প্রতিটি মানুষের উচিত নিজের বাড়ির মতো শহরকেও ভালোবেসে আগলে রাখা। কিছু মানুষের অসচেতনতার কারণে শহরের নান্দনিকতা এভাবে নষ্ট হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, প্রশাসনের পাশাপাশি নাগরিকদের দায়িত্বশীলতা ছাড়া এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

আজ বিশ্ব ক্যানসার দিবস
এই উপলক্ষ্যে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিওতে আমাদের বিশেষ অতিথিদ্বয়
আজ রাত ৮টা

ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ
এমডি, এফআরসিআর (রিনিকাল অঙ্কোলজি) এমআরসিপি (মেডিকেল অঙ্কোলজি) ইসিএমও, পিডিসিআর, এফইউআইসিসি

ডাঃ বিশাল মুখার্জি
এমএস (জেনারেল সার্জারি), ডিএনবি (জেনারেল সার্জারি) ডিআরএনবি (সার্জিকাল অঙ্কোলজি)
হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার
জটিয়াকালী, ফুলবাড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমির ও অরিজিৎ কথা তৃতীয় দিনে

বহরমপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবারও অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটালেন আমির খান। তবে কেন জিয়াগঞ্জে তাঁর এই দীর্ঘ সফর, সেই রহস্যের পর্দা ফাঁস এদিনও হল না। বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্টকে দেখতে এদিন ভিড় উপচে পড়ে লালদিঘির একটি হোটেলের সামনে। সেটাই আপাতত আমিরের ঠিকানা। এদিন বিকেলে সাদা গাড়িতে জিয়াগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেন আমির। তাঁর এক ঝলক পেতে, তাঁকে ক্যামেরাবন্দি করতে মোবাইল হাতে অসংখ্য অনুরাগীদের ভিড় হোটেলের বাইরে উপচে পড়ে। যা সামলাতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা হয় পুলিশ-প্রশাসনের।

এদিকে জিয়াগঞ্জে অরিজিতের স্টুডিওর বাইরে ভিড় জমতে শুরু করে আমির এসে পৌঁছাতেই। তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করেও লাভ হয়নি আমিরের ভক্তদের। সকলের চোখের আড়ালে উলটোদিকের রাস্তা দিয়ে আমির প্রবেশ করেন স্টুডিওতে। সূত্রের খবর, মহাভারতকে এবার রুপোলি পর্দায় নিয়ে আসতে চলেছেন আমির। সেই সংক্রান্ত সংগীত বিষয়ক কাজের জন্যই নাকি অরিজিতের সঙ্গে তাঁর একান্ত আলাপচারিতা। বাঙালি খানাপিনায় আতিথেয়তা উপভোগ করার পাশাপাশি কাজের কথাও নাকি চলছে পুরোদমে। এদিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে পর্যন্ত চলে সেই বৈঠক। তবে এদিনও শেষপর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে কেউ মুখ খোলেননি।

বঙ্গ সাংসদদের নবীনের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : আর দিল্লি বসে থাকা নয়, আগামী ৪৫ দিন সংসদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে সংগঠনের কাজ। সময় বেঁধে বাংলার দলীয় সাংসদদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন বিজেপির নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দিল্লির বাসভবনে তিনি বৈঠক করেন বাংলার সাংসদদের সঙ্গে।

লোকসভার ১২ জন ও রাজ্যসভার দুজন সাংসদ বৈঠকে ছিলেন। অনুপস্থিত একমাত্র কোচবিহারের নগেন রায়। প্রয়োজনে সংসদ থেকে ছুটি নিয়ে নিজের এলাকায় পড়ে থেকে সংগঠন মজবুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলার সব সাংসদের রিপোর্ট কার্ড নিয়েছেন নবনির্বাচিত সভাপতি। সাংসদরা নিজের এলাকায় কী করছেন, সেখানকার সাংগঠনিক পরিস্থিতি কেমন, নিয়মিত কী কী ধরনের কর্মসূচি তাঁরা নেন, কোথাও দলে ভাঙন ধরেছে কি না ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেনেছেন তিনি। জেলা স্তরে দলের 'পরিবর্তন যাত্রা'-কে আরও জোরদার ও কার্যকর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক তৎপরতার বাইরে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সাংসদদের দৃশ্যমান থাকতে বলেছেন নীতিন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সাংসদদের সরাসরি সংযোগ বাড়ানোই এই নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য।

বিজেপির হিসাবে, বাংলায় প্রায় ৮৪ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় আছেন। যাঁদের মধ্যে প্রায় ৬৪ লক্ষ পরিবার হিন্দু। এই ৬৪ লক্ষ পরিবারের প্রায় দুই কোটি ভোটার বিজেপির মূল টার্গেট। এঁদের মধ্যে ৪২ লক্ষ পরিবার তিনটি, প্রায় ৩৫ লক্ষ পরিবার পাঁচটি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় এসেছে। সেই তথ্যকে বেশি করে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন নীতিন।

দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ সদর থানা এলাকার সোনারপত্তি রোডের পাশে মঙ্গলবার ভোরে স্থানীয় লোকজন এক নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। একটি পিচবোর্ডের কার্টনে নতুন গামছায় জড়ানো অবস্থায় শবটি পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘণ্টাখানেক আগেই শিশুটির জন্ম হয়েছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

হাঙর শেক্সপিয়রেরও বড়

গ্রিনল্যান্ড হাঙর পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের বয়স ৪০০ থেকে ৫০০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে বিজ্ঞানীরা এমন একটি হাঙর পান যার জন্ম সম্ভবত ১৬২৭ সালে! অর্থাৎ তাজমহল যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন এই হাঙরটি ছোট ছিল। এরা ১৫০ বছর বয়সে গিয়ে সাবালক হয়। এদের মেটাবলিজম এত ধীর যে এরা বার্ধক্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সাগরের অতলে ঘুরে বেড়ায়।

কোয়ালার ফিঙ্গারপ্রিন্ট

অপরাধবিজ্ঞানে আঙুলের ছাপ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোয়ালার আঙুলের ছাপের মানুষের আঙুলের ছাপের সঙ্গে এতটাই মিল যে, শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়েও পার্থক্য করা কঠিন! অস্ট্রেলিয়ায় একবার পুলিশ অপরাধের জায়গায় পাওয়া আঙুলের ছাপ নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, পরে বোঝা যায় ওটা আসলে কোয়ালার কাজ। মানুষের বাইরে একমাত্র এই প্রাণীটিরই এমন নিখুঁত ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে।

মধুর মেয়াদ

বাজারের সব খাবারের এক্সপায়ারি ডেট থাকে, কিন্তু আসল মধুর কোনও মেয়াদ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মিশরের পিরামিডের ভেতরে ৩০০০ বছরের পুরোনো মধুর পাত্র পেয়েছেন, যা আজও খাওয়ার যোগ্য! মধুর রাসায়নিক গঠন এবং অম্লত্বের কারণে ব্যাকটিরিয়া এতে টিকতে পারে না। তাই মুখবন্ধ পাত্রে রাখলে মধু অনন্তকাল ভালো থাকে। প্রকৃতির এই অমর খাবার সত্যিই বিস্ময়কর।

সূর্যে শব্দ

সূর্য যদি বাতাসের মাধ্যমে শব্দ করতে পারত, তবে তা কত জোরে হত জানেন? বিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন, সূর্যের গর্জন প্রায় ১০০ ডেসিবেল শব্দে পৃথিবীতে পৌঁছাত, যা একটি রক কনসার্ট বা ট্রেনের হর্ন সবসময় বাজার মতো! সৌভাগ্যবশত, মহাকাশে বাতাস নেই, তাই শব্দ যাতায়াত করতে পারে না। নাহলে সূর্যের এই প্রচণ্ড শব্দে পৃথিবীর মানুষ বধির হয়ে যেত। নীরব সূর্য আমাদের জন্য আশীর্বাদ।

৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুযোগ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের

শেষমুহূর্তে বিশেষ এনরোলমেন্ট

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিক শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তেও অ্যাডমিট কার্ড পাবে পড়ুয়ারা। অ্যাডমিট হাতে না পেয়ে মাধ্যমিকের অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসতে পারেনি। বিষয়টি নজরে আসার পরই পর্ষদ সিদ্ধান্ত নেয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য স্পেশাল এনরোলমেন্টের ব্যবস্থা করা হবে। ৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফের নাম এনরোল করার সুবিধা পাবে পড়ুয়ারা। তবে এভাবে এনরোলমেন্ট করতে পরীক্ষার্থীদের ফাইন বাবদ প্রায় দুই হাজার টাকা দিতে হবে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। যদিও এই বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাংকে ফোন করে পাওয়া যায়নি। তবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'কোনও পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট না হওয়া খুবই দুঃখজনক। একজন পরীক্ষার্থীও যাতে বাদ না পড়ে তার জন্যই এই স্পেশাল এনরোলমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' এমনকি কোনও পড়ুয়া এনরোলমেন্ট না করে থাকলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাঁদের খোঁজ করে এনরোলমেন্ট করাতে হবে বলে পর্ষদের তরফে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

- অ্যাডমিট হাতে না পেয়ে মাধ্যমিকের অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসতে পারেনি
- তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পর্ষদ সিদ্ধান্ত নেয়, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য স্পেশাল এনরোলমেন্টের ব্যবস্থা করা হবে
- ফাইন বাবদ প্রায় দুই হাজার টাকা দিতে হবে

> কোনও পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট না হওয়া খুবই দুঃখজনক। একজন পরীক্ষার্থীও যাতে বাদ না পড়ে তার জন্যই এই স্পেশাল এনরোলমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
>
> **ভাস্কর মজুমদার**
> *উচ্চমাধ্যমিকের যুগ্ম আহ্বায়ক, আলিপুরদুয়ার*

ফোন করে বা মেসেজ করে পরীক্ষার্থীকে না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে তাদের বাড়িতেও ছুটতে হবে। এবিষয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'প্রথমে যারা ফর্ম ফিলআপ করতে পারেনি তারা এবার উপকৃত হবে। তবে এনরোলমেন্ট করতে দুই হাজার টাকা ফাইন নেওয়ার বিষয়টি মানা যায় না। পরীক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনা দূরে রাখাই উচিত।'

উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। তারপর এবারের পরীক্ষার জন্য ফর্ম ফিলআপ করা শুরু হয়েছিল। তবে সেসময় পরীক্ষার্থীদের একাংশ বাদ পরে যায়। কোন স্কুলে কতজন পরীক্ষার্থী বাদ গিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবার তাদের এনরোলমেন্ট করাবে এবং পরীক্ষার ঠিক আগে তারা অ্যাডমিট পাবে বলে জানা গিয়েছে। এপ্রসঙ্গে এক পরীক্ষার্থী জানায়, পারিবারিক সমস্যার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফর্ম ফিলআপ করতে পারেনি সে। ফের সেই সুযোগ মিলেছে। তবে ফর্ম ফিলআপের জন্য সেন্টার ফি সহ প্রায় আড়াই হাজার টাকা দিতে হবে। টাকার পরিমাণ অনেকটা বেশি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে একজন ছাত্র এখনও ফর্ম ফিলআপ করেনি। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে একজন ছাত্রীরও ফর্ম ফিলআপ বাকি রয়েছে। নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করে দিয়েছে। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শম্ভুনাথ সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলের একজন ছাত্র ফর্ম পূরণ করতে পারেনি। তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সে ৬ তারিখ স্কুলে আসবে।' অন্যদিকে, একজন ছাত্রী পরীক্ষা দেবে না বলেছিল বলে জানান আলিপুরদুয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি ভৌমিক। তিনি জানান, ওই ছাত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। এখন সে ফর্ম ফিলআপ করবে।

সুরলহরি ছুঁয়ে এল এক নতুন প্রাণ

প্রথম পাতার পর

মৌসুমি যখন অপারেশন থিয়েটারের ভিতরে গান গেয়ে তাঁর সন্তানকে স্বাগত জানাচ্ছেন তখন একরাশ উদ্বেগ নিয়ে থিয়েটারের বাইরে পায়চারি করছিলেন তাঁর স্বামী শুভময় সরকার। দুজনেই পেশায় শিক্ষক। কোচবিহারের ২ নম্বর কালীঘাট রোডের বাসিন্দা।

শুভময় বললেন, 'মৌসুমি ছোট থেকে মা-বাবা হারা। তাই মানসিকভাবে অনেক শক্ত। দাদা, দিদিদের কাছেই মানুষ হয়েছে। এটি আমাদের প্রথম সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই বেশ উদ্বেগ ছিল। সবকিছু ভালোভাবে উতরে যাওয়ায় আমরা খুব খুশি।' নার্সিংহোমের বেডে শুয়েই মৌসুমি বলছিলেন, 'সবকিছু সম্ভব হয়েছে চিকিৎসকদের জন্যই। তাঁদের তৈরি করা সুন্দর পরিবেশই আমাকে সাহস জুগিয়েছে।'

বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ রয়েছেন। মেয়ে কবে 'মা' বলে ডাকবে বলে এখন থেকেই মৌসুমি প্রহর গোনা শুরু করেছেন। সন্তান যখন রাতে ঘুমোতে চাইবে না বা দুষ্টুমি করবে তখন তিনি গান গেয়েই তাকে শান্ত করবেন বলে পরিকল্পনা করে রেখেছেন। মায়ের গলায় গান শুনতে শুনতে মেয়েও ঘুমিয়ে পড়বে। জন্মের সময় মায়ের গান গাওয়ার সাক্ষী থেকে যাবে ওই অপারেশন থিয়েটার আর সোশ্যাল মিডিয়া।

সুরক্ষায় রেলের সুড়ঙ্গ

প্রথম পাতার পর

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে রেলমন্ত্রী স্পষ্টই জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের জন্য টাকার কোনও অভাব হবে না। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ইতিমধ্যেই ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু করেছে। যেহেতু শিলিগুড়ির মাটি পাথুরে নয় এবং এলাকাটি সমতল, তাই এখানে টানেলের জন্য মাটি কাটা অনেক সহজ হবে। রেলের বাস্তুকারদের দাবি, কাজ শুরু হলে খুব দ্রুতই সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শেষ করা যাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেলের এক বাস্তুকারের বক্তব্য, 'এখানে টানেল বোরিং মেশিন দিয়ে সহজে সুড়ঙ্গ তৈরি করা যেতে পারে। তাই কাজ করতে বেশি সময়ও লাগবে না।' তবে কোনও নিরাপত্তা সংস্থার কর্তারাই বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে চাননি। এসএসবি'র উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি বন্ধন সাক্সেনা এবং রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদব পুরোটা শোনার পর কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সারাদিনের কাজে ... *বালুরঘাটের গোপালবাটী গ্রামে। ছবি : অভিজিৎ সরকার*

লক্ষ্য টয়ট্রেনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা

প্রথমবার পর্যটন সামিটে ডিএইচআর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বজোড়া খ্যাতি। ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমাও রয়েছে মুকুটে। তবুও টয়ট্রেনকে ঘিরে পর্যটকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। টয়ট্রেনের ইতিহাসে প্রথমবার সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম এক্সচেঞ্জে (সাটে) নিজস্ব স্টল দিচ্ছে ডিএইচআর। মূলত বিদেশের পর্যটকদের কাছে পাহাড়ের এই ঐতিহ্য টয়ট্রেনকে আরও বেশি করে তুলে ধরতেই এই অভিনব উদ্যোগ বলে ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে। এতদিন পর্যটনের প্রচারে টয়ট্রেনকে বিভিন্ন মঞ্চে দেখা গেলেও, আন্তর্জাতিক মানের এমন বড় কোনও ট্যুরিজম এক্সচেঞ্জে সরাসরি স্টল দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম। ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের মতে, সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম এক্সচেঞ্জ হল পর্যটনশিল্পের অন্যতম বড় একটি প্ল্যাটফর্ম। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ট্যুর অপারেটর এবং ভ্রমণপিপাসু মানুষের সমাগম হয়। সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে ডিএইচআর। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমাদের লক্ষ্য একটাই, বাইরের দেশের পর্যটকদের ডিএইচআর সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তোলা। আমরা চাই দার্জিলিং ভ্রমণে এসে টয়ট্রেনের অভিজ্ঞতা যেন কেউ মিস না করেন। তাই সাটে-তে স্টল দেওয়ার আলোচনা চলছে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলে সকলকে জানানো হবে।'

কর্তারা জানিয়েছেন। পর্যটন মহলের মতে, ডিএইচআর-এর এই সিদ্ধান্ত উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। বিদেশের মাটিতে টয়ট্রেনের এই ব্র্যান্ডিং আখেরে পাহাড়ের অর্থনীতিকেই চাঙ্গা করবে বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। এটা খুবই পজিটিভ দিক যে, ডিএইচআরের নিজস্ব একটি স্টল সাটে-তে থাকবে। এতে অনেক বেশি পর্যটক ডিএইচআর সম্পর্কে জানতে পারবেন। কারণ, এই ট্যুরিজম এক্সচেঞ্জে বিদেশ থেকেও অনেকেই আসেন। আমাদের এই চত্বরে অর্থনীতিতেও এর ভালো প্রভাব পড়বে।'

দার্জিলিংয়ের পথে টয়ট্রেন। - ফাইল চিত্র

এই স্টলের মাধ্যমে টয়ট্রেনের রুট, জয়রাইড, জাঙ্গল টি সাফারি এবং রেড পান্ডা স্পেশাল-এর মতো বিভিন্ন পরিষেবার খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি, টয়ট্রেনের দীর্ঘ ইতিহাস এবং পাহাড়ের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্কের কথাও প্রচার করা হবে। পাহাড়ের স্থানীয় সংস্কৃতিও স্টলে থাকবে বলে ডিএইচআর

দুটি প্ল্যাটফর্ম

প্রথম পাতার পর

প্রতি প্ল্যাটফর্মে মোট ছয়টি করে বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। ওই বেঞ্চগুলির দুই দিকেই বসা যাবে। পানীয় জলের জন্যেও সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ফলকও বসানো হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই এনজেপি স্টেশনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের অভাব অনুভূত হচ্ছিল। নতুন এই দুটি প্ল্যাটফর্ম চালু হলে অনেক ট্রেনের সময়েও বদল আসতে পারে বলে মনে করছেন রেলের আধিকারিকরাই। দুটি নতুন প্ল্যাটফর্ম মানে আরও বেশি ট্রেনও পেতে পারে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। এদিন পরীক্ষামূলকভাবে দুটি মালগাড়ি এবং একটি এক্সপ্রেস ট্রেন দিনেরবেলায় দুটি প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয়েছিল।

আধুনিকীকরণের এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরাও। গুয়াহাটিতে দাদার বাড়ি যাচ্ছিলেন শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সৌরভ ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'পুরো স্টেশনে যে কাজ হচ্ছে তা দেখেও ভালো লাগছে। গোটা স্টেশনের চেহারাটাই বদলে যাচ্ছে। বাইরের স্টেশনগুলি দেখে এরকম গর্ব হত। নতুন প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে, অনেক বেশি ট্রেন দাঁড়াতে পারবে।' শিলিগুড়ির বাসিন্দা পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সন্দীপ সরকারের বক্তব্য, 'প্রায়ই কাজে কলকাতা যেতে হয়। ফেরার সময় বহুদিন প্ল্যাটফর্ম না মেলায় আউটারে ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে যখন এই সমস্যা মিটবে বলে আশাবাদী।'

ভাষণে বাধা

প্রথম পাতার পর

রাহুলের দাবি, আন্তর্জাতিক স্তরে তৈরি এই চাপই আজ সংসদে বিরোধী কণ্ঠরোধের মূল কারণ।

দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি হঠাৎ চূড়ান্ত হওয়া নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। রাহুলের দাবি, এই চুক্তির ফলে দেশের কৃষক, দুগ্ধ উৎপাদক এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, 'মোদিজি ভয় পেয়েছেন। তাঁর ওপর ভয়ংকর চাপ রয়েছে। সেই চাপে তিনি আপস করছেন।'

অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর রাহুলের আচরণকে 'গণতন্ত্র ও সংসদের অপমান' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য সেনাবাহিনীকে অপমান এবং সংসদের মর্যাদা নষ্ট করা। অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া কথা বলার নিয়ম না মানাকে তিনি কংগ্রেসের 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি'-র উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন। বিজেপি সূত্রে খবর, বরখাস্ত হওয়া সাংসদদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হবে। প্রাক্তন সেনাপ্রধানের অপ্রকাশিত বই এখন সংসদে শাসক-বিরোধী সংঘাতের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এনিয়ে সংঘাত আরও তীব্র হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

'পথে' তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

বিরোধীদের ইমপিচমেন্ট কৌশলের সুবিধা হল, সরকার পক্ষ সংসদে প্রস্তাবটি আটকে দিলে প্রচার করা যাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদক্ষেপে বিজেপির সমর্থন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায় স্পষ্ট, বিজেপি প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে পারে। তিনি বলেন, 'ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব যে কেউ আনতে পারেন। কিন্তু সংখ্যা কোথায়! দম নেই। দেশের মানুষ তো আপনাদের বেছে নেয়নি। যতই বাংলা, উর্দু, ইংরেজিতে কবিতা লেখেন না কেনও, দেশের মানুষ ভোট দেয়নি। পিছনের বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছে।

মঙ্গলবার তৃণমূল নেত্রী সাংবাদিক বৈঠক করেন এসআইআর-এ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে। তিনি পরিবারগুলির সদস্যদের খাবার পরিবেশন করেন। পরে দলীয় সাংসদদের বৈঠকে সংসদের ভিতরে, বাইরে ধারাবাহিক চাপ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ইমপিচমেন্টে কাউকে অপসারণ করতে হলে সংসদের দু'কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন দরকার। সংখ্যার বিচারে বিরোধীদের এখন সেই শক্তি নেই।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁদের অপমান করেছেন, চিৎকার করেছেন বলে সোমবার তিনি টেবিলে চাপড় মেরে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে মমতার দাবি। তিনি বলেন, 'আমরা কি ওদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক?' ইমপিচমেন্টে বিরোধীদের জোট হলেও বাংলার ভোটে সেই সম্ভাবনা নস্যাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল একাই লড়তে পারে। ওখানে আমাদের বিরুদ্ধেই সবাই লড়ে।'

কড়া নিরাপত্তা

কিশনগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার রাত জেগে শবেবরাত পালন করেন কিশনগঞ্জের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ। সারারাতব্যাপী প্রয়াত পূর্বপুরুষের সমাধিতে মোমবাতি ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে কিশনগঞ্জের লাইনপাড়ার, কারবালার, কদম রসুল এবং অন্যান্য কবরস্থান সাফ করা হয়। এরপর রংবেরঙের আলোয় সাজানো হয়েছে সমাধিস্থল।

মুসলিম উলেমারা জানান, হিজরি ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস, মাহে শাবান-এর ১৫তম রাতকে 'শব-এ-বরাত' বলে। এই দিনটি পবিত্র রমজান মাসের আগমনী। কোরান শরিফ ও হাদিসে এই দিনের উল্লেখ রয়েছে। এদিন রোজা রাখা হয়। বিশ্বাস, এদিনের জিয়ারত ও নমাজ কবুল করেন আল্লাহ। এইদিন মসজিদ ও কবরস্থান পরিষ্কার করা হয়।

বাঁ-হাতি খাল, নীরব সব দলই

প্রথম পাতার পর

সেচের সমস্যা নিয়ে কৌশিক কখনও বিধানসভায় বলেছেন বলে দলের নেতারাও দাবি করতে পারলেন না। রাজ্যের ক্ষমতায় থাকলেও এনিয়ে তৃণমূলের কোনও পরিকল্পনা শোনা গেল না।

সেচের এই তীব্র সমস্যায় গত দেড় দশকে প্রান্তিক কৃষকের ছোট ছোট জমি হাতবদল হয়ে বড় বিনিয়োগকারীদের হাত ধরে চা চাষ বেড়েছে বহুগুণ। ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কমবেশি এই ছবি। এই বিধানসভার মধ্যে আছে বছরতিনেক বয়সের শিশু পুরসভা ময়নাগুড়িও। শহরে যানজট আছে, জমির প্রোমোটারি আছে। জলকষ্ট আছে। আবর্জনা সংগ্রহে খামতি আছে।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় উঠে আসে চিকিৎসা ব্যবস্থার খামতি। এখানে সরকারি চিকিৎসার মূল গন্তব্য ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোরে অপেক্ষারত চূড়াভাণ্ডারের কলেজ পড়ুয়া অবিনাশ অধিকারীর বক্তব্য শুনলেই পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। ছাত্রটি বলছিলেন, 'সকাল থেকে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। এখন মনে হচ্ছে এখানে না এলেই ভালো হত।'

তাহলে যেতেন কোথায়? অবিনাশের কথায়, 'জলঢাকার ওপারে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে এখন অনেক স্পেশালিস্ট আছেন। ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।' সম্ভব হবেই বা কী করে? বিএমওএইচ-কে বাদ দিলে জনাপাঁচেক চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি শহরের চাপ সামলাতে হয়। আউটডোরে দিনে গড়ে শ-ছয়েক রোগী সামলানোর পরিকাঠামো বা কর্মী-চিকিৎসক-কোনওটিই নেই।

চিকিৎসার এই অব্যবস্থা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক কখনও টুঁ শব্দ করেননি বিধানসভায়।

বিজেপির কৌশিকের নামটা শুধু দেখা যায় বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দে নির্মিত পেভার্স ব্লকের রাস্তা, স্কুলের সীমানা কিংবা পথবাতির পাশে পোঁতা সাইনবোর্ডে। শাসকদল হলেও এসব সমস্যায় নজর দেওয়ার বদলে তৃণমূলের নেতারা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতে। ২০২১ সালে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী মনোজ রায় এখন ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান বটে। কিন্তু তৃণমূলের বোর্ড থাকলেও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ির ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র ১টি বুথে লিড পেয়েছিল রাজ্যের শাসকদল।

তবে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে কৌশিক ১১৯১১ ভোটে জিতলেও ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ি বিধানসভা এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর লিড ছিল মাত্র ৪৭৪৫। স্বাস্থ্য, সেচ সমস্যার পাশাপাশি ময়নাগুড়ি ভেঙে দুটি আলাদা ব্লক গড়ার দাবি জোরালো হচ্ছে। কেন? ময়নাগুড়ি শহরের সুকুমার ভাদুড়ির কথায়, 'আলাদা ব্লক হলে আরেকটা গ্রামীণ হাসপাতাল হত। তাতে ময়নাগুড়ির ওপর চাপ অর্ধেক কমবে। অন্য সরকারি কাজও গতি পাবে।' কিন্তু বিধায়ক, তাঁর দল বা তৃণমূল- কারও মুখে রা নেই।

রান্নাঘরে আরশোলার সংসার

প্রথম পাতার পর

শহরের। পাশের পাড়ার দোকানের ফ্রিজ থেকে ছত্রাক পড়া মাশরুম কিংবা বিরিয়ানি থেকে পোকাধরা মাংস মিললেও আমার হুঁশ ফিরবে না মশাই। চুলোয় যাক হাসিমুখে বিশ্বাস করে খেতে আসা সেই ক্রেতার শরীর। লাভের গুড় আমার খাওয়া দিয়ে কথা। আচ্ছা, ওই ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও কি এভাবে রান্না হয়? অপরিচ্ছন্ন কিচেনে আরশোলা-ইঁদুরের ঠেকে রান্না হওয়া ভাত শান্তিতে মুখে তোলেন তাঁরা?

আজ-কাল করতে করতে এখনও শহরের একটা বড় অংশের খাদ্য ব্যবসায়ী সচেতন হতে পারেননি। অভিযোগ, তবুও হাত গুটিয়ে বসে প্রশাসন। আমআদমি সবকিছু দেখেশুনেও দিব্যি খাচ্ছেন, সেজন্য তাঁদের মাথাব্যথা কম। উদ্বিগ্ন শুধু কিছু সচেতন নাগরিক।

কথা হচ্ছিল হায়দরপাড়ার শ্রীমা সরণির বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক সুনন্দ দস্তিদারের সঙ্গে। তাঁর বক্তব্য, 'অনেকদিন আগে দু-তিনদিন অভিযান হয়েছিল। এবার খবর বেরোলে হয়তো আবারও হবে। তারপর সবাই শীতঘুমে। কেউ বদলাবে না। বদলানোর সদিচ্ছা নেই। প্রশাসনের গা ঢিলেমির জন্য আরও সাহস পান ব্যবসায়ীরা।'

শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান থেকে থানা মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তায় থাকা একাধিক দোকানেও এক দশা। কোথাও রাস্তার ধারে ভাজা হচ্ছে পরোটা, কোথাও কারিগর জিলিপির আড়াই প্যাঁচ দিচ্ছেন। তারপর চিনির রস থেকে তুলে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে পাশে। ধুলোবালি মেখে যেন স্বাদ বেড়ে যায়। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ানোর অনুমতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেই। উঁকি দিয়ে যতটা নজরে এল, বড় বড় গামলায় রাখা মিষ্টি। চিনির রসে সাঁতার কাটছে মাছিরা।

স্টেশন ফিডার রোডে যে ফুড স্ট্রিট রয়েছে, সেখানকার অধিকাংশ দোকানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি হচ্ছে। খাবারের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ানো, পাউরুটির প্যাকেটের ভেতর বিশ্রাম নেওয়া কোনও কিছুতেই আরশোলাদের বাধা নেই।

সুপ্রিয়া ভাণ্ডারী মিলনপল্লির বাসিন্দা। একটি নার্সিংহোমের ব্যাক অফিসে কাজ করেন। বলছিলেন, 'আমরা তো ভরসা করে বাইরে খাই। রান্নাঘরে কী চলছে, সেটা জানা বা বোঝা অসম্ভব। প্রশাসন কড়া না হলে অনিয়ম চলবেই।' তাঁর পরামর্শ, শাস্তির নির্দশন তৈরি করতে হবে। মোটা জরিমানা। মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তাদের আইনি পথে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

প্রশাসন কী ভাবছে? পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'নজরদারি চলছে, বন্ধ হয়নি। তবে এরজন্য একটা আলাদা কমিটি তৈরি হয়েছে। ওই কমিটি যেদিন আমাদের বলে, অভিযান হবে। সেদিন পাঁচটি বরো থেকে পাঁচজন ইনস্পেকটরকে পাঠানো হয়।'

অভিযানের পর কী হয়? অতীতে যে সমস্ত দোকানে বেনিয়ম ধরা পড়েছে, সেখানে থেকে সংগ্রহ করা নমুনা কোথায় গেল, তার খোঁজ করতেই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

১৫ নয়, ৫৫

এবার টি২০ বিশ্বকাপে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় দল খেতাবরক্ষার অভিযানে নামছে। কিন্তু আরও তিনজন অধিনায়ক আছেন যাদের সঙ্গে ভারতের কানেকশন জুড়ে রয়েছে। কানাডাকে নেতৃত্ব দেবেন দিলপ্রীত বাজওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব করবেন মোনাঙ্ক প্যাটেল। ওমানের দায়িত্বে যতীন্দার সিং। সবমিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপে ভারতীয় বংশোদ্ভূতের সংখ্যা ৪০, এর সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার ১৫ সদস্যের নাম ধরলে সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে ৫৫। ভারতীয় বংশোদ্ভূতের সংখ্যায় টেক্কা দিয়েছে কানাডা, তাদের দলে সংখ্যাটা ১১।

সৌরভ নেত্রভালকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঁহাতি পেসার। অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে খেলার সময় সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন লোকেশ রাহুল, মায়াঙ্ক আগরওয়াল ও জয়দেব উনাদকাতকে। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ এই পর্যন্ত টি২০ আন্তর্জাতিকে ৪০টি উইকেট নিয়েছেন।

মোনাঙ্ক প্যাটেল

অনূর্ধ্ব-১৯ গুজরাট দলে জসপ্রীত বুমরাহর সতীর্থ ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে শেষ বিশ্বকাপের মতো এবারও তাঁকে ব্যাটিংয়ে ওপেন করতে দেখা যাবে।

দিলপ্রীত বাজওয়া

গুরদাসপুরে জন্ম। পাঞ্জাবের হয়ে বয়সভিত্তিক খেলায় নিয়মিত রান করলেও রাজ্য দলে ডাক না পেয়ে কানাডা চলে যান। ৬ বছর পর ভারতে ফিরছেন বিশ্বকাপ খেলতে।

কানাডা

দিলপ্রীত বাজওয়া (অধিনায়ক), অজয়বীর হুন্ডাল, অংশ প্যাটেল, হর্ষ ঠাকের, জসকরণদীপ বুট্টার, কানওয়ারলাল তাথগুর, নবনীত ঢালিওয়াল, রবীন্দ্রপাল সিং, শিবম শর্মা, শ্রেয়স মোভা, যুবরাজ সামরা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মোনাঙ্ক প্যাটেল (অধিনায়ক), মিলিন্দ কুমার, নোস্থুশ কেঞ্জিগে, সাইতেজা মুক্কামালা, সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি, হরমিত সিং, সৌরভ নেত্রভালকার, শুভম রঞ্জনে, যশদীপ সিং

আরিয়ান দত্ত

২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপেও তাঁর স্পিন বোলিংয়ের দক্ষতার সাক্ষী থেকেছেন ভারতীয় দর্শকরা। সেই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁর ৯ বলে অপরাজিত ২৩ রান নেদারল্যান্ডসের স্মরণীয় জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি

আলিশান শরাফু, আরিয়াংশ শর্মা, ধ্রুব পরাশর, হর্ষিত কৌশিক, মায়াঙ্ক কুমার, সিমরনজিৎ সিং, শোয়েব খান

যতীন্দার সিং

লুধিয়ানায় জন্ম। ওমানের হয়ে তিনি ৩৩টি ওডিআই ও ৩৯টি টি২০ ম্যাচে যথাক্রমে ৯৮৫ এবং ৮৭৫ রান করেছেন।

ওমান

যতীন্দার সিং (অধিনায়ক), বিনায়ক শুক্লা, করণ সোনাভালে, জয় ওদেদরা, আশিস ওদেদরা, ওয়াসিম আলি, জিতেন রামানন্দি

জসপ্রীত সিং

ইতালির বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নপূরণের অন্যতম কারিগর। ফাগোয়ারায় জন্ম। জসপ্রীত উবের চালকের পেশার সঙ্গে পেস বোলিং করেন।

নিউজিল্যান্ড রাচিন রবীন্দ্র, ইশ সোধি | **দক্ষিণ আফ্রিকা** কেশব মহারাজ | **ওয়েস্ট ইন্ডিজ** গুডাকেশ মোতি | **ইতালি** জসপ্রীত সিং | **নেদারল্যান্ডস** আরিয়ান দত্ত

গম্ভীর-আগরকারকে ফের বার্তা

দেশকে আরও ট্রফি দিতে চাই : রোহিত

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : কেরিয়ারের শেষ প্রহরে পৌঁছে গিয়েছেন।

যদিও ট্রফি জেতা, দেশকে আরও ট্রফি উপহার দেওয়ার খিদেটা এখনও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে রোহিত শর্মাকে। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শুরুতে টি২০ বিশ্বকাপ (২০০৭) জিতেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়েও বড় ভূমিকা পালন করেছেন। বছর দুয়েক আগে হিটম্যানের নেতৃত্বেই ফের কুড়ির বিশ্বকাপে তেরঙা উড়িয়েছিল ভারতীয় দল।

কেরিয়ারজুড়ে সাফল্যের পুরস্কার খোদ ভারত সরকারের স্বীকৃতি। কেন্দ্র সরকারের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মশ্রী প্রাপ্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সম্মান পেয়ে আবেগতাড়িত রোহিত জানিয়েছেন, দেশকে আরও ট্রফি দিতে চান। লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ, তা ফের পরিষ্কার করে দেন। দূরদর্শন স্পোর্টস তাদের এক্স হ্যান্ডেলে রোহিতের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে।

রোহিত যেখানে বলেছেন, 'পদ্মশ্রী সম্মান আমার, আমার পরিবারের জন্য স্পেশাল। এই সম্মান দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ। আমার এই কেরিয়ারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। দেশের হয়ে ম্যাচ, ট্রফি জেতার জন্য আমার প্রচেষ্টা জারি থাকবে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।'

টেস্ট ও টি২০ থেকে ইতিমধ্যেই সরে দাঁড়িয়েছেন। ২০২৪-এ বিশ্বকাপ জেতার পর টি২০-কে আলবিদা জানান। পরে বিতর্কিত পরিস্থিতিতে টেস্ট অবসর। আপাতত রোহিতের কেরিয়ার টিকে ওডিআইয়ে। লক্ষ্য, ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ। ব্যক্তিগতভাবে প্রথমবার ওডিআই বিশ্বকাপের স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে দেশকে ট্রফি দেওয়া---পদ্মশ্রী সম্মান হাতে সেই অঙ্গীকার।

মাঝে অবশ্য বেশ অনেকটা সময়। নিজের কেরিয়ার বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি দলে জায়গা ধরে রাখা, উনচল্লিশ ছুঁইছুঁই রোহিত সেই চ্যালেঞ্জ কীভাবে নেয়, উত্তর সময়ের হাতে।

> পদ্মশ্রী সম্মান আমার, আমার পরিবারের জন্য স্পেশাল। এই সম্মান দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ। আমার এই কেরিয়ারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। দেশের হয়ে ম্যাচ, ট্রফি জেতার জন্য আমার প্রচেষ্টা জারি থাকবে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।
>
> -রোহিত শর্মা

ডব্লিউপিএল ফাইনালের প্রস্তুতির ফাঁকে জর্জিয়া ভলের সঙ্গে খুনশুটি রিচা ঘোষের। আইপিএলের জন্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নতুন জার্সি প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি, দেবদত্ত পাডিক্কাল ও রজত পাতিদার।

ICC U19 MEN'S CRICKET WORLD CUP ZIMBABWE & NAMIBIA 2026

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আজ

সেমিফাইনাল

ভারত বনাম আফগানিস্তান

সময় : দুপুর ১টা
স্থান : হারারে
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

সেমিতেও ভরসা দিতে তৈরি শুভমান ভক্ত বেদান্ত

হারারে, ৩ ফেব্রুয়ারি : এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অপরাজিত। তার ওপর শেষ ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে বশ মানানো। সব মিলিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ভারত।

বুধবার সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। যারা গ্রুপ পর্বে পাঁচটি ম্যাচের চারটিতেই

বেদান্ত ত্রিবেদী।

জয় পেয়েছে। আফগানদের ব্যাটিংয়ে ভরসা জোগাতে তৈরি ব্যাটার ফয়সাল খান ও অধিনায়ক মেহবুব তাসকিন। বোলিং বিভাগে আফগানিস্তানের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন আব্দুল আজিজ। তাই লড়াইটা মোটেও সহজ হবে না বৈভব সূর্যবংশী, অভিজ্ঞান কুণ্ডুদের।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চাপের মুহূর্তে দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে আশ্বস্ত করেছেন বেদান্ত ত্রিবেদী। ভারতের টেস্ট ও ওডিআই দলের অধিনায়ক শুভমান গিলের ভক্ত এই ব্যাটার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরির পর তিনি বলছেন, 'আমি প্রথম কয়েকটি শট সহজে খেলার পর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। বারবার নিজেকে বলছিলাম, আজ আমার দিন।' সেমিফাইনালেও তিনি দলকে একইভাবে ভরসা দিতে চান।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও ভারতীয় মিডল অর্ডারের বাজি বেদান্ত। সেইসঙ্গে অভিজ্ঞান কুণ্ডু, বিহান মালহোত্রারাও তৈরি রয়েছেন। বৈভব ছন্দে থাকলেও অপর ওপেনার অ্যারন জর্জের ফর্ম চিন্তায় রাখবে ভারতকে। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে ব্যাট হাতে বড় রান না পেলেও বল হাতে নিয়মিত উইকেট নিচ্ছেন। বোলিংয়ে ভারতের তুরুপের তাস দুই পেসার হেনিল প্যাটেল ও আরএস অম্বরীশ। বাঁহাতি স্পিনার খৈলান প্যাটেলও দলকে নির্ভরতা দিতে তৈরি।

বিশ্বকাপ উন্মাদনা নেই কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সকালে পতাকা উত্তোলন। বেলা থেকে শুরু রক্তদান।

প্রতিবারের মতো এবারও ফ্র্যাঙ্ক ওরেল দিবস পালন করল বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। আজ সারাদিনে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মোট রক্তদান করেছেন ৪৭৩ জন। আর উত্তর দিনাজপুর, বীরভুম, নদিয়া, শিলিগুড়ি, হাওড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট রক্তদাতার সংখ্যা ৬২৯। সিএবি-র ৯৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও ৪৬তম ফ্র্যাঙ্ক ওরেল দিবসে রক্তদাতাদের এবার টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের স্বাক্ষর করা শংসাপত্র দেওয়া হবে। সকালে

১১০২ জনের রক্তদান

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনের সময় ইডেনে হাজির ছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

এদিকে, টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র চারদিন। কিন্তু তার আগে এখনও টিকিটের চাহিদা নেই। শহরজুড়ে নেই উন্মাদনাও। স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ইতালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো যে সব দল কুড়ির বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলবে ইডেনে, কাল-পরশুর মধ্যে সব দলই হাজির হয়ে যাওয়ার কথা। যদিও বিশ্বকাপের ম্যাচের টিকিটের একেবারেই চাহিদা নেই। শনিবার প্রথম ম্যাচের মাত্র হাজার তিনেক টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে সিএবি সূত্রের খবর।

জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ এআইএফএফ জুনিয়ার লিগে ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারিয়েছে ভবানীপুরকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন হিদাম ও ওয়ালিদ। অপর ম্যাচে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে মোহনবাগান।

সার্ভিসেসের কাছে হেরে বিদায় বাংলার

বাংলা-০ সার্ভিসেস-০
(টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয়ী সার্ভিসেস)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : কোয়ার্টার ফাইনালেই শেষ বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ের স্বপ্ন।

মঙ্গলবার টাইব্রেকারে সার্ভিসেসের কাছে ৩-২ গোলে হেরে বিদায় বাংলার। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য। অতিরিক্ত সময়েও গোল হয়নি। টাইব্রেকারে বাংলার হয়ে পেনাল্টি মিস করেন চাকু মান্ডি, করণ রাই ও নরহরি শ্রেষ্ঠা। বাংলার গোলরক্ষক গৌরব শ দুটি পেনাল্টি বাঁচালেও সতীর্থদের ব্যর্থতায় জয় আসেনি।

ম্যাচের শুরু থেকেই মাঝমাঠে প্লে মেকারের অভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। সেইসঙ্গে অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা। ম্যাচের শুরুতেই মাঝমাঠের রাশ হাতে তুলে নেয় সার্ভিসেস। রক্ষণ জমাট রেখে পালটা আক্রমণে বাংলার নাভিশ্বাস তুলে দেয় তারা। এমনকি ১২ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত তারা। কিন্তু গোললাইন সেভ করেন দলের পতন রোধ করেন চাকু। প্রথমার্ধের শেষদিকে গোল বাতিল না হলে তখনই লিড নিতে পারত সার্ভিসেস।

দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বদলায়নি। অতিরিক্ত সময়ে চাকু ফের গোললাইন সেভ না করলে তখনই ম্যাচটা শেষ হতে পারত। সারা ম্যাচে বাংলা গোটা তিনেক গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। অতিরিক্ত সময়ে টাইব্রেকারের কথা মাথায় রেখে গোলরক্ষক সোমনাথ দত্তকে বসিয়ে গৌরব শ-কে মাঠে নামান সঞ্জয় সেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। হতাশ সঞ্জয় বলেছেন, 'গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে শাস্তি পেতেই হয়। এদিনও সেটা হয়েছে। টাইব্রেকারে যে কেউ জিততে পারে। তবে দলের পারফরমেন্সে আমি সন্তুষ্ট।'

> গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে শাস্তি পেতেই হয়। এদিনও সেটা হয়েছে। টাইব্রেকারে যে কেউ জিততে পারে।
>
> -সঞ্জয় সেন

সূর্যের সঙ্গে লম্বা ড্রাইভের স্মৃতি রোমন্থনে শুভম

নভি মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : ক্রিকেট পরিবারে জন্ম।

ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছেন ঠাকুরদা বসন্ত বাবুরাও রঞ্জানে। ফাস্ট বোলার হিসেবে সুনাম ছিল। দুইদিকে বল সুইং করাতে পারতেন। মনসুর আলি খান পতৌদি, পঙ্কজ রায়দের সঙ্গে টেস্ট খেলেছেন। সাতটি টেস্টে নিয়েছেন ১৯ উইকেট। কেরিয়ার দীর্ঘস্থায়ী না হলেও গতি ও সুইংয়ে রোহন কানহাই, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, গারফিল্ড সোবার্সদের বোকা বানিয়েছেন।

বাবা সুভাষ রঞ্জানে মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলেছেন। ক্রিকেট পরিবারের যে ধারা বজায় রেখেছেন শুভম বাবুরাও রঞ্জানে। গায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের তকমা। তবে ভারত নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ২০২২-এ মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। বছর তিনেকের মধ্যে সুযোগ।

বিশ্বকাপ খেলতে নিজের জন্মভূমি ভারতে পা রেখেছেন। প্র্যাকটিসের ফাঁকে যে আবেগটা ধরা পড়ল শুভমের গলায়। এদিন ভাগ করে নিলেন প্রিয় বন্ধু সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে মাঠ, মাঠের বাইরে সময় কাটানোর মুহূর্তগুলির কথা। বছর একত্রিশের শুভম বলেছেন, 'সূর্য আমার সেরা বন্ধু। অনেকটা বড় দাদার মতো ছিল। মাঠে প্রচুর সময় কাটিয়েছি আমরা। দুর্দান্ত সব স্মৃতি রয়েছে ওর সঙ্গে। প্রায়ই লম্বা ড্রাইভে বেরিয়ে পড়তাম, মজা করতাম। আমার কাছে অনুপ্রেরণাও ছিল সূর্য। ওকে দেখে উদ্দীপ্ত হতাম, এখনও হই।'

সূর্যের সঙ্গে ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও শুভমের স্বপ্নটা অধরা থেকে যায়। ভবী বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ভাগ্যের অন্বেষণে ২০২২-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখা। মেজর লিগ দিয়ে শুরু, ২০২৫-এ সেদেশের হয়ে খেলার ছাড়পত্র মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন এই ফাস্ট বোলারের। সোমবার ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটে-বলে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। ১৭ বলে ২৮ রানের পাশাপাশি ২ ওভারে ১২ রান দিয়ে ১ উইকেট। এবার অপেক্ষা প্রিয় বন্ধু সূর্য ব্রিগেডের।

মেগা ম্যাচের প্রস্তুতির মাঝে শুভম এদিন বলেছেন, 'মুম্বইয়ে ফিরলে মনের মধ্যে আবেগ কাজ করে। কেরিয়ারের অনেকটা সময় কাটিয়েছি এখানে। প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। মুম্বইয়ের ময়দানে পড়ে থাকতাম আদাজল খেয়ে। ওয়াংখেড়ের সঙ্গেও অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এবার অবশ্য মঞ্চটা অনেক বড়, স্পেশাল-- বিশ্বকাপ।'

স্মৃতিচারণায় ফিরে গেলেন ২০১৮-র মহারাষ্ট্র-বাংলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে। বলেছেন, 'নকআউটে পৌঁছোতে বাংলাকে হারাতেই হবে। শেষ বলে ৪ দরকার। আমার রিভার্স স্কুপে লক্ষ্যপূরণ। তিন উইকেটও নিয়েছিলাম। ওটাই ওয়াংখেড়েতে আমার সেরা স্মৃতি। মুম্বই প্রিমিয়ার লিগেও এখানে খেলার সুযোগ পেয়েছি। পৃথ্বী শ, আজিঙ্কা রাহানের উইকেট নিয়েছি। ৬৫ রান করে ম্যাচের সেরাও হয়েছি। এই সব চিরকালীন সুখস্মৃতি।'

৭ তারিখের ভারত-মার্কিন দ্বৈরথের গুরুত্ব শুধু শুভমের নয়, গোটা রঞ্জানে পরিবারের কাছে বিশেষ। ম্যাচ দেখার জন্য বাবা-মা সহ গোটা পরিবার হাজির মুম্বইয়ে। স্ত্রী দলের সঙ্গেই রয়েছে। জন্মভূমি বনাম কর্মভূমি? শুভমের কথায়, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা গর্বের। আর সেটা যখন কার্যত 'হোমগ্রাউন্ড', যেখানে কেরিয়ারের দশটা বছর কাটিয়েছি, আবেগ প্রত্যাশিত। সব মিলিয়ে অদ্ভুত অনুভূতি।'

মুখিয়ে আছেন জসপ্রীত বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেলের বিরুদ্ধে খেলার জন্যও। শুভম রঞ্জানে বলেছেন, 'জসপ্রীত এবং আমি অনূর্ধ্ব-১৯'এ একই ব্যাচে ছিলাম। ওর বিরুদ্ধে খেলেছি। জসপ্রীত গুজরাটের এবং আমি মহারাষ্ট্রের হয়ে। ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অক্ষরের সঙ্গেও সময় কাটিয়েছি। ওদের বিরুদ্ধে ফের মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি।'

পতৌদির সঙ্গে টেস্ট খেলেছেন ঠাকুরদা

মুম্বইয়ের হয়ে খেলার সময় সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে শুভম রঞ্জানে।

হতাশা মেটাতে এখন কামিন্সের চোখ টেস্টে!

মেলবোর্ন, ৩ ফেব্রুয়ারি : শেষপর্যন্ত চেষ্টা করেছেন।

যদিও টি২০ বিশ্বকাপগামী বিমানে ঠাঁই হয়নি। পিঠের চোট ছিটকে দিয়েছে মেগা আসর থেকে। আক্ষেপ প্রত্যাশিত। আগামী টেস্ট সিরিজগুলিতে যা সুদে-আসলে মেটাতে চান প্যাট কামিন্স। অগাস্ট মাসের পর ব্যস্ত ক্রিকেট সূচি অস্ট্রেলিয়ার। একঝাঁক গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ।

কামিন্সের লক্ষ্য প্রতিটি টেস্টেই নিজেকে নিংড়ে দেওয়া। এদিন এক সাক্ষাৎকারে কামিন্স জানান, ভেবেছিলেন

বিশ্বাস রাখছেন হেডদের ওপর

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন। স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করছিলেন। শেষপর্যন্ত হিসেবটা মেলেনি। আরও বলেছেন, 'দুর্ভাগ্য। খারাপ লাগছে। তবে এখন ঠিকঠাক আছি। পরবর্তী লক্ষ্যের জন্য তৈরি হচ্ছি। আপাতত কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম। তারপর ফের নিজের কাজ শুরু করে দেব।'

অগাস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের হোম সিরিজ খেলবে অজিরা। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর রয়েছে, যেখানে টেস্ট ও ওডিআই সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ২০১৮ স্যান্ডপেপার

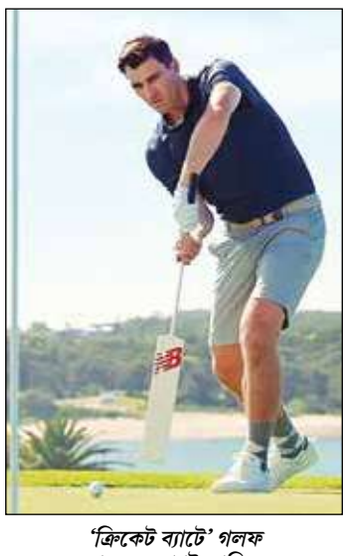

'ক্রিকেট ব্যাটে' গলফ খেলছেন প্যাট কামিন্স।

কেলেঙ্কারির (বল বিকৃতি) পর প্রথম প্রোটিয়া সফর ঘিরে বাড়তি উৎসাহ। আছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বছর ঘুরলে ২০২৭-এ ভারত সফর, যা কামিন্সের পাখির চোখ।

নিজে না থাকলে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কামিন্স। বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ সদ্য পাকিস্তানের হাতে হোয়াইটওয়াশ হওয়াকেও। কামিন্সের মতে, যে ক্রিকেট খেলে অভ্যস্ত অজিরা, তা দেখা যায়নি পাকিস্তান সিরিজে। তবে দলের একাধিক ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। মানসিকভাবে সবাই ভালো জায়গাতেই রয়েছে।

কামিন্সের কথায়, বিশ্বকাপ আলাদা মঞ্চ। মঞ্চটার গুরুত্ব বোঝে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটাররা। প্রত্যেকেই মেগা আসরে সেরাটা দিতে মরিয়া, প্রস্তুত। দলের একঝাঁক তারকা বিগ ব্যাশ লিগে ভালো ক্রিকেট উপহার দিয়ে এসেছে। সেটাই তুলে ধরার পালা এবার কুড়িকুড়ি বিশ্বযুদ্ধে। বিশ্বাস, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শরা লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হবেন।

বিশ্বকাপের বিমান মিস করলেও ২৬ মার্চ শুরু আইপিএলেও সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দিতে অসুবিধা হবে না, দাবি কামিন্সের। কিছুদিনের মধ্যেই ফের স্ক্যান করা হবে চোটের জায়গায়। রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকলে ধীরে ধীরে মাঠে ফেরার কাজ শুরু করবেন। কামিন্সের যুক্তি, টেস্টের তুলনায় টি২০-র চাপ কম। মূলত সেই কারণেই টি২০ বিশ্বকাপে খেলার জন্য শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করেন। বিশ্বকাপের অঙ্ক না মিললেও কামিন্সের বিশ্বাস আইপিএলে খেলা আটকাবে না।

মুকেশ নাকি বাড়তি অলরাউন্ডার?

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ফেব্রুয়ারি: সবুজ পিচ। ঘাস রয়েছে বাইশ গজে। কিন্তু সেই ঘাসের চরিত্র নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

আর ঘাস থাকা কল্যাণীর সবুজ বাইশ গজের কারণেই রনজি ট্রফির কোয়ার্টার

কম্বিনেশনের দোলাচলে বাংলা

ফাইনালের আগে দলের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন নিয়ে দোলাচলে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সকালেই কলকাতা থেকে কল্যাণী পৌঁছানোর পর বেলার দিকে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। অনুশীলনের সময়ই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পিচ দেখে কিছুটা হতাশায় ডুবে টিম বাংলা। পাঁচদিনের রনজি কোয়ার্টার ফাইনালের পিচ দ্বিতীয় দিনের পর থেকে মন্থর হয়ে যেতে পারে, এমনটাই মনে করছে টিম বাংলা। সন্ধ্যার দিকে কল্যাণীর থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। খেলার আগে আরও কয়েকদিন সময় রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

বাংলা কোচ বলতে না চাইলেও দলের অন্দরের খবর, তিন পেসারে বাংলার রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল অভিযানে নামা নিশ্চিত। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল দলে থাকছেনই। ছন্দে না থাকা মুকেশ কুমার প্রথম একাদশে থাকবে কিনা, সেটা নিয়েই রহস্য। পিচ ম্যাচ গড়ানোর সঙ্গে মন্থর হয়ে যেতে পারে বলে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে বাড়তি অলরাউন্ডার খেলাতে। মুকেশ নাকি বাড়তি অলরাউন্ডার, দোলাচল কবে কাটবে, এখনও স্পষ্ট নয়। এর মধ্যেই বুধবার মহম্মদ সামি কল্যাণীতে হাজির হচ্ছেন। হরিয়ানার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে সামিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই খেলবেন সামি।

এদিকে, আজই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ দল। আগামীকাল তাদের কল্যাণী পৌঁছানোর কথা। অধিনায়ক রিকি ভুঁই ছাড়াও দলে রয়েছেন কোনা শ্রীকর ভরত, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের মতো টিম ইন্ডিয়ার তারকারা। এমন দলের বিরুদ্ধে রনজি কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে সতর্ক বাংলা দল। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ বলছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশ ভালো দল। সেমিফাইনালের লক্ষ্যে সতর্ক থেকে আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **তনুশ্রী দাস :** ৪০টা বছর সম্পূর্ণ, কিন্তু বয়স মনে না বেড়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাক, তাই চিন্তা ভাবনা ছেড়ে প্রতিটা মুহূর্ত জীবনটাকে উপভোগ করো। আগামী দিনগুলি আরও আনন্দে কাটাও, আরও ভালো থাকো, আরও আরও সুখে থাকো, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। - **অনুপ দাস, টিপাজানী, মালদা।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **অরিন্দম ও তানিয়া :** তোমাদের অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অফুরন্ত ভালোবাসা। **'দাস পরিবারবর্গ',** তরুণ ভিলা, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

'অনড়' পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি আইসিসি-র

দুবাই ও লাহোর, ৩ ফেব্রুয়ারি : বাবর আজমরা কলম্বোতে পৌঁছে গিয়েছেন। শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ প্রস্তুতিও। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে বিতর্কও।

শনিবার শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বিতর্ক চরমে। প্রশ্ন একটাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় ভারত-পাক মহারণ হবে কি? পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্ত বদল এখনও হয়নি। আপাতত সিদ্ধান্ত বদল হতে পারে, এমন সম্ভাবনাও নেই। ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে সম্প্রচারকারী সংস্থা আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে।

এমন অবস্থার মধ্যে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে পাকিস্তান বোর্ডের পাশে সেদেশের সরকারের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বলে খবর। যদিও সরকারিভাবে আইসিসি-র তরফে এখনও পাকিস্তান নিয়ে নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সেই আলোচনার ফল কী হয়েছে, সেটাও অজানা দুনিয়ার। যদিও পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমের দাবি, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন। আসন্ন সেই নির্বাচনের ফলাফলের উপর নির্ভর করতে পারে পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা। পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি নাকি সরকারের নির্দেশ মেনে বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কারণে মুখ বন্ধ রেখেছেন। যদিও পাক সরকারের ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত যে পুরোপুরি রাজনৈতিক, এই কথা এখন সবারই জানা। যদিও তার মধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, সূর্যকুমার যাদবের ভারতের সঙ্গে ম্যাচ বয়কট করলেও মহিলাদের ক্রিকেট, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের আসরে কেন ভারতের বিরুদ্ধে খেলল পাকিস্তান? এমন সিদ্ধান্তের মানে কী? কেন পাকিস্তান এমন দ্বিচারিতার খেলায় মেতে উঠেছে?

দুই প্রতিবেশী দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা ইতিমধ্যেই ভারত-পাক মহারণের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুলেছেন। আজ সেই তালিকায় ঢুকে পড়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় দ্বৈরথকে 'যুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'ক্রিকেট ও রাজনীতিকে অনেকদিনই আমরা আলাদা করে দিয়েছি। যদিও সংবাদমাধ্যমের নজরে ভারত-পাক মহারণের গুরুত্ব বরাবরই আলাদা। অনেকটা যুদ্ধের মতো। এই ম্যাচকে অতীতে কখনই সাধারণ কোনও ম্যাচ হিসেবে দেখা হয় না।' এই আবহ ও ভাবনাই দুই প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেটকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমরা যখন অন্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে ক্রিকেট ম্যাচ খেলি তখন সেটা নিয়ে হইচই হয় ঠিকই। কিন্তু সেটা যুদ্ধ আখ্যা পায় না। ভারত-পাক ম্যাচের জন্য ছবিটা বরাবরই আলাদা।'

International Cricket Council

এদিকে, টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই চাপ বাড়ছে আইসিসি-র উপরও। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, আইসিসি-র তরফে আজ বেসরকারিভাবে পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। 'অনড়' পাকিস্তান যদি তাদের ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত বদল না করে, তাহলে কড়া শাস্তির দিকটিও আজ তুলে ধরা হয়েছে। বিশাল আর্থিক ক্ষতিপূরণের ধাক্কার পাশে নির্বাচনের সম্ভাবনার কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। যদিও তারপরও পাক সরকারের সুর নরম হওয়ার খবর রাত পর্যন্ত মেলেনি। বরং পাকিস্তানের এক বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের দাবি, আইসিসি-র ডিসপিউট রেজোলিউশন কমিটিকে (ডিআরসি) 'ঢাল' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে পাকিস্তান।

২০১৮ সালে পাকিস্তানে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে যেতে অস্বীকার করেছিল ভারত। সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে সিরিজ না হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন পাক বোর্ডের কর্তারা। বিসিসিআই সেই সময় ডিআরসি-র নিয়ম দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে পাশ কাটিয়েছিল। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের আসরে পাকিস্তানও সেই পথে হাঁটতে চাইছে বলে খবর। যদিও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ও বিশ্বকাপের মতো বহু দেশীয় প্রতিযোগিতার আসর যে এক নয়, সেই কথা বোধহয় গুলিয়ে ফেলেছে পাকিস্তান।

নিট ফল, ভারত ম্যাচ বয়কট পরবর্তী পর্বে বিতর্ক চলছে। যা আরও চরম আকার নেওয়ার পথে আগামী কয়েকদিনে।

ডিগবাজি খাবে পিসিবি : অশ্বীন

সলমনদের 'লিলিপুট', কটাক্ষ মঞ্জরেকারের

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথকে আর হাইভোল্টেজ ম্যাচ বলতে রাজি নন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজের টক্কর নিয়ে যতই নাটকীয় আবহ তৈরি করা হোক, আদপে এই মুহূর্তে তা অন্তঃসারশূন্য। ক্রিকেটী দক্ষতায় ভারত অনেক এগিয়ে। টিম ইন্ডিয়ার পাশে পাকিস্তান এই মুহূর্তে 'লিলিপুট'। আর পাঁচটা ছোট, কমজোরি দলকে হারানোর মতোই ভারতের কাছে পাক-বধ!

১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত ম্যাচ বয়কট করেছে পাকিস্তান। প্রতিক্রিয়ায় সলমন আলি আঘার দলকে তীব্র কটাক্ষ মঞ্জরেকারের। বলেছেন, 'ভারত-পাক ম্যাচ যদি নাও হয়, কিছু যায় আসে না। এতে টুর্নামেন্টের আকর্ষণ এতটুকু কমবে না। ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে উৎসাহ, উত্তেজনা বরাবর থাকে। যদিও বাইশ গজে ব্যাট-বলের টক্করে সেই উত্তেজনা উধাও দীর্ঘদিন ধরেই। এই ম্যাচটা আর আগের জায়গায় নেই। অতীতে পাকিস্তানকে হারালে অন্যরকম অনুভূতি হত। কিন্তু এখন পাক-বধ আর পাঁচটা ছোট দলকে হারানোর মতোই।'

ভারত-ম্যাচ বয়কটের জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) বিঁধলেন কপিল দেব। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক বলেছেন, 'যেভাবে পিসিবি বয়কট করল, তাতে পাকিস্তানের ভাবমূর্তিই ক্ষুণ্ণ হল। আদপে নিজের

দেশের ক্রিকেটেরই ক্ষতি করল ওরা। পাক ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। বিশ্বকাপে ভারতে ম্যাচে তাদের খেলতে দেওয়া হচ্ছে না তাদের! এতে ক্রিকেটের ক্ষতি, নিজের দেশের খেলোয়াড়দের প্রতি অবিচারও।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার মনে করেন বয়কট-বিতর্কে ডিগবাজি খাবে পাকিস্তান। ২-৩ দিনের মধ্যেই বিদ্রোহ ছেড়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হয়ে যাবে। দাবি করেন, 'আমি একশোভাগ নিশ্চিত ভারত-পাক ম্যাচ হবে। আগামী ২-৩-৪ দিনের মধ্যে বয়কটের সিদ্ধান্ত বদলাবে ওরা। মোদ্দা কথা, আমি ভারত-পাক ম্যাচ দেখতে চাই। মন বলছে ম্যাচ হবে। কারণ, বয়কটের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে পাকিস্তান। ক্ষতিপূরণের দাবি তুলবে সম্প্রচার সংস্থা। চাপ সামলানো সম্ভব হবে না পিসিবি-র পক্ষে।'

> ভারত-পাক ম্যাচ যদি নাও হয়, কিছু যায় আসে না। এতে টুর্নামেন্টের আকর্ষণ এতটুকু কমবে না। এই ম্যাচটা আর আগের জায়গায় নেই। অতীতে পাকিস্তানকে হারালে অন্যরকম অনুভূতি হত। কিন্তু এখন পাক-বধ আর পাঁচটা ছোট দলকে হারানোর মতোই।
>
> **-সঞ্জয় মঞ্জরেকার**

আজ ফের নজর তিলকের দিকে

নভি মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের আগে শেষ মহড়া।

বুধবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে মুখোমুখি ভারত। প্রোটিয়া ব্রিগেডের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরেই ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে সূর্যকুমার যাদবরা। প্রতিপক্ষ যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

প্রস্তুতি ম্যাচে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা

কাপ যুদ্ধে পা রাখার আগে চূড়ান্ত মহড়ায় টিম কম্বিনেশন থেকে একাধিক বিকল্প ভাবনাকে দেখে নেওয়ার সুযোগ। বিশেষত নজর থাকবে তিন নম্বরে তিলক ভার্মার দিকে। চোট সারিয়ে সোমবার ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তনও ঘটেছে। ব্যাটিংয়ে রান পেয়েছেন। বল হাতেও এসেছে উইকেট।

আগামীকাল সিনিয়ার দলে নিজের পুরোনো তিন নম্বর জায়গায় ফেরার হাতছানি। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকা তিলকের পারফরমেন্স বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। তিলক ফেরা মানে দলের ব্যাটিং কম্বিনেশন বদলে যাবে। তিনে তিলক। চারে সূর্য। সেক্ষেত্রে সঞ্জু স্যামসনের বদলে হয়তো অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেনিংয়ে দেখা যাবে ঈশান কিষানকে।

বোলিংয়ে যেমন চোখ থাকবে কুলদীপ যাদবের দিকে। বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে অক্ষর প্যাটেল স্পিন বিভাগে নিশ্চিত। কুলদীপ সম্ভবত তৃতীয় স্পিনার। ভারতীয় রিস্ট স্পিনারের স্পিন-জাদু চললে গৌতম গম্ভীরদের চিন্তা অনেকটাই কমবে।

৩ উইকেট নেওয়া দিল্লি ক্যাপিটালসের চিনেইল হেনরিকে নিয়ে উচ্ছ্বাস।

চতুর্থবার ফাইনালে দিল্লি

ভদোদরা, ৪ ফেব্রুয়ারি : প্রথম তিনটি ডব্লিউপিএলে ফাইনাল খেলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। চতুর্থ সংস্করণেও তারা ফাইনালে উঠল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তাদের সামনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গুজরাট জায়েন্টসকে প্রথমে ব্যাটিং করতে পাঠিয়ে দিল্লি ১৬৮/৭ স্কোরে আটকে দেয়। বেথ মুনি অপরাজিত ৬২ রান (৫১ বলে) করলেও গুজরাটের টপ অর্ডারের কেউ তাঁকে সহযোগিতা করতে পারেননি। শেষপর্যন্ত ছয় নম্বরে নামা জর্জিয়া ওয়েরহ্যামকে (২৫ বলে ৩৫) নিয়ে মুনি ৬১ রানের জুটি গড়তে পেরেছিলেন। কিন্তু তা দিল্লির চিনেইল হেনরি (৩৫/৩), মিন্নু মানির (২৩/১) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের ফাঁস কেটে বড় রান তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল না। ওপেনিং জুটিতে দিল্লিকে ৭ ওভারে ৮৯ রানে পৌঁছে দিয়ে লিজেল লি (২৪ বলে ৪৩) ও শেফালি ভার্মা (২১ বলে ৩১) ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এনে দেন। তারা ১৫.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৯ রান তুলে নেয়।

ডান পায়ের জোড়া বুটে ফুটবল শুরু সঞ্জুর

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় দলের জার্সি হোক বা আইএসএলের আলোকজ্জ্বল মঞ্চ। স্বপ্নপূরণের রাস্তাটা সহজ নয়।

দুন হেরিটেজ স্কুলে ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সেলেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে এসে বাস্তবটা বোঝাতে নিজের ছোটবেলার উদাহরণ টেনেছেন সঞ্জু প্রধান। ৬ বছর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলা জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার সঞ্জু বলেছেন, '১০ বছর বয়সে আমি সিকিমে ফুটবল অ্যাকাডেমিতে

ফাঁস করলেন ইস্টবেঙ্গল স্কুলের উদ্বোধনে দুনে এসে

যোগ দিয়েছিলাম। আমার বাবা পান দোকান চালাতেন। সেই আয়ে তিনি আমার প্রয়োজন মতো সবসময় বুট কিনে দিতে পারতেন না। বাঁ পায়ের বুট খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যেত। কিন্তু ডান পায়ের বুট সহজে নষ্ট হত না। তাই সহজে পুরোনো বুট ফেলে দিতাম না। বাবা নতুন বুট কিনে দিতে না পারলে দুই পায়েই ডান পায়ের বুট পরে খেলতে চলে যেতাম। এই ত্যাগ, পরিশ্রমটাই আমাকে ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করেছে।'

শুধু কেরিয়ার নয়, ফুটবল যে সমাজ বদলের হাতিয়ার হতে পারে সেই কথাও এদিন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন সঞ্জু। বলেছেন, '১৩ বছর আগে সিকিমে ফুটবল অ্যাকাডেমি শুরু করি। তারপর থেকে আমার গ্রামে সেই ছেলেদের একজনকেও নেশায় জড়িয়ে পড়তে দেখিনি। সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করছে।' ফুটবলারদের শৃঙ্খলায় বাঁধতে দুনেও তিনি ইস্টবেঙ্গল স্কুলের কোচদের কড়া হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সঞ্জু প্রধান ও ইস্টবেঙ্গলের সচিব রূপক সাহার সঙ্গে দুন হেরিটেজ স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও কর্মকর্তারা।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস যেন আরও বেড়ে গিয়েছে দুনের ডিরেক্টর শিবম ভট্টাচার্যর। বলেছেন, 'আমরা আশা করছি এই স্কুল থেকে তৈরি ফুটবলারদের একদিন আইএসএলে দেখব। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবে ওরা।'

ইস্টবেঙ্গলের সচিব রূপক সাহা এদিন ঘোষণা করেন, এই স্কুল অফ এক্সেলেন্স গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অন্তর্গত। তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনও। পুরুলিয়া সহ রাজ্যে ছয়টি জায়গায় এই ধরনের স্কুল গড়লেও উত্তরবঙ্গে এই প্রথম। রূপক বলেছেন, 'দুনে ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সেলেন্সে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব লাইসেন্সড স্থানীয় কোচদেরই দেওয়া হবে। তবে মাঝেমাঝেই ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজি, সঞ্জু, ফাল্গুনী দত্তদের মতো ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলারদের পাঠানো হবে। সেইসঙ্গে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের থেকে ট্রায়ালের মাধ্যমে কয়েকজনকে বেছে কলকাতার মাঠে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি ভাবনায় রয়েছে।'

এত বড় মাপে না হলেও ২০২৩ সাল থেকেই দুনে ছেলেমেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শিবম জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে তাদের মেয়েরা স্থানীয় পর্যায়ে একটি প্রতিযোগিতায় পরপর দুই বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে দুনের জোট বাঁধায় লাল-হলুদ সমর্থকদের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গিয়েছে। যা স্পষ্ট হয়ে যায় শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের অনুপ বসু, শ্যামল তরফদার, স্বরূপ সেন, রবিন মজুমদারের এদিনের উপস্থিতিতে। তবে স্কুল অফ এক্সেলেন্সের মাঠে নামার জন্য তাঁদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। শিবম জানালেন, খুব তাড়াতাড়ি সিকিম ও কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল নিতে চলেছেন। তারপরই এপ্রিলে স্কুল অফ এক্সেলেন্স চালু হয়ে যাবে।

বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু সিন্থেটিক ট্র্যাকের কাজ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার সল্টলেকের পর রাজ্যের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক স্তরের সিন্থেটিক ট্র্যাক নির্মাণের কাজ শুরু হল জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ১০ কোটি টাকা খরচে মঙ্গলবার থেকে এই ট্র্যাক তৈরির কাজ শুরু করল। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডব্য দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি এই ট্র্যাকের কাজের সূচনা করেন।

বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের এই সিন্থেটিক ট্র্যাক তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাপকাঠি মেনে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মডেলে। এই ট্র্যাকে লং জাম্প, হাই জাম্প, পোল ভল্ট, জ্যাভলিন থ্রো, ডিসকাস, ট্রিপল জাম্প এবং থ্রো বল, রেস ওয়াকিং, দৌড় সহ আরও অনেক ইভেন্ট আয়োজন করা যাবে।

ভার্চুয়ালি সূচনা করলেন মান্ডব্য

জলপাইগুড়ি সাই ট্রেনিং সেন্টারের ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে স্বপ্না বর্মন, জ্যোৎস্না রায় প্রধান, হরিশংকর রায়দের মতো অ্যাথলিটরা উঠে এসেছেন। তবে

সিন্থেটিক ট্র্যাকের কাজ পরিদর্শনে সাইয়ের প্রতিনিধিরা। ছবি : পূর্ণেন্দু সরকার

প্রশিক্ষণ নিতে তাঁদের কলকাতা কাজ সম্পূর্ণ হলে উত্তরবঙ্গের ও রাজ্যের বাইরে যেতে হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের জলপাইগুড়ির বাইরে যেতে হবে না।'

এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মনের মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে সিন্থেটিক ট্র্যাক তৈরির দাবি আমি বিভিন্ন মহলে একাধিকবার জানিয়ে এসেছি। উত্তরবঙ্গে নতুন প্রজন্মের অ্যাথলিটদের বিরাট সুবিধা হবে।'

স্যান্ডউইচ নিয়ম মেনে ৪টি স্তরে নির্মিত হচ্ছে ৮ লেনের সিন্থেটিক ট্র্যাক। আগামী ৩ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন ওয়াসিম।

জলপাইগুড়ি প্রাক্তন অ্যাথলিট উজ্জ্বল দাস চৌধুরী বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের এখন আর ঘাসের ট্র্যাকে অনুশীলন করতে হবে না।'

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে জলপাইগুড়ির এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই অনুশীলনের সমস্ত সুযোগসুবিধা পাবেন।'

এদিন বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনেই সিন্থেটিক ট্র্যাকের কাজের সূচনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সুইচ টিপে জলপাইগুড়ির সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও ৭টি সিন্থেটিক ট্র্যাকের কাজের সূচনা করেন। জলপাইগুড়ি সাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছেলেমেয়েরা ছাড়াও সাইয়ের আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম'

গার্গী ঘোষ

প্রয়াণ ঃ ২৪শে জানুয়ারি ২০২৬

আমার মাতৃদেবী **গার্গী ঘোষ** (কন্যা ঃ চন্দন কুমার ঘোষ) এর আত্মার শান্তি কামনায় ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শক্তিগড়স্থিত মেন রোডে ৫ নং রাস্তার নিকটে নিজ বাসভবনে শ্রদ্ধানুষ্ঠানে এবং ৮ই ফেব্রুয়ারি শক্তিগড় ৭ নং রাস্তাস্থিত শক্তিগড় যুবসংঘ ভবনে নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠানে সকল আত্মীয় স্বজন, শুশানবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

শোকাহত- সাগ্নিক মাইতি ভাগ্যহীন পুত্র
প্রযত্নে ঃ চন্দন কুমার ঘোষ
শক্তিগড় ৫ নং রাস্তার নিকট, শক্তিগড় মেন রোড, শিলিগুড়ি

প্রস্তুতি ম্যাচে জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার এক প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে ২-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। তাদের হয়ে গোল করেন পিভি বিষ্ণু ও জয় গুপ্তা। শ্রীনিধির গোলটি এমবকলাংয়ের। এই ম্যাচে দলের সব খেলোয়াড়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। হাঁটুর চোট থাকায় ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন নাওরেম মহেশ সিং। চোটের জায়গায় এদিন তাঁর মেডিকেল টেস্ট হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত কারণে মহম্মদ রশিদ ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছেন। তবে দুই-তিনদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবেন তিনি। হালকা চোট থাকলেও কেভিন সিবিলে ও প্রভসুখান সিং গিলকে খেলানোর কোনও ঝুঁকি নেননি অস্কার। এদিকে আমন সিকে ও নসিব রহমানকে লোনে গোকুলাম কেরালা এফসি-তে পাঠাল ইস্টবেঙ্গল। জেসিন টিকেকে পেতে ডায়মন্ড হারবার এফসি আগ্রহী হলেও এখনই তাঁকে ছাড়তে নারাজ লাল-হলুদ শিবির।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন মহম্মদ সেলিম। মঙ্গলবার।

জয়ী চাঁচল

মালদা, ৩ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার চাঁচল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৩ রানে হারিয়েছে পুষ্পেন চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে। টসে জিতে চাঁচল ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২১০ রান তোলে। প্রিয়াংশু রবিদাস ৬৩ ও ম্যাচের সেরা ইফতিকার আহমেদ ৫৫ রান করেন। জবাবে পুষ্পেন ৩৯.৫ ওভারে ১৯৭ রানে অল আউট হয়। ঋক রজক ৪০ ও বিকি দাস ৩২ রান করেন। নৈতিক জয়সওয়াল ও সৌভিক সাহা ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা ইফতিকার আহমেদ।

বড় জয় দাদাভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ২৯৮ রানে হারিয়েছে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। সিয়েম মাঠে টসে হেরে দাদাভাই ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৪৯ রান তোলে। পেনাল্টি রান সহ সুভাষের টার্গেট দাঁড়ায় ৩৬৮ রান। শচীন গুপ্ত ৮২ ও মহম্মদ সেলিম ৫৭ রান করেন। আয়ান ইব্রাহিম ৫৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে সুভাষ ২১.৪ ওভারে ৬৯ রানে গুটিয়ে যায়। সিদ্ধান্ত শা সর্বোচ্চ ১৯ রান করেন। অংশ যাদব ৬ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা সেলিমও (১৪/৩)। বুধবার খেলবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও ওয়াইএমএ।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল দিবসে শিলিগুড়িতে রক্তদাতা ৬০

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রক্তদান শিবির আয়োজন করে। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, সূর্যনগরের মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাপীঠে বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আয়োজিত শিবিরে ৬০ জন রক্ত দিয়েছেন। যার মধ্যে মহিলা ছিলেন ৪ জন। ক্রীড়া পরিষদের অরুণাভ চক্রবর্তীও রক্ত দিয়েছেন। সংগৃহীত রক্ত দেওয়া হবে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। রক্তদাতাদের ব্যাজ ও টুপি উপহার দেওয়া হয়েছে। পরে সিএবি-তে থেকে এলে রক্তদাতাদের সূর্যকুমার যাদবের স্বাক্ষরিত শংসাপত্র দেওয়া হবে।

কিশোরের ব্রিজের ফাইনাল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু (নীলু) ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠেছেন পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাস ও এসপি বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা। বুধবার ফাইনাল। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে পরিতোষ-দিলীপ দাস ৭১ পয়েন্টে জিতেছেন অভিজিৎ হালদার-প্রণব দাসের বিরুদ্ধে। এসপি-দিলীপ সাহা ১৭৯ পয়েন্টে মনা রাহা-রাখাল সরকারকে হারিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা মাসরুর আহমেদ - কে 06.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85E 90928 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সাধারণ জনগণকে তুলে ধরতে চাই যে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি প্রতিটি সাধারণ মানুষকে কোটিপতি করে তোলে। আমি কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছি যা আমাকে কোটিপতি করে তুলেছে। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে এবং আমি এই পরিমান অর্থ খুব বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করতে পারব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।